মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০১৯

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন, যার হাত থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকে। আর মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার যবান ও হাত থেকে অন্যেরা নিরাপদ থাকে। মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ কাজের জন্য স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে অন্যায় ও পাপকর্ম সমূহ পরিত্যাগ করে' (আহমাদ হা/ ২৪০০৪)।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهريــــة علميــــة أدبيــــة ودينيــــة

جلد : ٢٣، عدد : ٢، ربيع الأول وربيع الآخر ١٤٤١هـ/ نوفمبر ٢٠١٩م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ওছমান শাহ মসজিদ, ট্রিকালা, গ্রীস। দৃষ্টিনন্দন এই মসজিদটি ১৬শ শতকে তৎকালীন ওছমানীয় গভর্নর ওছমান শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK** "التحريك" مجلة شهريــــة

Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.

Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.

Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK

Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.

Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK, which has been running since September 1997 from the city of Rajshahi, Bangladesh. It is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, which has been calling Mankind to Salafi Path, based on pure Tawheed and Saheeh Sunnah following the explanations of the honoured Sahaba & Salaf-i- Saleheen. This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are : 1. Editorial 2. Dars-i-Quran 3. Dars-i-Hadeeth 4. Research Articles. 5. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 6. Economics 7. Wonder of Science 8. Health 9. Agriculture 10. News : Home & Abroad & Muslim world 11. Pages for Women 12. Children 13. Poetry 14. Fatawa and 15. Other contemporary subjects.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০১৯ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৬

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ নভেম্বর	০৩ রবীঃ আউঃ	১৭ কার্তিক	শুক্রবার	৪ : ৪৭	৬ : ০৫	১১ : ৪২	২ : ৫৬	৫ : ২০	৬ : ৩৭
০৫ ”	০৭ ”	২১ ”	মঙ্গলবার	৪ : ৪৯	৬ : ০৭	১১ : ৪২	২ : ৫৪	৫ : ১৭	৬ : ৩৫
১০ ”	১২ ”	২৬ ”	রবিবার	৪ : ৫২	৬ : ১০	১১ : ৪২	২ : ৫২	৫ : ১৫	৬ : ৩২
১৫ ”	১৭ ”	০১ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	৪ : ৫৪	৬ : ১৩	১১ : ৪৩	২ : ৫১	৫ : ১৩	৬ : ৩১
২০ ”	২২ ”	০৬ ”	বুধবার	৪ : ৫৮	৬ : ১৬	১১ : ৪৪	২ : ৫০	৫ : ১১	৬ : ৩০
২৫ ”	২৭ ”	১১ ”	সোমবার	৫ : ০০	৬ : ২০	১১ : ৪৫	২ : ৫০	৫ : ১১	৬ : ৩০
০১ ডিসেম্বর	০৩ রবীঃ আখের	১৭ অগ্রহায়ণ	রবিবার	৫ : ০৪	৬ : ২৪	১১ : ৪৭	২ : ৫০	৫ : ১১	৬ : ৩১
০৫ ”	০৭ ”	২১ ”	বৃহস্পতি	৫ : ০৬	৬ : ২৭	১১ : ৪৯	২ : ৫১	৫ : ১১	৬ : ৩১
১০ ”	১২ ”	২৬ ”	মঙ্গলবার	৫ : ০৯	৬ : ৩১	১১ : ৫১	২ : ৫২	৫ : ১২	৬ : ৩৩
১৫ ”	১৭ ”	০১ পৌষ	রবিবার	৫ : ১২	৬ : ৩৩	১১ : ৫৩	২ : ৫৪	৫ : ১৩	৬ : ৩৪
২০ ”	২২ ”	০৬ ”	শুক্রবার	৫ : ১৫	৬ : ৩৬	১১ : ৫৬	২ : ৫৬	৫ : ১৬	৬ : ৩৭
২৫ ”	২৭ ”	১১ ”	বুধবার	৫ : ১৭	৬ : ৩৯	১১ : ৫৮	২ : ৫৮	৫ : ১৮	৬ : ৩৯

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি** : University of Islamic Sciences, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
রবীঃ আউয়াল-রবীঃ আখের ১৪৪১ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বাং
নভেম্বর ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে *(৫ম কিস্তি)* ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ মুহাসাবা *(শেষ কিস্তি)* ০৯
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ বৃদ্ধাশ্রম : মানবতার কলঙ্কিত কারাগার ১৫
-মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম

♦ আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২০
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

♦ আলেমে দ্বীনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য ২৫
-হাফেয আব্দুল মতীন

◈ অর্থনীতির পাতা : ৩০

♦ ইসলামের দৃষ্টিতে মজুদদারী
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ : ৩৫

♦ উইঘুরের মুসলিম ও কালো জাদুকরের থাবা
-ড. মারূফ মল্লিক

◈ কবিতা : ৩৭

♦ প্রার্থনা প্রভু ♦ জ্বলে দাউ দাউ
♦ আত-তাহরীক স্মরণে ♦ প্রশ্ন ফাঁস নাকি জাতির সর্বনাশ

◈ সোনামণিদের পাতা ৩৮

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৩৯

◈ মুসলিম জাহান ৪১

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৪

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

নিহত আবরার নিহত দেশপ্রেম

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপযেলার কয়া ইউনিয়নের রায়ডাঙ্গা গ্রামে শত শত মুছল্লীর অশ্রুবন্যার মধ্যে তৃতীয় জানাযা শেষে ছাত্রলীগের হাতে নিহত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ২য় বর্ষের ছাত্র আবরার ফাহাদের দাফন সম্পন্ন হয়। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে কেঁদেছে সারা দেশ, কেঁদেছে সকল দরদী প্রাণ। কুষ্টিয়া শহরের পিটিআই সড়কে নিজ বাড়িতে সে তার পিতা-মাতা ও ছোট ভাইয়ের সাথে বসবাস করত। দাদার আমল থেকে তার পুরা পরিবার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মন্ত্রী মাহবুবুল আলম হানীফের প্রতিবেশী তারা। তার পিতা বরকতুল্লাহ ব্র্যাকের অডিটর এবং মা রোকেয়া খাতুন কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষিকা। আবরারের ছোট ভাই আবরার ফাইয়ায ঢাকা কলেজে এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ভাই নিহত হ'লে সে আর ঢাকায় পড়বেনা বলে বাপ-মাকে জানিয়ে দিয়েছে। বুয়েটের শেরে বাংলা হলে আবরারকে তার ১০১১ নং কক্ষ থেকে বড় ভাইদের ২০১১ নং কক্ষে ডেকে নিয়ে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের ২৩ জন নেতা নামধারী দুর্বৃত্ত ঠাণ্ডা মাথায় ৭ই অক্টোবর রাত ৮-টা থেকে ৩-টা পর্যন্ত সাত ঘণ্টা ধরে পিটিয়ে হত্যা করে সিঁড়িতে লাশ ফেলে রাখে। মৃত্যুর আগে পানি খেতে চাইলেও এই নিষ্ঠুররা তাকে পানি পর্যন্ত দেয়নি। অষ্টম ও দশম শ্রেণীতে বিশেষ বৃত্তিধারী, এসএসসি ও এইচএসসি-তে গোল্ডেন জিপিএ-৫ ধারী, ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকারী, একই সাথে মেডিকেল ও বুয়েটে ভর্তির সুযোগ লাভকারী, অসাধারণ মেধাবী এই নম্র-ভদ্র পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে অভ্যস্ত তরুণ ছাত্রটি মাত্র ২১ বছর বয়সে পশু শক্তির হাতে নিহত হ'ল। একটি উদীয়মান নক্ষত্রের পতন হ'ল। আগের দিন কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় এসে সন্ধ্যা ৫-টা ১০ মিনিটে সে মাকে মোবাইলে পৌঁছানোর সংবাদ দিয়েছিল। কিন্তু রাতেই সব শেষ। এই সাথে ধ্বসে পড়ল তাকে হত্যাকারী বুয়েট ছাত্রদের পিতা-মাতাদের স্বপ্নচূড়া। আবরার অমর হ'ল। কিন্তু নিহত হ'ল দেশপ্রেম। নিহত হ'ল বাকস্বাধীনতা। পরদিন আবরারের প্রাণহীন লাশ মায়ের কাছে এসে পৌঁছে। অপরাধ, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে ফেসবুকে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৪ঠা অক্টোবরের দিল্লী সফরের উপর মন্তব্য করে সে লিখেছিল,

১. ৪৭-এ দেশভাগের পর দেশের পশ্চিমাংশে কোন সমুদ্রবন্দর ছিল না। তৎকালীন সরকার ছয় মাসের জন্য কলকাতা বন্দর ব্যবহারের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ করল। কিন্তু দাদারা নিজেদের রাস্তা নিজেদের মাপার পরামর্শ দিচ্ছিল। বাধ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ দমনে উদ্বোধনের আগেই মংলা বন্দর খুলে দেয়া হয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আজ ইণ্ডিয়াকে সে মংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য হাত পাততে হচ্ছে। ২. কাবেরি নদীর পানি ছাড়াছাড়ি নিয়ে কানাড়ি আর তামিলদের কামড়াকামড়ি কয়েকবছর আগে শিরোনাম হয়েছিল। যে দেশের এক রাজ্যই অন্যকে পানি দিতে চায় না সেখানে আমরা বিনিময় ছাড়া দিনে দেড়লাখ কিউসেক মিটার পানি দেব। ৩. কয়েক বছর আগে নিজেদের সম্পদ রক্ষার দোহাই দিয়ে উত্তর ভারত কয়লা-পাথর রফতানী বন্ধ করেছে। অথচ আমরা তাদের গ্যাস দেব। যেখানে গ্যাসের অভাবে নিজেদের কারখানা বন্ধ করা লাগে, সেখানে নিজের সম্পদ দিয়ে বন্ধুর বাতি জ্বালাব। হয়তো এসুখের খোঁজেই কবি লিখেছেন- 'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি' 'এ জীবন মন সকলি দাও, 'তার মত সুখ কোথাও কি আছে' 'আপনার কথা ভুলিয়া যাও?'

লাশ ও খুনী তৈরীর ছাত্র রাজনীতি :

সব সরকারই বলে থাকেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত কেউ ছাড় পাবে না। কিন্তু পরিসংখ্যান তাঁদের এ বক্তব্য সমর্থন করে না। স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১৫১ জন শিক্ষার্থী খুন হয়েছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। যদিও প্রকৃত হিসাব এবং যখম পরবর্তী মৃত্যুর হিসাব ও পঙ্গুত্বের শিকার ছাত্রদের হিসাব জানা যায়না। নিহতদের মধ্যে ঢাবিতে ৭৪ জন, রাবিতে ২৯, চবিতে ১৯, বাকৃবিতে ১৯, জাবিতে ৭, ইবি ও বুয়েটে ২ জন করে, টাঙ্গাইল মাওলানা ভাসানী বিপ্রবি এবং সিলেট শাহজালাল বিপ্রবিতে ১ জন করে শিক্ষার্থী খুন হয়। বর্তমান সরকারের টানা গত ১০ বছরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ জন শিক্ষার্থী খুন হয়। খুনীরা ক্ষমতাসীন দলের হওয়ায় কোনটারই বিচার হয়নি। আর বিচার হ'লেও কারু শাস্তি কার্যকর হয়নি। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ছাত্রলীগের নিজেদের কোন্দলে নিহত হয় ৩৯ জন। আর এই সময়ে ছাত্রলীগের হাতে প্রাণ হারায় অন্য সংগঠনের ১৫ জন' *(প্রথম আলো, ৮ই অক্টোবর ২০১৯)*।

ঢাবি, জাবি, চবি, রাবি ও বুয়েট সহ দেশের প্রায় সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সমূহে 'পার্টি সেন্টার' ও 'টর্চার সেল' নামে চিহ্নিত কক্ষ সমূহ রয়েছে। রয়েছে 'গণরুম' ও 'গেস্টরুম' নামের অঘোষিত নির্যাতন কেন্দ্র সমূহ। সেখানে বড়দের সাথে ছোটদের আচরণ ও প্রটোকল পদ্ধতিসহ শেখানো হয় মারামারির কৌশল। আবরার ফাহাদের হত্যার ঘটনায় আদালতে দেয়া যবানবন্দিতে আসামী 'বুয়েট' শাখা ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক অনীক সরকার বলেছে, সিনিয়র-জুনিয়র যে-ই হোক, আমরা তাদের এভাবে পিটাতাম। আমাদের মতের সঙ্গে না মিললে কাউকে পিটিয়ে বের করে দিতে পারলে ছাত্রলীগের হাই কম্যান্ড আমাদের প্রশংসা করত। সিস্টেমটাই আমাদের এমন নিষ্ঠুর বানিয়েছে'। 'ছাত্রী হলে নির্যাতনের মাত্রা কম হ'লেও গত সাত বছরে ঢাবি ক্যাম্পাস ও ছাত্রদের ১৩টি আবাসিক হলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ৫৮টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে। নির্যাতনের পর এদের কাউকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে, কাউকে তাড়িয়ে দিয়ে সিট দখল করা হয়েছে। আবার গ্রুপিং রাজনীতির আধিপত্য বিস্তারে সংগঠনের পদধারী নেতাকেও 'ছাত্রদল' বা 'শিবির' করার মিথ্যা অভিযোগে পিটিয়ে হল থেকে বের করে দেওয়ার নযীর রয়েছে'। 'গেস্টরুমে নবীণ শিক্ষার্থীদের প্রথম ১ মাস বড় ভাইদের সাথে আচরণ শেখানো ও পরস্পরের পরিচিতির জন্য ডাকা হয়। এসময় সালাম দেয়া, প্রটোকল পদ্ধতি, সিনিয়র-জুনিয়রের চেইন অব কম্যাণ্ড বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়। কয়েক সপ্তাহ পর থেকে এসব নির্দেশনা অমান্য করলে শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস, পরীক্ষা বা অন্য কোন কারণে কর্মসূচীতে যেতে না পারলে তাকে বড় ভাইদের থেকে 'ছুটি' নিতে হয়' *(ইনকিলাব, ১৬ই অক্টোবর ২০১৯)*। শুধু পিটুনী নয়, বরং বলাৎকার ও ধর্ষণের মত নিকৃষ্টতম অভিজ্ঞতার সম্মুখীনও তাদের হ'তে হয়। যেমন ১৯৯৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরী করে প্রকাশ্যে মিষ্টি বিতরণ করেছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের ছাত্র সংগঠনের সেক্রেটারী জসিম উদ্দীন মানিক।

পিছন দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল গভীর রাতে ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীরা সাত জনকে মুহসিন হলের টিভি রুমের সামনে এনে 'ব্রাশফায়ারে' হত্যা করে। নিহত শিক্ষার্থীরা আওয়ামী যুবলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মণির সমর্থক ছিল। প্রতিপক্ষ গ্রুপের উস্কানিতে শফিউল আলম প্রধান (পঞ্চগড়) এ কাজ করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। পরদিন বিচারের দাবীতে যে মিছিল হয়, তাতেও তিনি নেতৃত্ব দেন। তিন দিন পর প্রধান গ্রেফতার হন। বিচারে প্রধানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাকে ১৯৭৮ সালে মুক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনীতিতে মাঠে নামান। এরপর ক্যাম্পাসে শুরু হয় ছাত্রদলের তাণ্ডব। পরে তিনি 'জাগপা' চেয়ারম্যান হিসাবে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত হন। গোলাম ফারুক অভি সহ অনেক মেধাবী ছাত্রই তখন সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বরিশাল-২ আসনে জাতীয় পার্টি থেকে তিনি এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয় ঢাবির মুহসিন হলের ছাত্র মাহবুবুল হক বাবলু সহ আরও অনেক শিক্ষার্থী। ১৯৯২ সালের ১৩ই মার্চ ঢাবি ক্যাম্পাসে

ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষের সময় সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল করেছিল ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসাইন ওরফে রাজু (মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল) ও তার বন্ধুরা। সেই মিছিলে সন্ত্রাসীদের গুলিতে রাজু খুন হ'লেও পুলিশ অভিযোগপত্র জমা দিতে পারেনি। রাজুর স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে ভাস্কর্য তৈরী করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর শিবির ক্যাডারদের হাতে রাবি শের-ই-বাংলা হলে নিহত হয় ছাত্রমৈত্রীর তৎকালীন রাবি শাখা সহ-সভাপতি জুবায়ের চৌধুরী রিমু (সাতক্ষীরা)। কিন্তু ২৬ বছর পেরিয়ে গেলেও আজও রিমু হত্যার কোন বিচার হয়নি। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদলের সন্ত্রাস ও হানাহানি এতটাই বেড়ে যায় যে, সরকার নাসিরউদ্দিন আহমাদ পিন্টুকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। পিন্টু তখন দলের সংসদ সদস্য ও ছাত্রদলের সভাপতি। ২০০২ সালের ৮ই জুন টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের গোলাগুলির মধ্যে পড়ে আহসান উল্লাহ হলের সামনে বুয়েট ২য় বর্ষের ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি (চট্টগ্রাম) গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। কিন্তু সনির হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে যাবজ্জীবন করা হয়। ২০১০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ আমলে ঢাবি এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে খুন হয় শিক্ষার্থী আবুবকর (টাঙ্গাইল)। এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার রায়ে ২০১৭ সালের ৭ই মে ছাত্রলীগের সাবেক ১০জন নেতা-কর্মীর সবাই বেকসুর খালাস পায়। ২০১০ সালে রাবি এস এম হলে শিবিরের হাতে খুন হয় ছাত্রলীগের ফারূক (জয়পুরহাট)। খুন হয় লতিফ হলের লিপু (ঝিনাইদহ) নামের আরেক ছাত্রলীগ কর্মী। কোনটারই বিচার হয়নি। ফারূক হত্যায় পুলিশ অভিযোগপত্র দিলেও লিপু হত্যার তদন্তই শেষ হয়নি। ২০১২ সালে জাবি ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে অনার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী জুবায়ের আহমাদ (পটুয়াখালী) নিহত হয়। ছয় বছর পর হাইকোর্ট অভিযুক্ত ছাত্রলীগের পাঁচ জন কর্মীকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও সে রায় কার্যকর হয়নি। ২০১২ সালের ৯ই ডিসেম্বর সকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মীরা নিরীহ দর্জি শ্রমিক বিশ্বজিৎ দাস (নড়িয়া, শরীয়তপুর)-কে বিনা কারণে প্রকাশ্য-দিবালোকে শত শত মানুষ ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে নৃশংসভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। হাইকোর্ট দু'জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে ছয়জনকে রেহাই দেয়। পলাতক আছে ১৩ জন।

উপরের প্রসিদ্ধ রিপোর্টগুলি দেখে বুঝা যায় যে, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডাররাই ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করে। তারা নিজেদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করে। তাই আসল রোগ হ'ল নিজেদেরকে বিচারের ঊর্ধ্বে মনে করা। আবরার হত্যার বিচার হবে কি হবে না, সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ। তবে যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে ইতিপূর্বে সংঘটিত ১৫০টি খুনের বিচার না হ'লেও বর্তমান ১৫১তম খুনটির বিচার হবে। অপরাধীরা সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মন্দ রীতি চালু হয়েছে, তার অবসান হবে কি? বিস্মিত হ'তে হয় যে, ১৬ই অক্টোবর সব ধরনের সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি রুখে দেওয়ার শপথ নিলেন বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সেই সাথে শপথ নেন বুয়েট ভিসি ও প্রভোস্টরা। প্রশ্ন হ'ল, কথিত অসাম্প্রদায়িক ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরাইতো এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আর এখন বাঁচার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে অভ্যস্ত হওয়াকে দায়ী করে তাকে 'শিবির' বলে রটানো হয়েছে। অথচ সে দু'বার 'তাবলীগে' গিয়েছে বলে প্রকাশ। তাহ'লে 'সাম্প্রদায়িক অপশক্তি' বলতে কাদের বুঝানো হচ্ছে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি ছালাত পড়েন না? এইসব কথিত অসাম্প্রদায়িকদের পিতা-মাতারা কি ছালাত পড়েন না?

ছাত্র রাজনীতির পক্ষে ও বিপক্ষে :

আবরার হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ ফুঁসে উঠেছে। অভিভাবকরা তো বটেই, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল বাদে সাধারণ ছাত্ররা ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে সোচ্চার হয়েছে। কারণ এদেশে ছাত্র রাজনীতি অর্থ সরকারী দল ও বিরোধী দলের লেজুড় ও লাঠিয়াল বাহিনী মাত্র। অথচ কোন অভিভাবক বা ছাত্র এটা চায় না। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সাথে সাথে তাদেরকে মূলতঃ সরকারী ছাত্র সংগঠনের সদস্য হ'তে বাধ্য করা হয়। ফলে ভাল ছাত্র হওয়ার চাইতে ভাল লাঠিয়াল হওয়াই তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যাতে পার্টি ক্ষমতায় গেলেই দ্রুত কোটিপতি হওয়া যায়। তারা সরকারী বা বিরোধী দলের নেতাদের তোষণে ও শ্লোগানে ব্যস্ত থাকে। প্রতিপক্ষের হামলায় মরলেই এদের নামে 'শহীদ' তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিচার কখনোই হয় না। ফলে এই হত্যার রাজনীতি চলতেই থাকে নিরীহ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে। সবকিছুর জন্য দলীয় রাজনীতি দায়ী। যারা ছাত্র রাজনীতির পক্ষে তারা বলেন, ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জাতীয় রাজনীতির হাতে খড়ি হয়। অতএব এর প্রয়োজন আছে। এর বিপক্ষের লোকেরা বলেন, এর প্রয়োজন নেই। কেননা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র-শিক্ষকরা তাদের কর্তব্য হিসাবে এটা করবেনই। এক্ষেত্রে শাসক ও দায়িত্বশীলদের অবশ্যই ভিন্ন মতের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সেই সাথে সকলের প্রতি ন্যায়বিচার থাকতে হবে। উপমহাদেশের সেরা রাজনীতিবিদরা কেউ ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে আসেননি। ঢাকার নবাব পরিবার, যাদের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন হয়েছে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমনকি মাওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা কেউই ছাত্র রাজনীতি করে নেতা হননি। অথচ তাঁরাই ছিলেন এ দেশের মূল নিয়ামক।

আমাদের প্রস্তাব :

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক দলাদলি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে শাসকদল সহ রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হবে এই মর্মে যে, তারা তাদের লেজুড় ছাত্র ও যুবসংগঠন এবং শিক্ষক সংগঠন সৃষ্টি করবেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে মেধা বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে। এজন্য আমাদের প্রস্তাব সমূহ নিম্নরূপ :

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি সমূহ থেকে জ্যেষ্ঠতম ১৫ জন শিক্ষক নিয়ে একটি সিণ্ডিকেট গঠিত হবে। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম তিন জন 'প্রফেসরে'র নাম প্রেসিডেন্টের নিকটে প্রস্তাব আকারে প্রেরণ করবেন। প্রেসিডেন্ট তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে মনোনয়ন দিবেন। অতঃপর তিনি সিণ্ডিকেটের পরামর্শ ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবেন। প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার সহ সকল প্রশাসনিক পদ হবে ভিসি-র মনোনীত। সকল বিষয়ে ভিসি হবেন দল নিরপেক্ষ এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতর ১১ জন তাদের স্ব স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবে। ছাত্রদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রসহ প্রতি ফ্যাকাল্টির সেরা এক বা দু'জন ছাত্রকে নিয়ে সর্বোচ্চ ১৫ জনের একটি 'ছাত্র সংসদ' গঠিত হবে। তবে ছাত্র সংসদের ভিপি ও জিএসকে অবশ্যই মাস্টার্স ও ৪র্থ বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ছাত্র হ'তে হবে। প্রতিটি বিভাগেও অনুরূপভাবে মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ১১ জনের একটি বিভাগীয় ছাত্র সংসদ থাকতে পারে। কলেজ সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রয়োজনবোধে মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। (২) সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকারের দলাদলিমুক্ত রাখতে হবে এবং গ্রুপিং করাটাই সবচাইতে বড় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক সকল প্রকারের দলাদলি নিষিদ্ধ থাকবে। (৩) বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সময় মেধা ও যোগ্যতা নিরূপণের জন্য সর্বস্তরে উচ্চতর শ্রেণী ও মেধা স্তর দেখার সাথে সাথে তাদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিতে হবে এবং তাদের আক্বীদা-আমল, সদাচরণ ও দেশপ্রেম যাচাই করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৫ম কিস্তি)

বাংলা : সপ্তম শ্রেণী

বইয়ের নাম : **সপ্তবর্ণা** দাখিল সপ্তম শ্রেণি

বোর্ড প্রকাশিত, আগস্ট ২০১৮

এই বইয়ে গদ্য মোট ১০টি। এর মধ্যে ২ জন হিন্দু লেখক। আর কবিতা মোট ১০টি। এর মধ্যে ৬ জন হিন্দু কবি।

গদ্য :

(১১০/১) পৃ. ১ প্রথম গল্প 'কাবুলিওয়ালা' লেখক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃ., জোড়াসাঁকো-কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ)।

...মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দারোয়ান কাককে কাউয়া বলছিল, সে কিচ্ছু জানেনা। না?

মন্তব্য : 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের মধ্যে এ যুগের শিক্ষার্থীদের জন্য কোন শিক্ষণীয় নেই। বৃটিশ আমলের দাদন ব্যবসায়ী হিন্দুদের পাশাপাশি আফগানিস্তান থেকে আগত মুসলমান দাদন ব্যবসায়ী কাবুলিওয়ালারা এদেশের গরীবদের রক্ত শোষণ করেছে। তাছাড়া এখন জমিদার ও দারোয়ানের যুগ নেই। কচি শিক্ষার্থীদের এগুলি মনে করিয়ে দেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই।

(১১১/২) পৃ. ৪ ...রাঙ্গাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মন্তব্য : হিন্দু ধর্ম মতে, কপালে চন্দনের তিলক আঁকালে মস্তিষ্ক ঠান্ডা থাকে, ধৈর্য শক্তি বৃদ্ধি পায়, মন শান্ত থাকে এবং একাগ্রতা বাড়ে। হিন্দু মুনি-ঋষিরা কপালে চন্দনের তিলক দেওয়ার বিধি প্রবর্তন করেন। এ কারণেই কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হ'লে ব্রাহ্মণরা উপস্থিত ভক্তদের কপালে চন্দন তিলক দিয়ে দেন।

মাদ্রাসা শিক্ষার বইয়ে ইসলামী গল্প-কাহিনী না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প দেওয়ার কারণ কি? অথচ তিনি ছিলেন ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। যেমন তিনি তার 'রীতিমত নভেল' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে বলেন,

'আল্লা হো আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবনসেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্যসৈন্য। ...ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে এবং ...হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য চিরদিনের মতো অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্! পাঠক বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশজন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবনসৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল? কাহার বজ্রমন্দ্রিত 'হর হর বোম্ বোম্' শব্দে তিনলক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযূথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মুহূর্তের মধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইল? ...বলিতে পার কি পাঠক? ইনিই সেই ললিতসিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারত-ইতিহাসের ধ্রুব নক্ষত্র'। এই ছোট্ট একটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই তিনি মুসলমানদের দু'বার 'যবন', একবার 'ম্লেচ্ছ' ও একবার 'মেষ' বলে মনের ঝাল মিটিয়েছেন।

তিনি তার 'সোনার তরী' কাব্য বইয়ে 'হিং টিং ছট্' কবিতায় মুসলমানদেরকে দু'বার 'যবন' ও চার বার 'ম্লেচ্ছ' বলেছেন। অথচ এগুলি স্রেফ গালি ছাড়া কিছুই নয়।

'শিবাজী উৎসব' কবিতায় তিনি বলেন, 'এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন করিব সম্বল'।

বস্তুতঃ এইরূপ হীন সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণে এবং কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসে পূর্ববঙ্গের গরীব কৃষকদের উপর জমিদারী শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন, একইভাবে তিনি ও তার সমমনাদের আন্দোলনের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১৯২১ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। বর্তমানে মোদী-অমিত শাহ রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের 'ভারতজুড়ে এক হিন্দু ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা'য় আত্মনিয়োগ করেছেন।

(১১২/৩) পৃ. ৯ লখার একুশে -লেখক আবুবকর সিদ্দিক (জন্ম : ১৯৩৪, বাগেরহাট)

ছোট ছেলে লখা ফুল তুলতে গিয়ে ফুলকে বলে, 'এসো, এসো, লক্ষ্মীসোনারা সব নেমে এসো তো'। ...মিছিলে পা মিলিয়ে সেও চলেছে শহিদ মিনারে ফুল দিতে।

মন্তব্য : শহীদ মিনার ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। এগুলি মূর্তিপূজার শামিল। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য এসবের মধ্যে কোন শিক্ষণীয় নেই। তাছাড়া ছেলের নাম 'লখা' ফুলকে 'লক্ষ্মীসোনা' বলার মাধ্যমে হিন্দু দেবী লক্ষ্মীপূজার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'লখা' নামটির বিশেষ্য পদে কোন অর্থ নেই। ক্রিয়াপদে এর অর্থ দর্শন করা বা দেখা। অবশ্য 'লখাই' হ'ল চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দর। যিনি মনসামঙ্গলে বেহুলার স্বামী। লেখক আবুবকর সিদ্দিক যদি 'লখা' নাম দ্বারা 'লখাই' বুঝিয়ে থাকেন, তাহ'লে সেটি তার হিন্দু মানসিকতার প্রমাণ হ'তে পারে। এইসব অর্থহীন নাম এ দেশের সিলেবাসে অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১১৩/৪) পৃ. ১৩ 'মরু-ভাস্কর' হাবীবুল্লাহ্ বাহার (১৯০৬-১৯৬৬ খৃ., ফেনী)

'যেসব মহাপুরুষের আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হয়েছে... তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ...জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে সকলের আগে আমাদের চোখে পড়ে তাঁর ঐতিহাসিকতা'।

মন্তব্য : নিবন্ধের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'মহাপুরুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' বলা হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহাপুরুষ ও নবীর মধ্যে আলো

ও আঁধারের পার্থক্য। সাধনায় 'মহাপুরুষ' হওয়া যায়। কিন্তু 'নবী' হওয়া যায় না। ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। অথচ লেখকের চোখে হাদীছ পড়েনি, বরং পড়েছে ঐতিহাসিকতা। এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক ব্যাপার। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিকে হাদীছের চাইতে ইতিহাসকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস হ'ল ব্যক্তির কল্পিত বর্ণনা। আর হাদীছ হ'ল শেষনবী (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতির নাম। রাবীদের মাধ্যমে যা বর্ণিত হয়েছে এবং রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মাধ্যমে যার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইকৃত হয়েছে।

(১১৪/৫) পৃ. ১৩ 'আল্লাহ্র নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন। ...তিনি হয়েছিলেন আরবের অবিসংবাদিত নেতা।

মন্তব্য : আল্লাহ্র নবীর ব্যাখ্যা দেওয়া উচিৎ ছিল। কারণ নিবন্ধের শুরুতে তাঁকে 'মহাপুরুষ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর মহাপুরুষ ও নবী কখনো এক নয়। 'তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন' বলে যদি তাঁর সাধারণ মানবিক আচরণ বুঝানো হয়, তাহ'লে বক্তব্য ঠিক আছে। আর যদি তাঁকে নূরের নবী মনে করা হয়, তাহ'লে বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, নিশ্চয় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ ব্যতীত নই' *(কাহফ ১৮/১১০)*। আর তিনি কেবল নবী ছিলেন না, বরং ছিলেন শেষনবী। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

অতঃপর 'তিনি হয়েছিলেন আরবের অবিসংবাদিত নেতা' কথাটি ভুল। কারণ তিনি কাফেরদের নেতা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মুমিনদের নেতা। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করেছেন। আর তিনি নেতা হননি, বরং আল্লাহ তাঁকে শেষনবী হিসাবে বাছাই করেছিলেন এবং তাঁকে বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন *(আ'রাফ ৭/১৫৮; সাবা ৩৪/২৮; আহযাব ৩৩/২১, ৪০)*। মানুষ তাঁকে নেতা হিসাবে মানুক বা না মানুক। নেতার জন্য কর্মী আবশ্যক। কিন্তু নবীর জন্য কর্মী বা অনুসারী অপরিহার্য নয়। কারণ ক্বিয়ামতের দিন কোন কোন নবী উম্মত ছাড়াই একাকী উঠবেন *(বুখারী হা/৫৭০৫)*। কারু বা মাত্র একজন উম্মত বা অনুসারী থাকবে *(মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪৪)*।

(১১৫/৬) পৃ. ১৪ 'জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো'-...। 'জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহিদের লহুর চাইতেরও পবিত্র'।

মন্তব্য : ১ম হাদীছটি খুবই যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/৪৩০২)*।

২য় হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৮৩২)*। এর দ্বারা আল্লাহ্র পথে শহীদগণের উচ্চ মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। আর জ্ঞান বলতে অহি-র জ্ঞান বুঝায়। নাস্তিকদের জ্ঞান কখনোই আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাপূর্ণ নয়। আর 'জ্ঞানসাধকের কালি' বলতে অহি-র জ্ঞানসাধকের কলমের কালি বুঝানো হয়। যে জ্ঞান অহি-র অভ্রান্ত জ্ঞানের বিপরীত, তা কখনোই গ্রহণীয় নয়। যেমন মানবতার দৃষ্টিতে নমরূদ, ফেরাঊন ও আবু জাহলদের জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। বর্তমান যুগেও তাদের অনুসারীদের জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। যদিও তারা কাফের-মুনাফিকদের নিকটে বড় জ্ঞানী ও জ্ঞানসাধক বলে পরিচিত।

(১১৬/৭) পৃ. ১৯-২০ 'শব্দ থেকে কবিতা'- হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪ খৃ., মুন্সীগঞ্জ)।

লেখক কিশোরদের কবিতা লেখার উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেন, -'আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে'। চাঁপা ফুলের গন্ধে...'বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নূপুর'।

মন্তব্য : এখানে সপ্তম শ্রেণীর উঠতি বয়সের দু'জন তরুণ-তরুণীর মুখোমুখি বসার ছবি দেওয়া হয়েছে। তরুণের হাঁটুসহ রান পর্যন্ত খোলা। আর বইগুলি মাটিতে ফেলা। তরুণীর মাথায় কাপড় নেই, বুকে ওড়না নেই। হাফ-হাতা ফ্রক গায়ে (পৃ. ১৮)। এগুলি কি মুসলমানদের জন্য গ্রহণীয়? তাছাড়া উক্ত ৩ পৃষ্ঠার বিরাট নিবন্ধে স্রেফ কিছু কল্পনার ফানুস ছাড়া কোথাও কোন শিক্ষণীয় নেই।

(১১৭/৮) পৃ. ২৩ 'হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)'

পৃ. ২৩ ...আমাদের মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

মন্তব্য : এটি ভিত্তিহীন। বিশ্বস্ত জীবনীকার হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) বলেন, তাঁর নাম আব্দুল ক্বাদের বিন আবু ছালেহ আব্দুল্লাহ বিন জীলী দোস্ত (جيلي دوست)। কেউ কেউ তাঁর বংশধারা হাসান বিন আলী (রাঃ) পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন' *(তারীখুল ইসলাম ৩৯/৮৭ পৃ.)*। আমাদের প্রশ্ন, হাসান বিন আলী (রাঃ) পর্যন্ত আব্দুল ক্বাদের জীলানীর বংশধারা বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে কি? তাছাড়া এদেশে এখনো 'আওলাদে রাসূল' নামধারী লোকদের আনাগোনা দেখা যায়।

(১১৮/৯) পৃ. ২৪ ...মায়ের কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি পাঁচ বছর বয়সেই কুরআনের আঠারো পারা মুখস্থ করে ফেলেন'। কাছাকাছি একই মর্মে এসেছে, 'আমি মায়ের তেলাওয়াত শুনে শুনে ১৮ পারা পর্যন্ত মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে মুখস্ত করে ফেলেছি' *(দৈনিক ইনকিলাব, ২৮/০১/২০১৬, আউলিয়াদের জীবন : বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)*।

মন্তব্য : হাম্বলী মাযহাবের ফক্বীহ হযরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) (৪৭০-৫৬১ হি.) সম্পর্কে উল্লেখিত কাহিনী ভিত্তিহীন ও ডাহা মিথ্যাচার মাত্র।

(১১৯/১০) পৃ. ২৫ ...মা অতি যত্নে জামার বগলের নিচ চল্লিশটি দিনার সেলাই করে দিলেন যাতে ডাকাতি বা চুরি না হয়। ...তাঁর সোহবতে থেকে এই ডাকাত একদিন আল্লাহর অলি হয়েছিলেন। এমনই সত্যবাদী বালক হলেন পরবর্তী কালের পীরানে পীর গাউসুল আজম হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)।

মন্তব্য : ‘তাঁর সোহবতে থেকে এই ডাকাত একদিন আল্লাহর অলি হয়েছিলেন’। পাঠ্য বইয়ের এই অংশের সাথে দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ ‘তারাও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন’। ‘ডাকাত সর্দারের সাথে আরো ৬০ জন অশ্বারোহী ডাকাত ছিলেন। তারাও কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন’ *(দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জানুয়ারী, ২০১৬, আউলিয়াদের জীবন : বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)*

কথাগুলি পরস্পরে গরমিল। আসল কথা হ’ল, উক্ত কথাটির যেহেতু ভিত্তিই নেই। সেহেতু গরমিল হওয়াটাই স্বভাবিক।

তাছাড়া ‘গাউছুল আযম’ অর্থ ‘শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা কবুলকারী’। তিনি আল্লাহ ছাড়া কেউ নন। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব’ *(মুমিন ৪০/৬০)*। অথচ এই বিশেষণ লাগানো হয়েছে একজন মানুষের নামের সাথে। যা পরিষ্কারভাবে শিরক।

বিদ‘আতী ছূফীরা তাদের কল্পিত বাতেনী সাম্রাজ্যের মাধ্যমে বিশ্ব পরিচালনার জন্য আল্লাহ্র পক্ষে কয়েকটি স্তরে একদল আউলিয়া নির্ধারণ করেছেন। যারা গায়েব জানেন এবং তাদের নিকট আসমান ও যমীনের কোন কিছুই গোপন থাকে না *(২২৯ পৃ.)*। এমনকি তারা জান্নাতে তাদের স্থান সমূহ জানেন। তাদের কোন ভয় নেই বা চিন্তা নেই *(২২৫ পৃ.)*। তাদের কল্পনা মতে প্রধান আউলিয়ার নাম ‘গাউছ’। যিনি প্রতি যামানায় এক জন করে থাকেন। তার নীচে থাকেন ৪ জন ‘আওতাদ’, যারা পৃথিবীর হেফাযত করেন। ৭ জন ‘কুতুব’, যারা সপ্ত যমীনের দায়িত্বশীল। ৪০ জন ‘আবদাল’, যারা পৃথিবীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত। তাদের একজন মারা গেলেই তার বদলে আল্লাহ আরেকজনকে নিযুক্ত করেন। ৩০০ জন ‘নুজাবা’, যারা সৃষ্টি জগতের অবস্থা পরিবর্তনের দায়িত্ব পালন করেন (মোট ৩৫২ জন)। এমনকি তাদের ধারণা মতে, এইসব আউলিয়ারা বিশ্ব পরিচালনায় এমন ক্ষমতাশালী যে, তারা কোন বিষয়ে ‘হও’ বললেই তা হয়ে যায় *(২২৩ পৃ.) [আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক : আল-ফিকরুছ ছূফী, মাকতাবা ইবনু তায়মিয়াহ, কুয়েত ২য় সংস্করণ, তাবি]*। অথচ আল্লাহ বলেন, ‘যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই’ *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

তদের অনেকের আক্বীদা হ’ল, পৃথিবীবাসী আউলিয়াদের নিকট প্রয়োজন সমূহ পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয় প্রথমে ৩১৯ জন ‘নুজাবা’র কাছে। অতঃপর সেটি চলে যায় ৭০ জন ‘নক্বীব’-এর কাছে। সেখান থেকে চলে যায় ৪০ জন ‘আবদাল’-এর কছে। সেখান থেকে চলে যায় ৭ জন ‘কুতুব’-এর কাছে। সেখান থেকে যায় ৪ জন ‘আওতাদ’-এর কাছে। সেখান থেকে যায় ‘গাউছ’-এর কাছে। যিনি থাকেন মক্কায় (মোট ৪৪১ জন) *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৭/৯৭ পৃ.; ১১/৪৩৩, ৪৩৮)*।

জানতে ইচ্ছা হয়, ‘গাউছুল আযম’ মক্কা ছেড়ে ঢাকায় কেন? তাছাড়া একজন ‘গাউছুল আযম’ একই সময়ে চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডার দরবারে ও ঢাকার গাউছুল আযম কমপ্লেক্সে কিভাবে থাকেন? বিশ্ব পরিচালনার শ্রেষ্ঠ আউলিয়া যখন আমাদের রাজধানীতেই থাকেন, তখন ছোট্ট এডিস মশাগুলোর কামড় থেকে রাজধানী বাসীকে কেন বাঁচাতে পারেন না? কেন রাজধানী সহ সারা দেশে শত শত মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে? বস্তুতঃ এ সবই প্রকাশ্য কুফরী আক্বীদা। এ থেকে তওবা করা অপরিহার্য।

(১২০/১১) পৃ. ২৬ ‘শেষে তিনি কঠোর সাধনায় মন দিলেন। লোকালয় থেকে দূরে জঙ্গলে নির্জন পরিবেশে চলে গেলেন। সমস্ত পার্থিব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে মুছে একমাত্র আল্লাহর জিকিরে দিন কাটাতে লাগলেন। আল্লাহর ধ্যানে বাধা সৃষ্টি হয় বলে তিনি আরাম-আয়েশ ত্যাগ করলেন’।

(১২১/১২) পৃ. ২৭ ...রাতের ঘুমকে পরিত্যাগ করে সারারাত ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এমনিভাবে কঠোর সাধনার ফলে হযরত আবদুল কাদির জিলানি (র.) একজন কামেল অলিতে পরিণত হলেন। তিনি হয়ে উঠলেন যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ। ...গোসলের পর তিনি এশার নামায আদায় করলেন। মুনাজাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইন্তেকাল করলেন’।

মন্তব্য : এগুলি স্বভাবধর্ম ইসলামের বিরোধী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। আমি ছিয়াম রাখি, ছালাত আদায় করি এবং আমি বিবাহ করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়’ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫)*। তাছাড়া বিশ্বস্ত জীবনীকার হাফেয যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) আব্দুল ক্বাদের জীলানীর জীবনীতে তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বহু গল্প ও কাহিনী জমা করেছেন *(তারীখুল ইসলাম ৩৯/৮৯-১০২ পৃ.)*। সেখানে বলা হয়েছে, এগুলির মধ্যে কিছু সঠিক, বাজে ও মিথ্যা রয়েছে’ *(৩৯/১০০ পৃ. وبالصحيح والواهي والمكذوب)*। কিন্তু কিস্ময়ের কথা হ’ল এই, এদেশে প্রচলিত উপরোক্ত গল্পসমূহের কোনটিই তার মধ্যে নেই। তাছাড়া ২৭টি পুত্র ও ২২টি কন্যা সন্তান সহ মোট ৪৯টি সন্তানের জনক *(ঐ ৩৯/৯৭ পৃ.)* হয়ে কোন পিতা কিভাবে জঙ্গলে যেয়ে সাধনা করতে পারেন, সেটাও ভাববার বিষয়।

(১২২/১৩) পৃ. ৩০ ‘পিতৃপুরুষের গল্প’ লেখক : হারুন হাবীব (জন্ম : ১৯৪৮ খৃ.)।

পৃ. ৩২ ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আর সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে। মামাকে বলে, ‘মামা এবার কি তুমি ফুল দিয়ে আসবে শহিদ মিনারে?’ ‘আসব। গ্রামে থাকি, অনেক বছর আসতে পারি নি। এবার তোকে নিয়েই আসব **(১২৩/১৪)** পৃ. ৩৩ শহিদ মিনার থেকে কাজল মামা আর অন্তু জুতো পরে নেয়। ফিরে আসার সময় মামা বলেন, ‘অন্তু চল, আমরা

দু'জনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই।' অন্তু ও কাজল মামা নীরবে শ্রদ্ধা জানায়।

(১২৪/১৫) পৃ. ৩৫ সৃজনশীল প্রশ্ন

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রিয়তি বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথমবারের মতো ঢাকায় বেড়াতে এসেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাবা-মা ওকে নিয়ে যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। বাবা-মায়ের সাথে সেও ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

মন্তব্য : 'পিতৃপুরুষের গল্প' শিরোনাম দিয়ে তার মধ্যে শহীদ মিনারের গল্প টেনে আনা অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে। তাছাড়া ভাষা শহীদ বলতে সালাম, জব্বার, রফীক, বরকত চার জনকে বুঝায়। যারা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ঢাকাতে আয়োজিত মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। নিঃসন্দেহে এটি স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ভাষা আন্দোলন তার বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। অতএব সঠিকভাবে স্মৃতিচারণ করতে গেলে সেইসব অতীত নেতৃবৃন্দের স্মৃতিচারণ করতে হবে। অতঃপর শহীদ মিনার বানানো এবং তাতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো ইসলামী রীতির বিরোধী। এরপরেও 'অন্তু ও কাজল' কোন ইসলামী নাম নয়। বস্তুতঃ সবকিছুর মধ্যেই সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের মন থেকে ইসলামকে মুছে দেওয়ার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(১২৫/১৬) পৃ. ৩৬ 'ছবির রং' লেখক : হাশেম খান (জন্ম ১৯৪১ খৃ.)

পৃ. ৩৮ চারুকলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পীদের ছবির সামনে দাঁড়ালে একই কথা মনে হবে। বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক মুক্ত সহজ ও সাহসী। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, কালো ও সাদা রংকে শিল্পীরা সুন্দরভাবে ছবিতে, নকশিকাঁথায়, হাতপাখায়, পুতুলে, হাঁড়িপাতিলে ব্যবহার করছেন।

মন্তব্য : ছবি-মূর্তি আঁকা ও পুতুল বানানোর মধ্যে চারুকলা শিক্ষা ইসলামী সংস্কৃতির বিরোধী। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে মূর্তি পূজার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার এই অপপ্রয়াস অবশ্যই বন্ধ করা উচিৎ।

(১২৬/১৭) পৃ. ৪০ 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' লেখিকা: সেলিনা হোসেন (জন্ম : ১৯৪৭ খৃ.)

প্রর্দাপ্রথা কঠোরভাবে মানা হতো বলে মেয়েদের শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ ছিল না।

মন্তব্য : এটি সম্পূর্ণ বাজে কথা। বৃটিশ আমলে মুসলিম মেয়েদের পর্দার মধ্যে থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ না থাকার কারণেই তারা শিক্ষা থেকে পিছিয়ে ছিল। বর্তমান স্বাধীন দেশেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। সে যুগে পর্দার মধ্যে থেকে তারা যতটুকু লেখাপড়া শিখেছিল, তাতে তাদের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ন থাকত। তাদের স্বামী ও অভিভাবকরাই তাদের ভরণ-পোষণ করত। বর্তমান যুগে তাদেরকে পর্দা থেকে বের করে এনে উচ্চশিক্ষার নামে সহশিক্ষা ও সহচাকুরীর মাধ্যমে তাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে। সেই সাথে মাতৃত্ব ও সন্তান পালনের গুরু দায়িত্ব পালন ব্যাহত হওয়ায় পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এমনকি কোন কোন পরিবারে ভাঙ্গন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বিগত সময়ে মসলিম মেয়েদের নিকট পর্দা রক্ষা করা ছিল মুখ্য। কিন্তু বর্তমান যুগে সেটি অনেকটা গৌণ হয়ে গেছে। আর পর্দহীনতাকেই বলা হচ্ছে আধুনিকতা। অতএব ইসলামী পর্দা রক্ষা করেই নারীকে পৃথক পরিবেশে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই পুরুষের সঙ্গে সহশিক্ষা ও সহচাকুরী নয়।

(১২৭/১৮) পৃ. ৫২-৫৫ 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' লেখক এ. কে. শেরাম।

...তারা আজ জাতীয় মূল ধারার অংশ।

মন্তব্য : বাংলাদেশের এই সব ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে দেশের ৯০ শতাংশ মুসলিম শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় কিছু নেই। তদুপরি তাদের মণিপুরী নাচ ও সাঁওতাল নাচের ছবি ক্লাসের বইয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিলনা। 'তারা আজ জাতীয় মূল ধারার অংশ' বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি বুঝাতে চেয়েছেন, সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। এদেশের জাতীয় মূল ধারা হ'ল ইসলাম। অতএব ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল মানুষ আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের মধ্যে যথাযথভাবে প্রবেশ করুক, সেটাই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

(১২৮/১৯) পৃ. ৬২-৬৩ 'কুলি-মজুর' কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প শকট চলে'। এখানে দধীচি শব্দের অর্থ ভারতীয় পুরাণে উল্লেখিত একজন ত্যাগী কুলি'।

এখানে কবি ত্যাগী দধীচির সঙ্গে ত্যাগী কুলি-মজুরের তুলনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, 'তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরই গান' তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে উত্থান'।

মন্তব্য : অত্র কবিতায় কুলি-মজুরদের দেবতার আসনে বসিয়ে প্রকারান্তরে তাদেরকে অন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এই স্বাভাবিক কর্মবণ্টন আল্লাহ্র সৃষ্টিকৌশলের অংশ *(যুখরুফ ৪৩/৩২)*। মালিক-শ্রমিক যে কেউ দায়িত্বহীন ও অনৈতিক কর্ম করবে, সে অবশ্যই আখেরাতে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবে। অতএব কুলি-মজুরদের ঢালাওভাবে 'দেবতা' বলে তাদেরকে প্রকারান্তরে কম্যুনিজমের হিংস্র শ্রেণী সংগ্রামের দিকে প্ররোচিত করা হচ্ছে। যা দেশের শিল্প উন্নয়নের স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট করে। যা ইসলামের শ্রমনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী।

(১২৯/২০) পৃ. ৬৬ 'আমার বাড়ি' কবি : জসীম উদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬ খৃ.)

- 'আমার বাড়ি যাইও ভোমর, বসতে দিব পিঁড়ে'।

মন্তব্য : এখানে নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো নগ্ন মাথার মেয়েটি 'ভোমর' বলে গাছের শাখায় বসা পাখির দিকে ইঙ্গিত করলেও এর মাধ্যমে সে তার প্রিয়জনকে আহ্বান করবে। যা

তাকে পরকীয়া প্রেমের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব এসব কবিতা উঠতি বয়সের কিশোরীদের শিখানোর কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমানে কিশোর অপরাধ ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পিছনে এইসব কবিতার কুপ্রভাব অবশ্যই রয়েছে।

(১৩০/২১) পৃ. ৬৬-৬৭ 'চাঁদ মুখে তোর চাঁদের চুমো মাখিয়ে দেব সুখে। তারা ফুলের মালা গাঁথি, জড়িয়ে দেব বুকে'।

মন্তব্য : এই কবিতায় 'জলপান যে করতে দেব' লেখা হয়েছে। অথচ মুসলমানরা জলপান করেনা, পানি পান করে। ভোমরকে 'থামিও তব রথ' বলে তার বাড়িতে আসতে বলা হচ্ছে। অথচ এদেশের প্রিয়জনেরা 'রথে' চড়ে যাতায়াত করেনা। 'রথ'কে হিন্দুরা দেবতা মনে করে। বাল্য বয়সে এইসব ভাষা শিখানোর মাধ্যমে এদেশের মুসলিম শিক্ষার্থীদের যবান ও কলম দিয়ে মুশরিকদের ভাষা রপ্ত করানো হচ্ছে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১৩১/২২) পৃ. ৭৪-৭৫ 'সবার আমি ছাত্র' -কবি সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭ খৃ.)

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,

মন্তব্য : কবি তার ২১ লাইনের দীর্ঘ কবিতায় আকাশ, বায়ু, পাহাড়, খোলা মাঠ, সূর্য, চাঁদ, সাগর, নদী, মাটি, ঝরণা, শ্যাম বনানী ও পৃথিবী সবার কাছে কবি শিক্ষা পান। কিন্তু এসবের সৃষ্টিকর্তা কে? সে বিষয়ে কবিতার মধ্যে কোন শিক্ষা নেই। উচিৎ ছিল সেটাই তুলে ধরা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/৩৭)*। তাছাড়া এর মধ্যে হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রচার রয়েছে। যেখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই সত্তা। যা তাওহীদের ঘোর বিরোধী। কারণ ইসলামে স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পূর্ণ পৃথক। অতঃপর 'বিশ্ব-জোড়া' বানানের মাঝে ড্যাশ (-) হবেনা। এর অর্থ হ'ল, বিশ্ব যা, জোড়া তাই। যেমন হাসি-খুশী, কুলি-মজুর, কৃষক-শ্রমিক ইত্যাদি।

(১৩২/২৩) পৃ. ৭৮ শ্রাবণে

-সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯৩২ খৃ.)
জল ঝরে জল ঝরে সারাদিন সারারাত-
...জলে জলে জলময় দশদিক টলমল,
...অবিরাম একই গান, ঢাল জল ঢাল জল।

মন্তব্য : কবি নিজে হিন্দু। সেহেতু তার ভাষায় 'জল ঝরে' কথা ঠিক আছে। কিন্তু এদেশের শিক্ষার্থীরা 'জল' পান করে না, 'পানি' পান করে। এদেশের শিক্ষার্থীদের চোখ দিয়ে পানি ঝরে। জল ঝরে না। আর শ্রাবণে আকাশ থেকে জল নয়, বরং বৃষ্টি ঝরে। সুকুমার রায়ের এই 'জলময়' কবিতায় ৮ বার 'জল' শব্দ আনা হয়েছে। এগুলি মুখস্ত করিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় পানি ঢেলে দেওয়ার অর্থ কি? 'শ্রাবণে' কবিতার জন্য কি অন্য কোন কবিকে বাছাই করা যেত না? যারা এদেশের ভাষায় কবিতা লেখেন? যদিও আমরা দাবি করি যে, আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। যদি সেটাই হয়, তাহ'লে ভাষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গোলামী কেন?

(১৩৩/২৪) পৃ. ৮৩ 'গরবিনী মা জননী'

-সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৫ খৃ.)।
'ওরে আমার মা-জননী
জন্মভূমি বাঙলারে
তোর মত আর পুণ্যবতী
ভাগ্যবতী বল মা কে ॥'

মন্তব্য : কবি এখানে জন্মভূমিকে মা-জননী, পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী বলে অভিহিত করেছেন। মুসলমান নামধারী হয়েও মাটিকে প্রাণীবাচক সম্বোধন করে তিনি পরিষ্কারভাবে শিরক করেছেন। মাটির পাপ-পূণ্য করার ক্ষমতা নেই। মাটিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ্র হুকুমেই বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত মাটি জীবিত হয় এবং তা থেকে শস্য উৎপাদিত হয় *(বাক্বারাহ ১৬৪)*। ৩৩ লাইনের ঐ 'সংক্ষেপিত' কবিতায় কবি সর্বত্র কেবল মা মা করেছেন এবং শেষ লাইনে বলতে চেয়েছেন, যুগ-চেতনার চিত্তভূমি
নিত্যভূমি বাঙলারে ॥

এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, তার সমস্ত চেতনার উৎস তার জন্মভূমি। অথচ মুসলিম শিক্ষার্থীদের সমস্ত চেতনার উৎস তাওহীদ। অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর ভরসা করেই তারা সকল কর্ম সম্পাদন করে এবং তার সাহায্যেই তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা কামনা করে। উক্ত কবিতায় তাওহীদের এই কালজয়ী চেতনাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। শেষে একজন একতারা হাতে বাউলের ছবি দিয়ে বোর্ড কতৃপক্ষ কি বুঝাতে চেয়েছেন তা বোধগম্য নয়।

(১৩৪/২৫) পৃ. ৮৬ সাম্য কবিতা- সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯ খৃ.)। কবিতাটিতে সকলে মিলেমিশে কাজ করে দেশকে উন্নত করার কথা বলা হয়েছে।

মন্তব্য : এখানে কয়েকজন মাথাখোলা নারী ও কয়েকজন পুরুষের পরস্পরে হাতে হাত ধরে সাম্যের চিত্র দেখানো হয়েছে। যা স্রেফ বেহায়াপনা ছাড়া কিছুই নয়।

(১৩৫/২৬) পৃ. ৮৯ 'কোরানের বাণী' -সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খৃ.)

মন্তব্য : 'কোরানের বাণী' হিন্দু কবির মুখ দিয়ে কেন? এর মধ্যে কুরআনের বাণী প্রচার উদ্দেশ্য নাকি হিন্দু কবির নাম প্রচার উদ্দেশ্য, সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। যদি ঐ কবি কুরআনের ভক্তই হ'তেন, তাহলে তিনি কুফরী ছেড়ে দিয়ে ইসলাম কবুল করতেন। অতএব কুরআনের বাণীর জন্য কোন মুসলিম কবির লিখিত কবিতা পেশ করা উচিৎ ছিল। এভাবে ৯৬ পৃষ্ঠার পুরা বইটিতে কোন স্থানে উল্লেখযোগ্য কোন ইসলামী শিক্ষা নেই।

(চলবে)

মুহাসাবা

মূল : মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(শেষ কিস্তি)

কোত্থেকে মুহাসাবা শুরু করব?

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রথমেই ফরয আমল দিয়ে নিজের হিসাব শুরু করবে। তাতে কোন ত্রুটি বুঝতে পারলে কাযা অথবা সংশোধনের মাধ্যমে তার প্রতিবিধান করবে। তারপর নিষিদ্ধ বিষয়ের হিসাব নেবে। যখন সে বুঝতে পারবে যে, সে কোন একটা নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছে তাহ'লে তওবা, ইস্তিগফার ও পাপ বিমোচক কোন পুণ্য কাজ করে তার প্রতিবিধান করবে। তারপর গাফলতির হিসাব নিবে। নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে যদি সে গাফেল থাকে তাহ'লে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসা এবং যিকির করার মাধ্যমে সে গাফলতির প্রতিবিধান করবে।

তারপর সে কী কথা বলেছে, কোথায় দু'পায়ে হেঁটে গেছে, দু'হাত দিয়ে কী ধরেছে, দু'কান দিয়ে কী শুনেছে তার হিসাব নিবে। সে ভাববে এ কাজ দ্বারা আমার কী নিয়ত ছিল? কার জন্য আমি এ কাজ করেছি? কোন পদ্ধতিতে কাজটি করেছি? জেনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক হরকত (কাজ) ও কথার জন্য দু'টো খাতা (রেজিস্টার) তৈরি করতে হবে। এক খাতায় থাকবে, কার জন্য কাজ করছি তার তালিকা; আরেক খাতায় থাকবে, কীভাবে কাজ করছি তার তালিকা। প্রথমটা ইখলাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং দ্বিতীয়টা অনুসরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা।[১]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) নাফস বা মনের হিসাব গ্রহণের একটি কার্যকরী পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। তিনি কোত্থেকে মুহাসাবা শুরু করতে হবে এবং তারপর কোনটা করতে হবে তার ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হ'ল।-

১. ফরযের হিসাব : শরী'আতে ফরয বিধান সমূহের প্রতিপালন হারাম সমূহের তরক থেকে ঊর্ধ্বে গণ্য করা হয়েছে।[২] কেননা ফরয পালনই শরী'আতের আসল মাক্বছাদ বা উদ্দেশ্য। সুতরাং বান্দা ফরয দিয়ে তার নফসের হিসাব শুরু করবে। যদি তাতে কোন ঘাটতি দেখতে পায় তাহ'লে ফরয পুনরায় আদায় করে কিংবা বেশী বেশী নফল আদায় করে তা পূরণ করবে। হাঁ, যদি দেখে যে, মূলেই ঐ ফরয শুদ্ধভাবে পালিত হয়নি তাহ'লে তা পুনর্বার আদায় করবে; আর যদি কিছুটা ত্রুটি হয়ে থাকে তাহ'লে বেশী পরিমাণ নফল আদায়ের মাধ্যমে তা পূরণ করবে।

২. হারাম ও নিষেধের হিসাব : হারাম ও নিষেধের বেলায় নফস বা মনের হিসাব করতে গিয়ে দেখবে যে, সে কোন হারাম কিংবা নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলেছে কি-না। তারপর যা তাকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি করবে তা সংশোধনের চেষ্টা করবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি সে সূদ থেকে হারাম সম্পদ উপার্জন করে তাহ'লে সূদ খাওয়া ছেড়ে দিবে এবং আসল রেখে যাদের থেকে সূদ নিয়েছে সূদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দিবে। আর যদি অন্যদের অধিকার জোর করে নিয়ে থাকে তাহ'লে তাও তাদের ফেরত দিবে। কারও গীবত, লাঞ্ছনা ও অপমান করলে তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে, তাদের জন্য দো'আ করবে এবং তাদের পক্ষ থেকে দান করবে। আর যদি এমন অন্যায় করে যার বিকল্প প্রতিবিধান নেই। যেমন মদ পান করেছে কিংবা কোন মহিলার দিকে তাকিয়েছে তাহ'লে অনুশোচনা ও তওবা করবে এবং ভবিষ্যতে এমন যাতে না ঘটে সেজন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। সাথে সাথে পাপ মোচনকারী নেক কাজ বেশী বেশী করে করবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 'আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে' *(হূদ ১১/১১৪)*।

৩. তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার গাফলতি বা উদাসীনতার হিসাব : সে খেয়াল করবে যে, (হারাম ছাড়াও) অসার গান-বাজনা ও খেলাধূলায় নিজেকে মত্ত রেখেছে কি-না? এমনটা নযরে এলে গাফলতিতে অতিবাহিত সময় থেকে আরও বেশী সময় ধরে যিকির, ইবাদত ও নেক কাজে মশগূল থাকবে। গাফলতির বদলা হিসাবে এটা করবে।

৪. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হিসাব : সে নিজেকে জিজ্ঞেস করবে- আমার পা দিয়ে, আমার হাত দিয়ে, আমার কান দিয়ে, আমার চোখ দিয়ে, আমার জিহ্বা দিয়ে আমি কী করেছি? অঙ্গগুলোর কোনটি থেকে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে প্রতিকার হিসাবে অঙ্গগুলোকে আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কাজে নিয়োজিত রাখবে।

৫. নিয়তের হিসাব : (নিয়ত যাচাইও যরূরী বিষয়)। আমার এ আমল দ্বারা আমার কী ইচ্ছা? এতে আমার নিয়তই বা কী? এভাবে প্রশ্ন করে নিয়ত যাচাই করবে। ক্বলবের হিসাব একান্ত খাছভাবে নিতে হবে। কেননা নিয়তের স্থান ক্বলব, আর ক্বলব হরহামেশাই বদলাতে থাকে, ফলে মুহূর্তের মধ্যেই নিয়তেরও বদল ঘটে। এই বদলানোর জন্যই ক্বলবের নাম হয়েছে ক্বলব।

মনকে শাস্তি প্রদান :

মুমিন যখন তার নফস বা মনের হিসাব নিবে তখন দেখতে পাবে, মন কোন না কোন পাপ করেছে, কিংবা ফযীলতমূলক কাজে শিথিলতা ও অলসতা দেখিয়েছে। ফলে যা ছুটে গেছে তার প্রতিকারের জন্য মনকে শাস্তি-সাজা ও আদব শিক্ষা দেওয়া তার কর্তব্য। যাতে ভবিষ্যতে এমনটা আর না ঘটে

** ঝিনাইদহ।*

১. ইগাছাতুল লাহফান ১/৮৩।

২. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/৯৬।

এবং মন শায়েস্তা ও কর্মতৎপর হয়।

মনকে মুজাহাদা বা কর্মতৎপর না রাখলে, হিসাব না নিলে এবং শাস্তি না দিলে মন সোজা থাকবে না। আশ্চর্য যে, মানুষ কখনো কখনো চারিত্রিক দোষ কিংবা অন্য কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে নিজ পরিবারের সদস্য ও চাকর-বাকরদের শাস্তি দেয়, কিন্তু সে নিজে কোন মন্দ কাজ করলে নিজেকে শাস্তি দেয় না। অথচ নিজেকে শাস্তি দেওয়াই উত্তম ও সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ। কখনো কখনো শাস্তির নামে উপেক্ষা ও ছাড় দিতে দেখা যায়। তবে নিজেকে শাস্তি দানের মূল লক্ষ্য নিজের মনকে আল্লাহ্র অনুগত রাখা এবং আগে করা হয়নি এমন সব ভালো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। মনকে শাস্তি দানের পূর্বসূরীদের পদ্ধতি এমনই ছিল। এখানে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হ'ল : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর একবার আছর ছালাতের জামা'আত ছুটে গিয়েছিল। সেজন্য নিজেকে শাস্তি স্বরূপ তিনি এক খণ্ড জমি দান করে দেন। যার মূল্য ছিল দুই লক্ষ দিরহাম!![৩]

ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কোন ছালাতের জামা'আত ছুটে গেলে সেদিন তিনি পুরো রাত ইবাদত-বন্দেগীতে কাটাতেন!![৪]

একবার ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর মাগরিবের ছালাত আদায়ে এতটুকু বিলম্ব হয়েছিল যে, সন্ধ্যাকাশে দু'টো তারা নযরে আসছিল। তাতেই তিনি দু'জন গোলাম আযাদ করে দিয়েছিলেন, যদিও মাগরিব ছালাতের ওয়াক্ত তখনও শেষ হয়নি!![৫]

ইবনু আবী রবী'আ (রহঃ)-এর একবার ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছুটে গিয়েছিল। সেই দুঃখে তিনি একটি গোলাম আযাদ করে দিয়েছিলেন!![৬]

ইবনু আওন (রহঃ)-কে তার মা ডাক দিলে তিনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তার কণ্ঠস্বর মায়ের কণ্ঠস্বর থেকে একটু উঁচু হয়ে গিয়েছিল। তাতেই তিনি দু'দু'জন গোলাম আযাদ করে দিয়েছিলেন!![৭]

সুতরাং পূর্বসূরীরা নিজেকে শাস্তিদান বলতে মনকে নেক কাজে লাগানো এবং যিকির-আযকার ও দো'আ-ওযীফায় মশগূল রাখা বুঝতেন। যে সকল হাদীছে অল্প আমলে অনেক ছওয়াবের উল্লেখ আছে সেগুলো নিয়ে গভীর অনুধাবন ও আমল করাও নফসকে শাস্তিদানে সহায়ক।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ 'যে ব্যক্তি (রাত জেগে ছালাতে) দশটি আয়াত পড়বে তার নাম গাফিল-অলসদের তালিকায় লেখা হবে না। আর যে (রাত জেগে ছালাতে) একশ' আয়াত পড়বে তার নাম 'কানিতুন' বা অনুগতদের তালিকায় লেখা হবে। আর যে (রাত জেগে ছালাতে) এক হাযার আয়াত পড়বে তাকে 'মুকান্তারুন' বা প্রাচুর্যময়দের তালিকাভুক্ত করা হবে'।[৮]

কোন মুসলমান এই হাদীছ ও এ ধরনের অন্যান্য হাদীছ মনোযোগসহ লক্ষ্য করলে তার জীবনের অনেক মুহূর্ত যে অহেতুক ব্যয় হয়ে গেছে এবং শুধুই নিজ দেহকে আরাম দেওয়ার জন্য যে কত ছওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে তা ভেবে সে অনুশোচনায় কাতর হয়ে পড়বে এবং এ ধরনের অল্প আমল কিন্তু অধিক ছওয়াবময় কাজে নিজেকে সাগ্রহে নিয়োজিত করে তুলবে।

অতীতের মুজতাহিদ ও সাধকগণ আল্লাহ্র পথে কী পরিমাণ সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার ইতিহাস এবং পূর্বসূরীদের জীবনপথের নানা ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেও নিজের নফস বা মনকে বেশী বেশী ইবাদত-বন্দেগী এবং মুস্তাহাব ও নফল আমলে নিয়োজিত করে শাস্তিদানের ইচ্ছা জাগবে। যদিও আজকের যুগে তাদের মত সাধক মানুষের উদাহরণ মেলা ভার।

কাসেম বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, 'আমার সকালে হাঁটা-হাটির অভ্যাস ছিল। আর হাঁটতে বের হ'লেই আমি প্রথমে (আমার ফুফু) আয়েশা (রাঃ)-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। একদিন আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম তিনি ছালাতুয যুহা বা চাশতের ছালাত আদায় করছেন এবং তাতে নিম্নের আয়াত বারবার পড়ছেন আর কেঁদে কেঁদে দো'আ করছেন। فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ 'অতঃপর আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন' *(তূর ৫২/২৭)*।

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার বিরক্তি ধরে এল, কিন্তু তিনি তা পুনরাবৃত্তি করেই চলেছিলেন। এমন অবস্থা দেখে আমি ভাবলাম, বাজারে আমার একটু প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন সেরে না হয় আবার আসব। বাজার থেকে আমার কাজ সেরে বেশ কিছুক্ষণ পর আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি আগের মতই একই আয়াত পুনরাবৃত্তি করছেন, আর কেঁদে কেঁদে দো'আ করছেন।[৯]

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, 'তিনটি জিনিস না থাকলে আমি এক দিনের জন্যও বেঁচে থাকতে পসন্দ করতাম না। এক-দুপুর রোদে আল্লাহ্র জন্য পিপাসিত হওয়া (আল্লাহ্র দ্বীন প্রচার ও জিহাদের উদ্দেশ্যে মরুভূমির উত্তাপ সহ্য করা এবং তৃষ্ণার্ত হওয়ার মজা)। দুই- মধ্যরাতে সিজদাবনত হওয়া (তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় ও তাতে কুরআন পড়ার মজা)।

---

৩. উমদাতুল ক্বারী, ১২/১৭৩।
৪. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৪০৮।
৫. ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল উমদাহ, ৪/২১০।
৬. এহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৪০৮।
৭. হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/৩৯।
৮. আবুদাঊদ, হা/১৩৯৮, আলবানী, সনদ ছহীহ।
৯. ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৩১।

তিন- সেসব লোকের সঙ্গে ওঠা-বসার সুযোগ, যারা উৎকৃষ্ট ফল বেছে বেছে সংগ্রহের মতো বেছে বেছে ভালো ভালো কথা সংগ্রহ করে।[১০]

তাবেঈ মাসরূক (রহঃ)-এর স্ত্রী বলেন, মাসরূক এত দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত আদায় করতেন যে, দাঁড়িয়ে থাকার দরুন বেশীর ভাগ সময় তার পা দু'টো ফুলে থাকত। আল্লাহ্র কসম! তার প্রতি অনুকম্পা বশত আমি অনেক সময় তার পেছনে বসে কাঁদতাম।[১১]

রবী (রহঃ) (আল্লাহ্র ভয়ে) এত বেশী কাঁদতেন এবং রাত জেগে ইবাদত করতেন যে, তার মা ছেলের জীবন নাশের আশঙ্কা করতেন। একদিন তিনি তাকে বললেন, প্রিয় পুত্র আমার! তোমার হাতে কেউ হয়তো নিহত হয়েছে? রবী (রহঃ) বললেন, হ্যাঁ মা, হয়তো তা হবে! মা বললেন, বৎস আমার, বলো তো, এই নিহত লোকটা কে হ'তে পারে, যার হত্যাকারীকে তার পরিবারের কাছে নিয়ে গেলে তারা হত্যাকারীর অবস্থা দেখে তাকে ক্ষমা করে দিবে? আল্লাহ্র কসম! নিহতের পরিবার যদি তোমার এত কান্নাকাটি ও রাত জাগার কথা জানতে পারে তাহ'লে তাদের মনে তোমার প্রতি অবশ্য করুণা জাগবে। তখন রবী (রহঃ) বুঝতে পেরে বললেন, هى نفسي সেই নিহত লোকটা হ'ল আমার নফস বা মন। (অর্থাৎ তিনি তার নফসকে কান্না ও রাত জাগার কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলেছেন)।[১২]

মনকে শাস্তি প্রদানের সীমা :

একজন মুসলিমের নিজ মনকে এমনভাবে পরিচালনা করা কর্তব্য, যাতে আখিরাতে সে নাজাত পেতে পারে। এজন্য সে মনের সঙ্গে সংগ্রাম (মুজাহাদা) করবে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে ভাল কাজে লাগাবে। যখন সে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বে তখন তার সাথে সদাচার (মুদারাত) করবে এবং কষ্ট দেওয়া বন্ধ রাখবে। এভাবে সংগ্রাম ও সদাচারের মধ্য দিয়ে না চললে মন ঠিক থাকবে না।

যখন দেখবে, মন বেশ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়ে আছে তখন তাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ ও তাঁকে ভয় করতে বলবে। আবার যখন দেখবে, মন বিচলিত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন তার মাঝে আল্লাহ্র নিকটে ভাল ফল লাভের আশা জাগাবে। এভাবেই মনের পরিচালনা ও পরিচর্যা করতে হবে।

অনেক সময় মনোলোভা কিছু বিষয় মনের সামনে তুলে ধরবে। তাকে বুঝাবে যে, তুমি এটা করলে এ পুরস্কার পাবে। তখন তার জন্য অনেক সৎকাজ করা সহজ হয়ে যাবে। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, একবার আমার পাশ দিয়ে দু'জন কুলি একটা গাছের ভারী গুঁড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা গান গাচ্ছিল আর পথ চলছিল।[১৩] দু'জনের একজন অন্যজন কী বলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, অতঃপর তার কথার পুনরাবৃত্তি করছিল অথবা তার মতো কিছু একটা বলছিল। প্রথমজনও আবার দ্বিতীয় জনের কথা খেয়াল করছিল। আমি ভেবে দেখলাম, তারা দু'জন যদি এভাবে গান না গাইত তাহ'লে তাদের কষ্ট বেড়ে যেত এবং গাছের গুঁড়ি বহন দুষ্কর হয়ে পড়ত। কিন্তু এখন যেই তারা গান গাইছে অমনি তাদের জন্য বোঝা বহন সোজা হয়ে আসছে। কেন তা সহজ হচ্ছে, আমি তার কারণও ভেবে দেখলাম। বুঝতে পারলাম, প্রত্যেকের মনোসংযোগ অন্যে কী বলছে তার প্রতি নিবদ্ধ হচ্ছে। আবার নিজেও অনুরূপ জবাব দানের চেষ্টা করছে। এভাবেই তাদের পথ কেটে যাচ্ছে; গুঁড়ি বহনের কথা মনেই আসছে না।

এখান থেকে আমি একটা আজব শিক্ষা পেলাম। আমি খেয়াল করলাম, মানুষকেও তো অনেক কঠিন কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব, মন যা ভালবাসে তা থেকে তাকে বিরত রাখা এবং যা ভালবাসে না তা করতে তাকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে মনকে বাগে আনা এবং তাকে এ অবস্থায় ধৈর্য ধরানোর সাধনা। আমি বুঝতে পারলাম, ধৈর্যের সাধনায় মনকে পাকাপোক্ত করতে হ'লে তাকে সান্ত্বনা যোগানো ও তার সঙ্গে মজা করার মতো কিছু একটা করতে হবে।[১৪]

নেককারদের জীবনে মুহাসাবার কিছু নমুনা

১. আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) :

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমার পিতা শপথ করে বললেন, 'মানবকুলে আমার নিকট ওমর থেকে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই'। তারপর তিনি কথাটি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে বললেন, 'বেটি, বলতো কথাটা আমি কিভাবে কি বলেছি'? তিনি বললেন, আপনি বলেছেন, 'মানবকুলে আমার নিকট ওমর থেকে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই'। তিনি বললেন, 'অধিক সম্মানিত'।[১৫]

দেখুন! কীভাবে তিনি একটা শব্দ বলার পর নিজের মনে তা নিয়ে চিন্তা করলেন এবং অন্য শব্দ দিয়ে তা বদলে দিলেন! কেননা তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'অধিক প্রিয়' স্থলে 'অধিক সম্মানিত'-ই বেশী সূক্ষ্ম এবং বেশী যথার্থ।

২. ওমর ফারূক (রাঃ) :

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সংগে বাইরে বের হ'লাম। চলতে চলতে তিনি একটা বাগানে ঢুকে গেলেন। তাঁর আর আমার মাঝে তখন একটা দেয়ালের ব্যবধান। তিনি বাগানের ভেতরে। আর আমি (বাইরে থেকে)

১০. *ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ, পৃঃ২৭৭; তারীখু দিমাশক, ৪৭/১৫৯।*
১১. *ইবনুল মুবারক, আয-যুহ্দ, পৃঃ ৯৫; তারীখু দিমাশক, ৫৭/৪২৬।*
১২. *আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহ্দ পৃঃ ৩৪০; হিলয়াতুল আওলিয়া ২/১১৪।*
১৩. *এ ছিল এক ধরনের বোল, যা কুলিরা সমস্বরে বলে, যাতে বোঝা বহনের কথা ভুলে থাকা ও পথ চলা সহজ হয়।- অনুবাদক।*
১৪. *ছায়দুল খাত্বির, পৃঃ ৭১।*
১৫. *তারীখু দিমাশক ৪৪/২৪৭।*

তাঁকে বলতে শুনলাম, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব! আমীরুল মুমিনীন! সাবাস!! সাবাস!! আল্লাহ্‌র কসম, হয় তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, নয়তো আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিবেন।[১৬]

তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' নামে আখ্যায়িত করে নিজেকে বুঝিয়েছেন যে, এসব উপাধি আল্লাহ্‌র সামনে তাঁর কোনই উপকারে আসবে না।

৩. আমর ইবনুল আছ (রাঃ) :

ইবনু শিমাসা আল-মাহরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর বিন আছ (রাঃ)-এর মরণকালে আমরা তাঁর কাছে হাযির ছিলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করলেন এবং দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। তখন তাঁর ছেলে বলতে লাগলেন, আব্বা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গ লাভের পরও কি এ চিন্তা! আব্বা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গ লাভের পরও কি এ চিন্তা!!

তিনি তখন মুখ ফিরিয়ে বললেন, আমরা যা সবচেয়ে উত্তম গণ্য করি তা হ'ল, কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল)-এর সাক্ষ্য দান। আমার জীবনের তিনটি পর্যায় আমি অতিবাহিত করেছি। একসময় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার থেকে অধিক ঘৃণাকারী দ্বিতীয় কেউ ছিল না। সেসময় তাঁকে বাগে পেলে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার মনে স্বস্তি মিলত না। ঐ অবস্থায় মারা গেলে আমি হ'তাম জাহান্নামী।

তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলামের আকর্ষণ পয়দা করলেন তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, 'আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার নিকট বায়'আত হব (আনুগত্যের শপথ করব)'। তিনি তাঁর ডান হাত প্রসারিত করে দিলেন, কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, 'আমর, তোমার কী হ'ল'? আমি বললাম, 'আমি একটা শর্ত করতে চাই'। তিনি বললেন, 'কী শর্ত'? আমি বললাম, 'আমাকে যেন মাফ' করে দেওয়া হয়। তিনি বললেন, 'ইসলাম তার পূর্বেকার সকল গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং হিজরত তার পূর্বেকার সকল গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং হজ্জ তার পূর্বেকার সকল গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়'। এভাবে ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে (আমার অন্তরে) অধিক প্রিয় এবং আমার চোখে অধিক মর্যাদাশালী দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আমার চোখে এতটাই ভরপুর হয়ে ধরা দিত যে, তাঁকে দু'চোখ ভরে দেখার সামর্থ্য আমার হ'ত না। আমাকে যদি তাঁর দৈহিক রূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তবে আমি তা বলতে পারব না। কারণ আমি তাঁকে দু'চোখ ভরে দেখতে পারিনি। ঐ অবস্থায় মারা গেলে আমার জান্নাতবাসী হওয়ার আশা ছিল। তারপর আমি অনেক রকমের দায়িত্বে জড়িয়ে পড়েছি। জানি না তাতে আমার অবস্থা কী দাঁড়াবে।

অবশ্য আমি যখন মারা যাব তখন যেন আমার সাথে কোন মাতমকারিণী না যায়, আর না কোন আগুন সাথে নেওয়া হয়। তারপর যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে (মাটির নীচে রাখবে) তখন মাটির উপর ভাল করে পানি ছিটিয়ে দিবে। পরিশেষে তোমরা একটা উট যবেহ করে তার গোশত বিতরণ পর্যন্ত যে সময় লাগে সেই পরিমাণ সময় আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যাতে করে আমি তোমাদের বিচ্ছেদকে মানিয়ে নিতে পারি এবং আমার রবের দূতদের সঙ্গে আমি কী কথোপকথন করতে পারব তা ভাবতে পারি'।[১৭]

৪. হানযালা আল-উসায়দী (রাঃ) :

হানযালা আল-উসায়দী (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন অহী লেখক। তিনি বলেন, একবার আবুবকর (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বললেন, হানযালা, কেমন আছ? আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে! তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আরে তুমি বলছ কি? আমি বললাম, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থাকি আর তিনি আমাদের সামনে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন তো মনে হয় আমরা সরাসরি তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মজলিস থেকে চলে এসে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির সাথে মিশি এবং পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়ি, তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমারও তো এমন অবস্থা হয়। তখন আবুবকর (রাঃ) ও আমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কীভাবে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি আর আপনি আমাদের সামনে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন তো মনে হয় আমরা সরাসরি তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যখন আপনার নিকট থেকে চলে এসে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির সাথে মিশি এবং পেশাগত কাজে জড়িয়ে পড়ি তখন অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন তার কসম! তোমরা আমার নিকট যে অবস্থায় থাক সে অবস্থা যদি সদাসর্বদা বজায় রাখতে পারতে এবং যিকিরে মশগূল থাকতে পারতে তাহ'লে ফেরেশতারা ঘরে-বাইরে তোমাদের সাথে মুছাফাহা বা করমর্দন করত। কিন্তু হে হানযালা! সময় সময় অবস্থার হেরফের হয়'। একথা তিনি তিনবার বললেন'।[১৮]

৫. আলী বিন হুসাইন (রাঃ) :

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, আমি যায়নুল আবেদীন আলী বিন হুসাইন (রহঃ)-কে তার নিজের নফসের হিসাব নিতে এবং

১৬. *মুওয়াত্ত্বা মালিক, হা/১৮০০।*

১৭. *মুসলিম হা/১২১।*
১৮. *মুসলিম হা/২৭৫০।*

স্বীয় রবের নিকট মুনাজাত করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, হে আমার মন! আর কত দিন তুমি দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে থাকবে? কত কাল তোমার ঝোঁক দুনিয়া আবাদের দিকে থাকবে? তুমি কি তোমার বিগত পূর্বপুরুষদের থেকে; যমীনের কোলে আশ্রয় নেওয়া তোমার মহব্বতের লোকদের থেকে; অন্তরে ব্যথা জাগানিয়া ভাইদের থেকে এবং তোমার দুর্বলদেহী বন্ধুদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না? কালের কুটিল চক্রের আবর্তে কত কিই না ধ্বংস হয়ে গেছে! কত ধরনের মানুষের সাথে তুমি ওঠাবসা করেছ এবং কতজনকে তুমি কবরের মাঝে বিদায় জানিয়েছ! যমীন তাদের সব কিছু পাল্টে দিয়েছে এবং মাটির তলে অদৃশ্য করে দিয়েছে!

আর কতকাল তুমি দুনিয়ার পানে ছুটবে? কতকাল দুনিয়ার খাহেশে মজে থাকবে? একদিকে বার্ধক্য তোমাকে পেয়ে বসেছে। সতর্ককারী তোমার দ্বারে পৌঁছে গেছে। অন্যদিকে তুমি জীবনের লক্ষ্য ভুলে বসে আছ এবং ঘুমঘোরে অচেতন পড়ে আছ। অতীত জাতি ও বিলুপ্ত রাজ্যসমূহের কথা একবার চিন্তা করো। কালচক্র কিভাবে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে এবং মৃত্যু কিভাবে তাদের পাকড়াও করেছে? দুনিয়া থেকে তাদের সকল চিহ্ন মুছে গেছে। এখন তাদের বাড়িঘর ও স্মৃতিগুলো শুধুই ইতিহাস হয়ে আছে। কত শক্তিধর রাজা-বাদশাহ, সৈন্যসামন্ত ও পাত্রমিত্র এই দুনিয়াতে ছিল। দুনিয়াতে তারা কত ক্ষমতার মালিক হয়েছিল। তাদের জাগতিক ইচ্ছাগুলো তারা অকপটে পূরণ করেছিল। বহু প্রাসাদ ও মিলনায়তন তারা বানিয়েছিল এবং মূল্যবান জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ জমা করেছিল। একদিন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অমোঘ হুকুম এসে সব তছনছ করে দিল। তার অপ্রতিরোধ্য ফায়ছালা (মৃত্যু) তাদের আঙিনায় হানা দিল। রাজাধিরাজ, প্রবল প্রতাপান্বিত, বড়াইকারী ও পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে বলদর্পী স্বৈরাচারীদের মূলোৎপাটনকারী এবং অহংকারীদের বিনাশকারী।

সুতরাং দুনিয়া ও তার চক্রান্ত থেকে সাবধান!! দুনিয়া তোমার জন্য কত ফাঁদ পেতেছে! তোমাকে ভুলাতে কত সাজগোজ করেছে! তোমাকে ধরতে কত রূপ-রস যাহির করেছে! এসব থেকে সাবধান!! জলদি করো, জলদি করো, নিজেকে বাঁচাও। দুনিয়া নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার স্থায়িত্বের কোনই আশা নেই জেনেও কি কোন বুদ্ধিমান মানুষ তার প্রতি লোভী হ'তে পারে? নাকি কোন অভিজ্ঞজন তাতে খুশী হ'তে পারে?

যে রাতে দস্যু-তস্করের আক্রমণের ভয় করে তার দু'চোখ কিভাবে নিদ্রা যায়? যে মৃত্যুর তোয়াক্কা করে তার মন কিভাবে আরামে থাকে? দুনিয়াতে কত চিত্তাকর্ষক জিনিসই না রয়েছে। তা পেতেও কত শ্রম ব্যয় করতে হয়। কত রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়। তারপরও যে দুনিয়াদার মানুষ তার মজা লাভ করতে পারবে বা তার চাকচিক্য উপভোগ করতে পারবে, তেমনটা আশা করা যায় না।

কত যে অটুট স্বাস্থ্যধারী বর্ষীয়ান মানুষ দুনিয়ার ধোঁকায় পতিত হয়েছে! তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া কতজনকে যে সে তার কুস্তির প্যাঁচে কুপোকাত করেছে! দুনিয়ার ধোঁকা থেকে সে আর উদ্ধার পায়নি। কুপোকাত অবস্থা থেকেও দুনিয়া তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি। দুনিয়ার মোহকেন্দ্রিক তার ব্যথা-বেদনা ও রোগ-ব্যাধির সবই রয়ে গেছে। কোনটা থেকেই তার আরোগ্য ও নিষ্কৃতি মেলেনি।

সুতরাং হে মন! তুমি তোমার আখিরাত দিয়ে আর কত তোমার দুনিয়াকে তালি দিবে এবং তোমার খেয়াল-খুশীর রঙিন ঘোড়া দাবড়াবে? আমি দেখছি, তুমি একজন দুর্বল চিত্তের মানুষ। হে দ্বীনের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দানকারী! তোমাকে কি এ আদেশ দিয়েছেন দয়াময় রহমান? নাকি এ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে আল-কুরআন?[১৯]

৬. আল-হারিছ মুহাসিবী (রহঃ) :

হারিছ মুহাসিবী (রহঃ) ছিলেন সংসারে অনাসক্ত একজন সাধক ও দরবেশ মানুষ। তিনি অতিমাত্রায় তার মনের হিসাব নিতেন বলে তার নাম হয়ে যায় 'মুহাসিবী' বা হিসাব গ্রহণকারী। আল্লামা সাম'আনী (রহঃ) বলেন, মুহাসিবীকে এ নামে আখ্যায়িত করার কারণ তিনি রীতিমতো তার মনের হিসাব রাখতেন।[২০]

৭. ইবনুল জাওযী (রহঃ) :

আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন, একদিন আমি একজন অনুসন্ধানী গবেষকের ভঙ্গিতে আমার নফসকে নিয়ে চিন্তা করলাম। ফলে (আল্লাহ্র দরবারে) তার হিসাব হওয়ার আগে আমি নিজে তার হিসাব নিলাম এবং (আল্লাহ্র দরবারে) তার ওযন হওয়ার আগে আমি তাকে ওযন করলাম। আমি দেখলাম, সেই শৈশব থেকে আজ অবধি আল্লাহ্র অনুগ্রহ আমার উপর একের পর এক হয়ে চলেছে। আমার মন্দ কার্যাবলী তিনি গোপন রেখেছেন এবং যে ক্ষেত্রে (দুনিয়াতেই) শাস্তি দেওয়া আবশ্যক ছিল সেক্ষেত্রে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অথচ সেজন্য একটু মৌখিক শুকরিয়া ছাড়া আমি আর কিছুই করিনি।

আমি পাপগুলো নিয়ে ভেবে দেখলাম যে, তার কয়েকটার জন্যও যদি আমাকে শাস্তি দেওয়া হ'ত তবে দ্রুতই আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। যদি মানুষের সামনে তার কিছু প্রকাশ পেত তবে আমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে যেতাম। এসব কবীরা গুনাহের কথা শুনে একজন বিশ্বাস পোষণকারী আমার বেলায়ও ঠিক তাই বিশ্বাস করত যা ফাসেক-ফাজেরদের বেলায় বিশ্বাস করা হয়। (অর্থাৎ আমাকেও একজন পাপাচারী ফাসেক ঠাওরানো হ'ত।) বরং আমার বেলায় তা আরও কদর্য বিবেচনা করা হ'ত, আর আমি (আত্মপক্ষ সমর্থনে) তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করতাম। এরপর আমি এই বলে দো'আ করি যে, 'হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার খাতিরে এবং আমার গুনাহের উপর তোমার গোপনীয়তার

---

১৯. *তারীখু দিমাশক ৪১/৪০৪-৪০৮।*
২০. *ইমাম নববী, আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন, পৃঃ ১১৭।*

আচ্ছাদনের বদৌলতে তুমি আমাকে মাফ করে দাও'। তারপর আমি আমার নফসকে আল্লাহ্র এত বড় ও বেশী অনুগ্রহের জন্য তার শুকরিয়া আদায় করতে আহ্বান জানালাম। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যেমন শুকরিয়া আদায় করা উচিত ছিল তেমনটা হ'ল না। ফলে আমি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুনাহ-খাতার জন্য মাতম করতে শুরু করি এবং বড়দের আসন লাভের প্রত্যাশা করতে থাকি। কিন্তু আমার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেল, অথচ সে প্রত্যাশা পূরণ হ'ল না।[২১]

শেষ কথা :

ব্যক্তির উচিত, প্রত্যহ একটা সময় নির্ধারণ করতঃ সে সময়ে নিজের মনকে তলব করা এবং তার নিকট থেকে তার সকল নড়াচড়া, ওঠাবসা, কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার হিসাব নেওয়া। যেমন করে জাগতিক ব্যবসায়ীরা অংশীদারী কারবারে তাদের পাওনার কিছুমাত্র যেন বাদ না যায় সেজন্য তন্নতন্ন করে হিসাব করে। আসলে ব্যক্তির গুনাহ অসংখ্য। তাই মানুষের জন্য সেদিন আসার আগেই প্রতিদিন নিজের হিসাব নেওয়া ভাল, যেদিন তার সারা জীবনের হিসাব একবারে নেওয়া হবে।

এক লোক নিয়মিত মুহাসাবা করত। একদিন সে তার জীবনে কত বছর, কত দিন গুজরে গেছে তা হিসাব করল। সে দেখল, বছরের হিসাবে তার জীবন থেকে ষাট বছর পেরিয়ে গেছে। তারপর দেখল, ষাট বছরে দিনের সংখ্যা দাঁড়ায় একুশ হাযার পাঁচশত দিন। তখন সে একটা চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। হুঁশ ফিরে এলে সে বলল, হায় আফসোস! আমি আমার মালিকের হুযুরে একুশ হাযার পাঁচ শত গুনাহ নিয়ে হাযির হব! তাও তো প্রতিদিন একটা গুনাহ হ'লে!! আর গুনাহের সংখ্যা অসংখ্য, অগণিত হ'লে তখন অবস্থা কেমন দাঁড়াবে!! তারপর সে বলল, আহ! আমি আমার দুনিয়া আবাদ করেছি, আমার আখিরাত বিরান করেছি, আর আমার মাওলার নাফরমানী করেছি! এখন আমি আবাদী ভূমি দুনিয়া ছেড়ে বিরান ভূমি আখিরাতে যেতে ইচ্ছুক নই! আর কিভাবেই বা আমি বিনা আমলে ও বিনা ছওয়াবে হিসাব-কিতাব ও আযাব-গযবের জগতে পা রাখব? তারপর সে খুব জোরে একটা চিৎকার দিয়ে চুপ হয়ে গেল। লোকেরা তখন তার দেহ নাড়া দিয়ে দেখল তার প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে গেছে।[২২]

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আমাদের এবং আপনাদের মনের পরিশুদ্ধির জন্য দো'আ করি। আর সেই সঙ্গে আল্লাহ ছালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর- আমীন!

---

২১. *ছায়দুল খাত্বির, পৃঃ ৪৭১।*

২২. *আল-আকিবাতু ফী যিকরিল মওত, পৃঃ ৩১।*

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০২০

নির্বাচিত গ্রন্থ

সকলের জন্য উন্মুক্ত

রিয়াযুছ ছালেহীন

('ফাযায়েল' অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত)।

পুরস্কার

১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০২০-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৭১৫-২০৯৬৭৬
০১৭৬৪-৯৯৪৯২৮

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

নিয়মিত প্রকাশনার ২৩ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০২০-এর জন্য

লেখা আহ্বান

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
১৫ই জানুয়ারী ২০২০

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

বৃদ্ধাশ্রম : মানবতার কলঙ্কিত কারাগার

*মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম**

বৃদ্ধ ও আশ্রম শব্দ দু'টি মিলে হয়েছে বৃদ্ধাশ্রম। শব্দগতভাবে অর্থ দাঁড়ায় বৃদ্ধনিবাস বা বৃদ্ধের আশ্রয়স্থল। অন্য অর্থে জীবনের শেষ সময়ের আবাসস্থল, বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে বৃদ্ধাবস্থায় পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয় ব্যতীত সরকারী-বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় লালিত-পালিত হওয়ার স্থানকে বৃদ্ধাশ্রম বলে। যে যৌবনকাল ছিল চঞ্চলতায় ভরপুর, যে যৌবনকালের কর্মস্পৃহার বদৌলতে গড়ে উঠল এই সৌন্দর্যময় আবাসস্থল, বিস্তার লাভ করল শিক্ষা, উৎকর্ষ সাধিত হ'ল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, সে যৌবনের উচ্ছলতা আজ হারিয়ে গেছে। জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় তারা নিজেরাই আজ অচল, জরাজীর্ণ বার্ধক্যে আক্রান্ত হয়ে চরম অসহায়ত্ব বরণ করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৃদ্ধাশ্রম নামীয় কারাগারে স্থান পেয়েছে। একসময় যারা নামী দামী বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক ও চাকরিজীবী ছিলেন, বর্ণাঢ্য ছিল যাদের জীবন, বৃদ্ধ বয়সে এসে নিজ সন্তানদের অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তারাই। পরিবার ও সন্তান থেকেও যেন 'সন্তানহারা ইয়াতীম' হয়ে জীবন যাপন করছেন।

বৃদ্ধের এমন সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। সাথে সাথে তাদের প্রতি অবহেলার মাত্রা বেড়ে চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। যার ফলে সূচিত হয়েছে বৃদ্ধাশ্রম নামের কলঙ্কজনক অধ্যায়। ছোট বেলায় যে বাবা-মা ছিলেন সন্তানের সবচেয়ে বেশী আপন, যাদের ছাড়া সন্তান কিছুই করতে পারত না, যারা নিজেদের আরাম হারাম করে তাদের মানুষ করেছেন, নিজের সব দুঃখ-কষ্ট বুকে চেপে সন্তানের হাসিমাখা মুখ দেখার জন্য যে মা-বাবা ব্যাকুল থাকতেন, সে না খেলে যিনি থাকতেন অনাহারে, না ঘুমালে থাকতেন নির্ঘুম, অসুস্থ হ'লে ঠায় বসে থাকতেন শিয়রে, যে বাবা-মা তিল তিল করে নিজেদের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন সন্তানকে মানুষ করার জন্য, যে বাবা নিজের পকেট খরচকে বাঁচিয়ে রাখতেন তার সন্তানের টিউশন ফী অথবা টিফিনের টাকার জন্য, যারা নিজের অসুস্থতার কথা না ভেবে কেবল তার সন্তানদের কথা চিন্তা করে প্রত্যুষেই নেমে পড়তেন রূযীর সন্ধানে, সেই বাবা-মায়ের শেষ বয়সের ঠিকানা অবশেষে যদি হয় বৃদ্ধাশ্রম, তবে মানবতার প্রতি এ এক চরম উপহাস বৈ কি?

বৃদ্ধাশ্রমের ইতিহাস : ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পৃথিবীর প্রথম বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রাচীন চীনে। ঘরছাড়া অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের এই উদ্যোগ ছিল শান রাজবংশের। খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ শতকে পরিবার থেকে বিতাড়িত বৃদ্ধদের জন্য আলাদা এই আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করে ইতিহাসে আলাদা জায়গা দখল করে নিয়েছে শান রাজবংশ। পৃথিবীর প্রথম প্রতিষ্ঠিত সেই বৃদ্ধাশ্রমে ছিল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আরাম-আয়েশের সব রকম ব্যবস্থা। ছিল খাদ্য ও বিনোদন ব্যবস্থা।[১] কিন্তু এখন বিষয়টি এমন হয়েছে যে, একবার বাবা-মাকে বৃদ্ধনিবাসে পাঠাতে পারলেই যেন সবকিছু থেকে দায়মুক্তি ঘটে। মূলত অসহায় ও গরীব বৃদ্ধদের প্রতি করুণাবোধ থেকেই হয়ত বৃদ্ধাশ্রমের সৃষ্টি। যেখানে বৃদ্ধদের প্রয়োজনীয় সেবা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমের সেই ছবি এখন আর নেই।

কয়েক দশক আগেও আমাদের দেশে বৃদ্ধাশ্রম তেমন একটা ছিল না। সময়ের সাথে সাথে এর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৮.১০.২০১৮ইং তারিখে প্রকাশিত সমাজসেবা অধিদফতরের তথ্য মোতাবেক বর্তমান বাংলাদেশের নিবন্ধনকৃত শান্তি নিবাসের (বৃদ্ধাশ্রমের) সংখ্যা ছয়টি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেন, সারা দেশে প্রতিটি বৃদ্ধাশ্রমে ৫০টি করে মোট ৩০০টি সিট রয়েছে।[২] রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আশ্রিত ব্যক্তিদের নিজস্ব অর্থায়নে চলে একটি আশ্রম 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ' নামে। এটি একজন পরিচালক ও দু'জন কর্মচারীর সহযোগিতায় চলে। প্রায় ৩০/৪০ জন থাকতে পারে এখানে। চট্টগ্রামের রাউজানের নোয়াপাড়ায় কাপ্তাই সড়কের দক্ষিণ পাশে ২০১৪ সালের ১লা মে চালু হয় 'আমেনা-বশর বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র'। মানবতার উন্নয়নের আশায় কেন্দ্রটি চালু করেন শিল্পপতি শামসুল আলম। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেশের অবহেলিত, অসহায় প্রবীণদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিল্পপতি মুকুল চৌধুরী ১৯৮৭ সালের গোড়ার দিকে ঢাকার উত্তরায় আজমপুরে গড়ে তোলেন 'বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র'। ১৯৯৪ সালে কেন্দ্রটিকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করা হয় গাযীপুরের মণিপুর বিশিয়া কুড়িবাড়ীতে। ১৯৯৫ সালে ২১শে এপ্রিল শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মাদার তেরেসা কেন্দ্রটির বর্ধিতাংশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এখানে প্রবীণদের থাকার জন্য ১টি বিশাল টিনশেড ভবন ও ৩টি পাঁচতলা ভবন রয়েছে। যা বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রবীণ নিবাস হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কেন্দ্রটি ৭২ বিঘা জমির ওপর নির্মিত হ'লেও বর্তমানে তা সম্প্রসারিত হয়ে ১০০ বিঘায় উন্নীত হয়েছে। মহিলা-পুরুষদের আলাদা ভবনে মোট ১২০০ মানুষ থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে এই কেন্দ্রে। বর্তমানে ২ শতাধিক বৃদ্ধ সেখানে অবস্থান করছেন। চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য রয়েছে পাঁচতলা ভবনের চিকিৎসা কেন্দ্র। এখানে ২ জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ২ জন নার্স, একজন কম্পাউন্ডার ও ১টি অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানে নিয়োজিত আছে।[৩]

এছাড়াও সারাদেশে নিবন্ধনহীন আরও অনেক বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কেন এই বৃদ্ধাশ্রম? আসুন! এর জবাব খুঁজি।

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *প্রথম আলো, ১৭ই জানুয়ারী'১৪।*
২. *সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন ডটকম, ২৮শে অক্টোবর'১৮।*
৩. *ভোরের কাগজ ১০ই নভেম্বর'১৪।*

কেন এই বৃদ্ধাশ্রম : আমি গত ২৬শে ডিসেম্বর'১৮ ঢাকার অদূরে গাযীপুরের মণিপুরে অবস্থিত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বৃদ্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করে বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধদের অবস্থানের বহুবিধ কারণ লক্ষ্য করলাম। সফরসঙ্গী ছিলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। কথা বললাম, ম্যানেজার আবু শরীফের সাথে। বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধদের অবস্থানের কারণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য বহুমূখী পরিস্থিতি বুঝতে তিনি সাহায্য করলেন। তিনি বলেন, এখানে অনেকে আসেন সেচ্ছায়, আবার অনেকে আসেন অনিচ্ছায়।

১. স্বেচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধদের অবস্থানের কিছু কারণ :

ক) পরিবার জনশূণ্য : অনেকের পরিবারের সকল সদস্য একের পর এক মৃত্যুবরণ করায় পরিবার জনশূণ্য হয়ে পড়েছে। আবার অনেকের সন্তান উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে বিদেশে পড়তে গিয়ে আর স্বদেশে ফিরেনি। তাই অসহায়ত্ব থেকে বাঁচতে স্বেচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন এমন কিছু বৃদ্ধের সন্ধান মিলে। যেমন রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত প্রবীণ নিবাসের বৃদ্ধা মিরা চৌধুর (ছদ্মনাম)। বয়স পঁয়ষট্টি পেরিয়েছে। জন্ম রাজধানীর পুরান ঢাকার মালিটোলায়। ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ ও এম.এ সম্পন্ন করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পাঠ চুকিয়ে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন খুলনা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষিকা হিসাবে। এরপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সবচেয়ে কাছের প্রিয়বন্ধু জোসেফ চৌধুরীর সঙ্গে। স্বামী ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও)-এর ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘদিন। জীবন সংসারের আলো যখন উদ্ভাসিত, ঠিক তখনই ছন্দপতন। স্বামীর মৃত্যুই জীবনযুদ্ধেপরাজিত সৈনিকের রূপ দেয় মিরাকে। জীবনের অর্জিত সম্পদ দিয়ে একমাত্র ছেলে অপূর্ব হাসান চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগ থেকে পাশ করার পর যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান উচ্চতর ডিগ্রী নিতে। সমস্ত স্বপ্নসাধের কবর রচনা করে মিরা চৌধুরী আজ ঠাঁই নিয়েছেন আশ্রমের ৪১৫ নম্বর কক্ষে। পাশে কাউকে না পেয়ে নিজের সম্বল বলতে রাজধানীর বাংলামোটরের দিলু রোডে ছয়তলা একটি বাড়ী বিক্রি করে দেন ২ কোটি টাকায়।

বাড়ী বিক্রির টাকা ব্যয় হয়েছে ছেলের শিক্ষা খরচে। তবে নিজের নামেও কিছু টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রয়েছে। সেখান থেকেই আশ্রমের খরচ চালানো হয়। ছেলে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি ব্যাংকে চাকুরী নিয়েছেন। বেতনও বেশ ভাল। দেশে ফেরা অনেকটাই অনিশ্চিত। মিরা চৌধুরী স্মৃতিচারণ করে বলছিলেন, 'ছেলে বাংলাদেশে আসবে এমন আশা দিনে দিনে ক্ষীণ হচ্ছে। আর আসবেই বা কেন? কিসের আশায় আসবে? বাংলাদেশে এসেই বা কি করবে? এ দেশে তো জীবনের নিরাপত্তাও নেই। মিরা বলেছিলেন, 'আর কয় দিনইবা বাঁচব। এখন আর ছেলেকে বিরক্ত করি না। কষ্টেই তো আমার জীবন গড়া। অসময়ে স্বামীকে হারালাম। বাবা-মা চলে গেছেন অনেক আগে। একমাত্র ভাই, সেও চলে গেল ছয় মাস হয়। আপন বলতে আর তো কেউ নেই। কলকাতায় স্বামীর ঘরের আত্মীয়-স্বজন আছে। কে আর কার খবর রাখে? চাচাতো বোনের মেয়ে মিরপুরে থাকে। ও মাঝে মধ্যে এসে খবর নেয়। আছি তো। আশ্রমেই বেশ আছি। শুরু থেকেই মৃদু ভাষায় কথা বলছিলেন। নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলেন না। গলা ধরে এলো। নিমিষেই চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোটা অশ্রু গালে গড়ালো। বয়সের ভারে কুচকানো গাল। তাতে বেদনার স্পষ্ট ছাপ। চশমা খুলে ওড়নায় চোখের পানি মুছতে মুছতে শোনালেন সংক্ষিপ্ত জীবনকথা।[৪]

খ) পরিবারের বোঝা : কিছু পরিবার তাদের বৃদ্ধদের পরিবারের বোঝা মনে করে। তাদের ধারণা সন্তান লালন পালনে ভবিষ্যত রয়েছে। তাদের পিছনে খরচ করলে তারা বড় হয়ে আবার তাদের দেখাশুনার ভার গ্রহণ করবে। অপরদিকে বৃদ্ধরা জরাগ্রস্ত, অসহায়, নিষ্কর্মা দুর্বল হয়ে যাবে। তাদের দ্বারা ভবিষ্যতে কোন উপকার পাওয়া যাবে না। তাদের লালন পালন করে লাভ হবে না। এমন বৃদ্ধদের পেছনে অর্থ ব্যয় করা অনর্থক ভেবে, পরিবারের বোঝা মনে করে, অবহেলা ভরে তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে বলে অনেকে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেন। গাযীপুরের বিশিয়া বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রের একাধিক শিক্ষিত সন্তানের মা পঁচাত্তর বছর বয়সোর্ধ ময়মনসিংহের আলিমুন্নেসা তাদের একজন। এক সময় যাদের তরে বুক ভরা ভালোবাসা ছিল, তারা এক বুক ব্যথা ঢেলে আজ তিক্ত করেছে এ অন্তর। স্বপ্নের পরিবর্তে উপহার দিয়েছে চোখ ভরা লোনাপানি।

লক্ষ্মীপুরের আব্দুল হামীদ মোল্লা। মানুষ করার তাকীদে হোমিও ঔষধ বিক্রি করে শিক্ষিত করেছেন তিন ছেলে, তিন মেয়ে এবং মানুষ করেছেন বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীতে কর্মরত ছোট দুই ভাইকেও। বুক ভরা আহাজারী আর চোখ ভরা কান্না নিয়ে দিনাতিপাত করেন বৃদ্ধাশ্রমে। এ দু'জনেরই শিক্ষিত পরিজন দেখার সুযোগ পায় না তাদের। যেন পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। নিজেদের প্রবোধ দেয় এখানেই ভালো আছি, বেশ আছি।

কুষ্টিয়ার বাজিতপুর গ্রামের এক কৃষকের চার মেয়ে, এক ছেলে। ছেলের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবার ঠাঁই হয়নি। মেয়েরা পালা করে তাকে রাখতেন। ব্যাপারটা জামাইদের পসন্দ হ'ত না। সেজ মেয়ের বাড়িতে এক রাতে খাবারের জন্য অনেক্ষণ বসে থেকেও শেষ পর্যন্ত কেউ খাবার না দেওয়ায় ট্রেনে চেপে চলে এলেন ঢাকায়। অবশেষে তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন বৃদ্ধাশ্রম।[৫]

গ) পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অভাব : পরিবারের সদস্য একাধিক থাকা সত্ত্বেও তাদের কর্মক্ষম বা উপার্জনক্ষম কেউ

৪. *দৈনিক যুগান্তর, ২৫শে সেপ্টেম্বর'১৮, জাগো নিউজ ডটকম, ৭ই মে'১৬।*
৫. *প্রথম আলো, ২৮শে জুন'১৯।*

না থাকায় স্বেচ্ছায় একশ্রেণীর বৃদ্ধরা মাথাগুজার ঠাঁই করে নিয়েছে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে। এমনই একজন সিলেটের অধিবাসী মুহাম্মাদ ছবির খাঁন। বৃদ্ধ বয়সে বাবা হয়েছেন এক মেয়ের। এই বয়সে কেউ নেই দেখাশুনা করার মত। তাই স্ত্রী-কন্যা ফেলে রেখে স্বেচ্ছায় ঠাঁই করে নিয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে।

ঘ) পরিবারের সদস্যদের বনিবনার অভাব : সন্তানাদি বা ছেলের বউদের সাথে অমিল। সেকারণ তারা পায় না সদাচরণ, বেঁচে থাকার মত পায় না আহার, পায় না উপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্র এবং নানাবিধ রোগের যাতাকলে পিষ্ট হয়েও পায় না চিকিৎসার জন্য পারিবারিক সহযোগিতা। অর্থের অভাবে ব্যক্তিগত চাহিদার সকল অংশ থাকে অপূরণীয়। ফলে কষ্ট-ক্লেশে জর্জরিত হয়ে অনেকেই স্বেচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রমকে জীবনের শেষ ঠিকানা বানিয়ে নেয়। এমনই একজন চট্টগ্রামের পটিয়া উপযেলার মুখপাড়া এলাকার ৭৭ বছর বয়সী অরুণ ভট্টাচার্য। একমাত্র ছেলের বউয়ের লাথি ঘুষি খেয়ে হাতের আঙ্গুল ভেঙ্গে এখন আমেনা-বশর বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে আছেন।[৬]

ঙ) একাকিত্ব ঘোচাতে বৃদ্ধাশ্রমে : অনেকে আবার বাড়িতে সঙ্গ দেওয়ার মত কেউ না থাকায় একাকিত্ব ঘোচাতে স্থান করে নিয়েছেন বৃদ্ধাশ্রমে। তাছাড়া নিরাপত্তার অভাবেও অনেকে এই পথ বেছে নেন। দেখা গেছে রং মিস্ত্রি বা কলের মিস্ত্রি, এমনকি গৃহ পরিচারিকার হাতেও খুন হচ্ছেন তাঁরা। তাই নিরাপত্তার অভাবেও অনেকে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা যায়।

২. অনিচ্ছায় :

ক) পথহারা অসহায় : অনেকে শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে অবুঝ বালকের মত ঘুরে বেড়ায় পথে-প্রান্তরে। নেই তার সঠিক পরিচয়। কোন না কোন এক পরিস্থিতিতে তাকে হারিয়েছে পরিবার। ফিরে যেতে পারেনি গন্তব্যে। অবশেষে কারো না কারো মাধ্যমে তার ঠাঁই হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে বা বৃদ্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্রে।

খ) পরিবারের সদস্যদের বনিবনার অভাব : পরিবারের সন্তান দের বা পুত্রবধূদের সাথে অস্বাভাবিক অমিলের কারণে যেমন অনেকেই স্বেচ্ছায় আশ্রয় নিয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে, তেমনি অনেকের ঠাঁই হয়েছে অনিচ্ছায়। যদিও সন্তান চায় স্ব-পরিবারে শান্তিতে বসবাস করতে। কিন্তু পুত্রবধূরা চায় সুখী সংসার নামের ক্ষুদ্র পরিবার গঠন করতে। পুত্র হার মেনে যায় তার স্ত্রীর কাছে। অনেক সময় পিতা-মাতাও বৃদ্ধ বয়সের কারণে অস্বাভাবিক আচরণ করে। ফলে চরম বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধের ঠাঁই করে দিয়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার অবস্থান গড়তে হয় বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে।

গাযীপুরের মণিপুর বিশিয়া বৃদ্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্রের ম্যানেজার আবু শরীফ বলেন, অনেকে ডাক্তার দেখানোর কথা বলে এখানে দিয়ে যায় বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে। তিনি বলেন, সবচেয়ে হৃদয় বিদারক ঘটনা তখনই ঘটে যখন নিজের পুত্র বা পুত্রবধূ আশ্রমে রাখার সকল কার্যক্রম শেষ করে ঔষধ আনার নাম করে কৌশলে পালিয়ে যায়। তার হৃদয়ফাটা কান্না আর আহাজারী যেন আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হ'তে থাকে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় পরিবারের সদস্যদের বনিবনার অভাবেই এ কাজ করেছে।

গ) কুড়িয়ে পাওয়া : হৃদয়ের সকল ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে যে পিতা-মাতা ভাল সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে তিলতিল করে সর্বস্ব বিকিয়েছে, তারাই আজ বৃদ্ধ বয়সে নিষ্ঠুর নিয়তির শিকার। অপয়া, নির্বোধ, কু-সন্তান তাদের মত সম্মানিত গুরুজনদের সাথে নির্মম আচরণ করে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে পালিয়ে যাওয়া, ডাক্তার দেখানোর কথা বলে অচেনা জায়গায় বসিয়ে রেখে চলে যাওয়া বা দূর পাল্লার গাড়ীতে তুলে দিয়ে কৌশলে নেমে যাওয়ার মত ঘৃণ্য দৃষ্টান্তও রয়েছে। ম্যানেজার আবু শরীফ জানান, এমন অসহায়দের কুড়িয়ে এনে জমা করেছেন গাযীপুর বৃদ্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এমনই দু'একটি ঘটনা নিম্নে উল্লিখিত হ'ল।-

(১) সংসারের বোঝা মনে করে কুমিল্লার দুই কুলাঙ্গার সন্তান মিলে গাড়ীতে করে গৌরনদী উপযেলার টরকী বাস স্ট্যান্ডে পঁচাশি বছর বয়সী বৃদ্ধা মা আরাফাতুন্নেসাকে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। আট দিন কাটে তার সেখানে। মাঝে মাঝে ছেলেদের নাম ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন বৃদ্ধা। স্থানীয়রা নিতে চাইলে বলে তার ছেলেরা তাকে নিতে আসবেই আসবে।[৭] সংবাদ পেয়ে নিয়ে আসেন গাযীপুরের বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রের মালিক মুকুল চৌধুরী।

(২) বগুড়ার দুপচাচিয়ার অধিবাসী এক ছেলে ও দুই মেয়ের মা ৫৫ বছর বয়সী শ্যামলীকে সিরাজগঞ্জ রেলস্টেশনে ফেলে রেখে যায় ছেলে-মেয়েরা। অবশেষে স্থানীয় লোকজনের নিকট থেকে রাজধানীর মিরপুরের বৃদ্ধাশ্রম 'চাইল্ড ওল্ড' সংস্থা লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার।[৮]

(৩) ত্রিশ বছর পূর্বে স্বামী হারা ৮৬ বছর বয়সী হুজলা বেগম নড়াইলের লোহাগড়া উপযেলার কুচিয়াবাড়ির অধিবাসী। তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কেউ না নিয়ে পুত্র ও পুত্রবধূ মিলে বাঁশবাগানের ভিতর ফেলে রাখে। অবশেষে সমাধান হয় প্রসাশনের মাধ্যমে।[৯]

(৪) মাদারীপুরের পৌর শহরের শকুনী লেক পাড়ে ৮০ বছর বয়সের যোবেদা খাতূনকে কুড়িয়ে পায় স্থানীয় সরকারী নাযীমুদ্দীন কলেজের দুই ছাত্র। তার ছেলে ও পুত্রবধূ মিলে রাস্তায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এই সামান্য পরিচয় দিয়েই জ্ঞান হারান বৃদ্ধা। দুই ছাত্র মিলে সদর হাসপাতালে ভর্তি করান বৃদ্ধাকে।[১০] এমন অসহায়দের ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম ছাড়া

৬. *সিটিজিবার্তা ডটকম, ৬ই মে '১৯।*

৭. *দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই ফেব্রুয়ারী'১৪।*
৮. *নতুন সময় টিভি ২৯শে এপ্রিল'১৯।*
৯. *নয়াদিগন্ত ২৮শে সেপ্টেম্বর'১৮।*
১০. *বাংলাদেশ প্রতিদিন ৭ই নভেম্বর'১৮।*

আর হবেই বা কোথায়? এভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকেরই তাদের ঠাঁই হয় বৃদ্ধাশ্রমে।

ঘ) অতি উচ্চশিক্ষিত জনের বৃদ্ধ পিতা-মাতা : পরিবারের সকলে অতিশিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন সর্বক্ষণ। সন্তান বড় করার তাকীদে একাধিক গৃহশিক্ষক, ব্যক্তিগত গাড়ী, নিজস্ব ড্রাইভার, নিজ নিজ চাকুরীতে বা ব্যবসায় নিয়োগ করা হয় একাধিক সহযোগী। কিন্তু এর ফাঁকে বৃদ্ধ, অচল, অসহায় পিতা-মাতার পাশে সামান্য সময় দেয়ার যেন কেউ নেই। বড় বড় আসবাবপত্রের ঠাঁই হ'লেও এই বৃদ্ধের সামান্য জায়গা হয় না মস্তবড় ফ্লাটে। তাদের জন্য যেন বাসাটা খুবই সংকীর্ণ। তখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বৃদ্ধাশ্রম ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

(১) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক (অবসর প্রাপ্ত) ড. আব্দুল আউয়াল (৭০) ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর। দীর্ঘ ১৭ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন সুনামের সঙ্গে। ২০০৬ সালে অবসর নেন। সংসারে দুই ছেলে ও এক মেয়ে। তিন সন্তানের মধ্যে বড় রোজিনা ইয়াসীন আমেরিকা প্রবাসী। এরপর বড় ছেলে উইং কমান্ডার (অব.) ইফতেখার হাসান। ছোট ছেলে রাকিব ইফতেখার হাসান অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। জীবনে এত কিছু থাকার পরও আজ তার দু'চোখে অন্ধকার। থাকেন আগারগাঁও প্রবীণ নিবাসে। প্রথম দিকে ভালই ছিল। আস্তে আস্তে পুত্র ও পুত্রবধূর ঝগড়ার মাধ্যমে বুঝতে পারলেন তিনি এই পরিবারের বোঝা। তাই স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তিনি বেছে নেন এই পথ।[১১]

(২) টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপযেলার কাঠরা গ্রামের মৃত জরু মিয়ার স্ত্রী ফরীদা বেগম (৮০)। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। নয় বছর ধরে তিনি আশ্রমে আছেন। কিন্তু একদিনের জন্যও তাঁকে দেখতে আসেননি সন্তানরা।[১২]

(৩) পাবনার চাটমোহর থানার নেংরী গ্রামের মৃত অরিস্টিন কুরাইয়ের স্ত্রী পরসী কুরাই। পঁচাশি বছর বয়সী এই খ্রীষ্টান মহিলার পাঁচ ছেলে সবাই শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেউ তাঁর খোঁজ-খবর রাখেনি। বাড়িতে ফেলে রেখে চলে গেছে সবাই। তার অসহায়াত্ব দেখে এলাকার লোকজন তাঁকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেন।[১৩]

(৪) সত্তর বছর বয়সী জুয়েলী বেগম ২৫ বছর পূর্বে হারান স্বামী আব্দুল মান্নান শেখকে। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে থাকতেন বোনের বাসায়। ছেলেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে বিয়ে করিয়েছেন। কান্না জড়িত কণ্ঠে জুয়েলী বেগম বলেন, ঢাকার নারিন্দা এলাকায় তাঁর ছেলে একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করেছিল। সেখানে স্ত্রী ও মাকে নিয়ে একসঙ্গেই বসবাস করতেন। একদিন বেড়ানোর কথা বলে ছেলে ও ছেলের বউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এর কয়েক দিন পর তিনি জানতে পারেন, ছেলে ফ্ল্যাট বিক্রি করে চলে গেছেন। একদিন ঐ ফ্ল্যাটের নতুন মালিক এসে সবকিছু জানতে পারেন। তিনি ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে তাঁকে গাযীপুর সদর উপযেলার মণিপুর বিশিয়া এলাকার বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে রেখে আসেন।[১৪] অশ্রুসিক্ত নয়ন আর কান্নাজড়িত কণ্ঠে জুয়েলী বেগম বলেন, 'মাকে একটু জায়গা দিলে ওদের কী এমন অসুবিধা হ'ত! তারপরও আমি তো মা; সব সময় চাই 'আমার ছেলে ভালো থাকুক, আরও বড় হোক'। শিশুর শৈশবে নিজের সব সুখ বিলিয়ে দিয়ে সন্তানের মঙ্গল নিশ্চিত করতেন এই মায়েরা। সন্তানেরা সেই মায়েদেরই জীবন থেকে মুছে ফেলেছেন। অথচ সন্তানের মঙ্গল কামনায় দিন-রাত প্রার্থনায় রত এখানকার মায়েরা।

(৫) চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপযেলার সুচিয়া গ্রামের বাসিন্দা তেষট্টি বছর বয়সী দুই সন্তানের জননী বাণী চৌধুরী ছিলেন নগরীর বি এন স্কুল এন্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষিকা। ছেলেটি চাকুরী পাওয়ার পর বউ, বাচ্চা, শ্যালক, শ্বাশুড়ী নিয়ে থাকেন শহরের বাসায়। মা-ছেলের সম্পর্ক ছেদ হয়েছে পাঁচ বছরের বেশী সময় ধরে। বাণী চৌধুরী দুঃখ করে বলেন, আসবাব পত্রসহ ঘরের সবকিছু রাখার জায়গা হ'লেও বৃদ্ধা মায়ের জন্য জায়গা হয় না ফ্লাটে।[১৫]

(ঙ) সম্পদ লিখে দিয়ে অথবা সন্তানদের দ্বারা সম্পদ আত্মসাতের পর নিঃস্ব হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে : অনেকে অতি আগ্রহে নিজের সন্তানদের সম্পত্তি লিখে দিয়ে আনন্দ বোধ করেন। অবশেষে সম্পত্তি পেয়ে সন্তান-সন্ততি আলাদা হয়ে যায়। বৃদ্ধ পিতা-মাতা তাদের নিকট হয়ে উঠে উচ্ছিষ্ট। অথবা সন্তানরাই ভিন্ন কৌশলে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দেয় বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে। অবশেষে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেকের জীবনে অপেক্ষা করে বৃদ্ধাশ্রমের বিছানা।

(১) কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেটে নিজের ফ্ল্যাট ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক (অব.) ড. এম আব্দুল আউয়ালের। এছাড়া পল্লবীতেও বেশ কিছু জমি ছিল। কিন্তু এসব বড় ছেলে কৌশলে বিক্রি করে টাকা-পয়সা নিজের অ্যাকাউন্টে জমা করেছেন, আক্ষেপ করেই বলেন অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল। তিনি বলেন, ওরা আমাকে এত কষ্ট দেয় কেন? আমাকে নিয়ে এত ছলচাতুরি করে কেন? বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠেন তিনি। তিনি বলেন, আমি কি এজন্য এতো কষ্ট করে ওদের মানুষ করেছিলাম? অধ্যাপক আফসোসের সুরে বলেন, ছোট ছেলের পড়ালেখার জন্যও পেনশনের টাকা থেকে ২৬ লাখ টাকা পাঠিয়েছি। সেই ছেলেও আমাকে কোন দিন ফোন করে না। তিনি বলেন, আমার অন্য সন্তানদের চাইতে বড়টা একটু বেশী চতুর। আমার সব টাকা ও-ই বিভিন্ন সময় নিয়েছে। এখনো ওর কাছে ৬০ লাখ টাকা পাই। সেই টাকা

১১. *এটি এন টাইমস ১লা নভেম্বর'১৬।*
১২. *প্রথম আলো, ১৪ই মে'১৭।*
১৩. *প্রথম আলো, ১৪ই মে'১৭।*
১৪. *প্রথম আলো, ১৪ই মে'১৭।*
১৫. *সিটিজিবার্তা ২৪শে ডটকম, ৬ই মে'১৯।*

দিচ্ছে না। মনের ক্ষোভে বলতে থাকেন, টাকা যদি নাই দেয় তাহ'লে আমার ছেলেকে আমি ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করব।[১৬]

(২) দেশের অন্যান্য বৃদ্ধাশ্রমগুলোর মতো রাজধানীর আগারগাঁও এ অবস্থিত ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত প্রবীণ নিবাস (বৃদ্ধাশ্রম)। আশ্রমের মালিক সাংবাদিকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন আশ্রমের জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধের সঙ্গে। ছেলে-মেয়েদের সম্মান হানি ঘটতে পারে তাই গণমাধ্যমে নাম প্রকাশ করতে তিনি নারাজ। (হায়রে আবেগ! যে সন্তান নেয় না খোঁজ-খবর, ফেলে রাখে বৃদ্ধাশ্রম নামক কারাগারে, তাদের মান-সম্মান, সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয়ে গোপন রাখে নাম পরিচয়। এর নাম পিতা-মাতা)। যার কথা বলছি (ছদ্মনাম আব্দুর রহীম ছাহেব) তিনি ঢাকার বনানী এলাকাতে নিজের নামে জমি কিনে বাড়ি করেন। এছাড়াও শহরের নামি দামি স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন ছেলে-মেয়েদের। সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন ইতালী প্রবাসী এক বাংলাদেশী ছেলের সঙ্গে। ছেলেও সরকারী অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হয়েছেন। উচ্চবংশ দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেকে। গেল দুই বছর আগে আব্দুর রহীম ছাহেবের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকেই তাকে এ বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে হয়। অনেক অনুরোধের পর জানালেন বৃদ্ধাশ্রমে থাকার কারণ। বললেন, বনানী এলাকার বাড়িটা ছেলে ও ছেলের বউ জোর করে লিখে নিয়েছে। তিন তলা ভবনের এক তলায় আমরা থাকতাম আর অন্য দু'টি তলা ভাড়া দেওয়া হ'ত। আমি থাকলে তো তারা এত টাকা ভাড়া পাবে না। তাই আমাকে এখানে রেখে গেছে। বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আব্দুর রহীম ছাহেব। চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আমি সব সময় দো'আ করি আমার সন্তানরা যেন কখনোই বৃদ্ধ না হয়। তাহ'লে তারা এত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। কান্নার কারণে আর কিছুই যেন বলতে পারছিলেন না। হাউমাউ করে কেঁদে জড়িয়ে ধরলেন সাংবাদিককে। কিছুক্ষণ পর নিজের কক্ষের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। এমনিভাবে সম্পদ কেড়ে নিয়ে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে অনেক দুনিয়াদার অবাধ্য সন্তান। যাদের অনেকের স্থান বৃদ্ধাশ্রম, অনেকের হাতে ভিক্ষার ঝুলি।[১৭]

(চ) পরিবার অবহেলাকারী বড় ভাই : বৃদ্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্র মণিপুরের ম্যানেজার বললেন, (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) কুমিল্লার জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ ৩৫ বছর পূর্বে ইরান গমন করেন। বাড়ীতে রেখে যান স্ত্রী-সন্তান ও ছোট ভাই-বোনদের। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস? তিনি বিদেশ যাওয়ার পর প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পেরে সেখানে বিয়ে করে এদেশের সকলকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান। নিরাশ হয়ে ভাইয়েরা নিজেরা নিজেদের অবস্থান গড়ার প্রচেষ্টায় লেগে যায়। হঠাৎ শরীরে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসায় বহু অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে উপকার না হওয়ায় দেশে পাঠিয়ে দেন ইরানের কর্মকর্তাগণ। নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফিরে ভাইদের শরণাপন্ন হন। তখন তারা রাগে, ক্ষোভে ভাইকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে যাওয়াই উপযুক্ত বলে মনে করে।

বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থানরতদের অনুভূতি : বৃদ্ধাশ্রমে আছে অনেক কিছুই, তবু যেন কিছুই নেই সেখানে। সবার ভিতরে শুধু হাহাকার পরিবারের সদস্যদের এক নযর দেখার জন্য। কেউ কেউ কাঁদতে কাঁদতে হয়ে গেছে বাক প্রতিবন্ধির মত। আবার কারো মুখে বিলাপ জড়িত কণ্ঠে প্রশ্নের আহাজারী, 'আমার মা নাই? আমার কেউ নাই? গ্রামে কবে নিবা? তোমরা কি নিবা? আমার কেউ নাই, আল্লাহরে আল্লাহ'। তাদের প্রশ্নের কোন উত্তর আমাদের নিকট ছিল না। কোন উপায় ছিল না অশ্রুসিক্ত চোখে ফিরে আসা ছাড়া। আরেক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলাম, খালা! আপনার বাড়ী কোথায়? দুঃখে, ক্ষোভে, রাগে, গোস্বায় যেন আনমনাভাবে জবাব দিল, 'এইডাই'। বললাম, আরে না আসল বাড়ী? 'আসল বাড়ীও এইডাই'। ছল ছল অশ্রুসিক্ত অবস্থায় আচলে মুখ ছাপিয়ে কক্ষের ভিতরে চলে গেলেন। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাযী হ'লেন না তিনি। সকলের ভিতরে যেন একই অনুভূতি, 'আমরা সন্তান হারা, পরিবার হারা, নিঃস্ব, অসহায়'।

এক বৃদ্ধা মায়ের মনের অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেন, বাবা শোন ঝড় উঠলে সংকেত দিয়ে জানানো হয় কত বেগে ঝড় বইছে। কিন্তু সন্তানের কথা বা পরিবারের কথা মনে হ'লে ভিতরে যে ঝড় বয়ে যায় তার গতিবেগ হিসাব করে বের করার সাধ্য আমার নেই। তাদের কথা শুনে মনের অজান্তে গণ্ড বেয়ে দু'ফোঁটা পানি চলে এল। চোখের ঝাপসা নযরে মিলিয়ে গেল বৃদ্ধাশ্রম। এমন অসহনীয় পরিস্থিতিতে দিনাতিপাত করে বৃদ্ধরা। অনুভূতির এক নমুনা পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বৃদ্ধাশ্রম থেকে সন্তানদের প্রতি প্রেরিত চিঠি-পত্রেও।

[চলবে]

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2

আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

১৬. *এটি এন টাইমস ১লা নভেম্বর'১৬।*
১৭. *একুশে টেলিভিশন, ২২শে জানুয়ারী'১৮।*

আল্লাহ্‌র জন্য কাউকে ভালবাসা

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরস্পরের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধির উপায়

বর্তমানে মানুষ স্বীয় স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য অন্যকে ভালবাসার বিষয়টি অনেকেই ভুলে গেছে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা দরকার। তাহ'লে সমাজ ও দেশ সুন্দর হবে। পরবর্তী প্রজন্ম একটি সৌহার্দ্র্যপূর্ণ পরিবেশ পাবে। মানুষের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

(১) ঈমান আনা ও নেক কাজ করা : ঈমানদার ব্যক্তিরা পরস্পরকে ভালবেসে থাকে। ঈমান ও নেক আমল যখন একত্রিত হয় তখন মুমিন যেমন আরেক মুমিনকে ভালবাসে আল্লাহ তা'আলা এবং আকাশের ও যমীনের অধিবাসীগণও সেই বান্দাকে ভালবাসে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا– 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে পরম করুণাময় অবশ্যই তাদের জন্য (বান্দাদের অন্তরে) ভালবাসা সৃষ্টি করবেন' *(মারিয়ম ১৯/৯৬)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ إِذا أَحَبَّ عَبْدًا دَعا جِبْرِيلَ فقالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلانًا فأَحِبَّهُ، قالَ: فيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنادِيْ فِي السَّماءِ فيَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلانًا فأَحِبُّوْهُ، فيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّماءِ، قالَ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ القَبُوْلُ فِي الأَرْضِ،

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিব্রীল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্রীল (আঃ) তাকে ভালবাসেন। অতঃপর আকাশে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন। সুতরাং তোমরা তাকে ভালবাস। তখন আকাশবাসীও তাকে ভালবাসেন। অতঃপর তার গ্রহণযোগ্যতা জমিনে রাখা হয়'।[১]

(২) সালাম বিনিময় করা : রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির জন্য বেশী বেশী সালাম বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেবো না, যা করলে তোমরা পরস্পর ভালবাসতে পারবে? (তা হ'ল) তোমরা পরস্পর সালাম বিস্তৃত করো'।[২]

(৩) হাদিয়া প্রদান করা : কোন মুসলিম ভাইকে হাদিয়া বা উপহার দেওয়ার মাধ্যমে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَهَادُّوْا تَحَابُّوْا، 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে'।[৩]

(৪) সৎ ও মুত্তাকী ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করা : মানুষ তার বন্ধুর চরিত্রে বিশেষিত হয়। আর ভাল, সৎ ও মুত্তাকী ব্যক্তি তার বন্ধুকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসবে। আবু সাঈদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন,لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ 'তুমি মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন পাহেযগার লোক ব্যতীত অন্য কেউ না খায়'।[৪] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، 'মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে যে, সে কি ধরনের বন্ধু গ্রহণ করেছে'।[৫] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) সৎসঙ্গীকে সুগন্ধ বহনকারীর সাথে তুলনা করেছেন। যার সাথে থাকলে সুগন্ধি পাওয়া যায়। আর অসৎ সঙ্গীকে কামারের হাফরের সাথে তুলনা করেছেন। যার সাথে থাকলে কাপড় জ্বালিয়ে দিবে অথবা দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে।[৬]

(৫) বন্ধুর বাড়ীতে নিঃস্বার্থভাবে যাতায়াত করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ أَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ أُرِيْدُ أَخًا لِى فِى هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ أَنِّى أَحْبَبْتُهُ فِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ فَإِنِّىْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ.

'জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য অন্য গ্রামে রওয়ানা হয়। পথে আল্লাহ তার জন্য অপেক্ষমান একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। যখন সে তার কাছে আসল তখন (ফেরেশতা) তাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, আমি এই গ্রামে আমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাচ্ছি। ফেরেশতা আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি যেখানে যার কাছে যাচ্ছ, সেখানে বা তার কাছে

---

* তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

১. *বুখারী হা/৭৪৮৫; মুসলিম হা/২৬৩৭; মিশকাত হা/৫০০৫।*

২. *মুসলিম হা/৫৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৯২; ছহীহুল জামে' হা/৭০৮১।*

৩. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪।*

৪. *আবূদাঊদ হা/৪৮৩২; তিরমিযী হা/২৩৯৫; মিশকাত হা/৫০১৮; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৪১।*

৫. *আবূদাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৫০১৯; ছহীহাহ হা/৯২৭।*

৬. *বুখারী হা/২১০১; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০।*

তোমার কোন স্বার্থ বা সম্পদ আছে কি যার কারণে তুমি সেখানে যাচ্ছ? লোকটি বলল, না আমি সেখানে যাচ্ছি এজন্য যে, আমি তাঁকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসি। ফেরেশতা বলল, আমি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমার নিকট দূত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি, এই শুভ সংবাদ নিয়ে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস'।[৭]

(৬) সুন্দর কথা বলা : সুন্দর কথা বা আচরণের মাধ্যমে অনেক সময় শত্রু ও বন্ধুতে পরিণত হয়। এজন্য আল্লাহ মানুষকে সুন্দর কথা বলার নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا، 'তোমরা মানুষের সাথে উত্তম কথা বল' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

(৭) চরিত্রবান হওয়া : সুন্দর চরিত্রের মাধ্যমে অন্যকে নিজের বন্ধু বানানো যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ وفي رواية صَالِحَ الأَخْلاَقِ، 'নিশ্চয়ই আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য, অন্য বর্ণনায় সৎ চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[৮] চরিত্রবান ব্যক্তি জান্নাতের উচ্চস্থানে আসীন হবেন। ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটতম হবেন। রাসূল (ছাঃ)-এর চারিত্রক গুণাবলী দেখেই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে আমাদের সকলের চরিত্রবান হওয়া উচিৎ। এতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।

(৮) কল্যাণ কামণা করা : সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করা একজন মুসলমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর এর ফলে পরস্পরের ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. 'আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বায়া'আত গ্রহণ করেছি ছালাত কায়েম করার, যাকাত প্রদান করার এবং সমস্ত মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার'।[৯] রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ، 'দ্বীন হচ্ছে নছীহত বা কল্যাণ কামনা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসিলম নেতাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য'।[১০]

(৯) ক্ষমা করা ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা : মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা করলে এবং নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে যে কোন মানুষই বন্ধু হয়ে যাবে। এমনকি চরম শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হ'তে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ، 'ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ'তে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর ভাল দ্বারা, যেন তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যায়' *(ফুছছিলাত ৪১/৩৪)*। তিনি আরো বলেন,

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ 'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কি হ'তে পারে' *(আর-রহমান ৫৫/৬০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ، 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতা পসন্দ করেন। তিনি নম্রতার জন্য যা দান করেন, তা রুক্ষতার জন্য দান করেন না'।[১১]

(১০) কাউকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসলে তাকে অবহিত করা : কেবল আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসলে তাকে অবহিত করতে হবে। এতে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، 'যখন কোন মানুষ তার ভাইকে ভালবাসে, তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালোবাসে'।[১২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَأْتِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ لِلَّهِ، 'যখন তোমাদের কেউ তার সাথীকে ভালবাসে, তখন সে যেন তার বাড়ীতে আসে এবং তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসে'।[১৩]

(১১) উপকার করলে প্রশংসা করা : কোন মুসলিম ভাই উপকার করলে 'তার' শুকরিয়া আদায় করলে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ، 'কাউকে অনুগ্রহ করা হ'লে সে যদি অনুগ্রহকারীকে বলে, 'তোমাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিন' তবে সে উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রশংসা করল'।[১৪]

(১২) ভাল কাজের অছিয়ত করা : মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) তার হাত ধরে বললেন, 'হে মু'আয! আল্লাহ্র শপথ! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর আমি তোমাকে অছিয়ত করছি, হে মু'আয! তুমি প্রত্যেক ছালাতের পরে এ শব্দগুলো বলা ছাড়বে না, اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، 'হে আল্লাহ! তোমার যিকর করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং

৭. *মুসলিম হা/২৫৬৭; মিশকাত হা/৫০০৭।*
৮. *আদাবুল মুফরাদ হা/৪২২১; মিশকাত হা/৫০৯৬; ছহীহাহ হা/৪৫।*
৯. *বুখারী হা/৫৭, ৫২৪; মুসলিম হা/৫৬; মিশকাত হা/৪৯৬৭।*
১০. *মুসলিম হা/৫৬; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৪; মিশকাত হা/৪৯৬৭।*
১১. *মুসলিম হা/২৫৯৩; আবূদাঊদ হা/৮৪০৭; মিশকাত হা/৫০৬৮।*
১২. *আবূদাঊদ হা/৫১২৪; মিশকাত হা/৫০১৬; ছহীহাহ হা/৪১৮।*
১৩. *ছহীহাহ হা/৭৯৭; ছহীহুল জামে' হা/২৮১।*
১৪. *তিরমিযী হা/২০৩৫; মিশকাত হা/৩০২৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৬৮।*

উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর'।[১৫]

(১৩) দো'আ করা : কোন মুসলিম ভাই অপর ভাইয়ের জন্য এই বলে দো'আ করবে, أَحَبَّكَ الَّذِى أَحْبَبْتَنِى لَهُ، 'যাঁর (আল্লাহ্র) ওয়াস্তে তুমি আমাকে ভালবাস, তিনি তোমাকে ভালবাসুন'।[১৬]

(১৪) অন্যের প্রতি দয়াশীল হওয়া : অপরের প্রতি দয়াশীল হ'লে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এজন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 'অতঃপর আল্লাহ্র রহমতে তুমি তাদের জন্য প্রতি নম্র হয়েছিলে। যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন অন্তরসম্পন্ন হ'তে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*। রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، 'আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত কর' *(শু'আরা ২৬/২১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 'মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনত কর' *(হিজর ১৫/৮৮)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মুমিনদেরকে পরস্পরের প্রতি দয়াশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

(১৫) কোন মুমিন মারা গেলে তার জন্য দো'আ করা ও তার জন্য মনে কোন কুটিলতা না রাখা। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ، 'যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু' *(হাশর ৫৯/১০)*।

(১৬) মানুষের নিকটে হাত পাতা বন্ধ করা : সাহল বিন সা'দ আস-সা'দী (রাঃ) বলেন, একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যে আমলটি করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসবে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ازْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيْمَا فِىْ أَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّوْكَ النَّاسُ، 'তুমি দুনিয়া বিমুখ হও তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর মানুষের কাছে যা আছে তা থেকে বিমুখ হও তাহ'লে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে'।[১৭]

(১৭) অন্যের জন্য শুভাকাঙ্খী হওয়া : কোন ব্যক্তির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণ কামনা করলে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ এবং এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। তারা একে অপরের ক্ষতি করা হ'তে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে'।[১৮]

(১৮) অন্যকে নিরাশ না করা : কারো আপদ-বিপদে সাহস জোগালে অতি সহজেই ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। রাসূল (ছাঃ) মু'আয ও আবূ মূসা (রাঃ)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন ও আদেশ দেন যে , يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا، 'লোকদের প্রতি সহজ করবে, কঠোরতা করবে না, তাদেরকে সুখরব দিবে, তাড়িয়ে দিবে না। পরস্পর একমত হবে, মতভেদ করবে না'।[১৯]

(১৯) সংশোধনের জন্য নছীহত করা ও কল্যাণ কামনা করা : কোন ভাইকে সংশোধনের জন্য নছীহত করলে ভাল পথ দেখালে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، '(সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত) তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/৩)*।

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, 'আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বায়'আত গ্রহণ করেছি ছালাত কায়েম করার, যাকাত প্রদান করার এবং সমস্ত মুসলিমের মঙ্গল কামনা করার'।[২০] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ، 'তোমরা উত্তম গুণাবলীর অধিকারী লোকদের পদস্খলন (ছোটখাট ত্রুটি) এড়িয়ে যাও, হদ্দের অপরাধ ব্যতীত'।[২১]

(২০) উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে তার ক্ষতি না করা : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ

১৫. *আবূদাঊদ হা/১৫২২; নাসাঈ হা/১৩০৩; মিশকাত হা/৯৪৯।*
১৬. *আবূদাঊদ হা/১৫২৫; মিশকাত হা/৫০১৭; ছহীহাহ হা/৪১৫।*
১৭. *মুসলিম হা/১৫৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪১০২; ছহীহাহ হা/৯৪৪।*
১৮. *আবূদাঊদ হা/৪৯১৮; মিশকাত হা/৪৯৮৫; ছহীহাহ হা/৯২৬।*
১৯. *বুখারী হা/৩০৩৮, ৪৩৪৪; মুসলিম হা/১৭৩৩; মিশকাত হা/৩৭২৪।*
২০. *বুখারী হা/৫৭, ৫২৪; মুসলিম হা/৫৬; মিশকাত হা/৪৯৬৭।*
২১. *আবূদাঊদ হা/৪৩৭৫; ছহীহাহ হা/৬৩৮; ছহীহুল জামে' হা/১১৮৫।*

وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ ‘এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ এবং এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। তারা একে অপরের ক্ষতি করা হ’তে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে’।[২২] দুনিয়াবী স্বার্থে মানুষ একে অপরের ক্ষতি সাধন করে। ফলে মুমিনদের মধ্যে ভালবাসা কমে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا. ‘তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকে তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদা সম্পন্ন’।[২৩]

ভালবাসা নষ্ট হওয়ার কারণ

মুমিমগণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালবাসবে এটা আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ। কিন্তু প্রার্থিব কিছু স্বার্থ, শয়তানের প্ররোচনা ও অন্তরের কুটিলতাসহ বিভিন্ন করণে এই ভালবাসা নষ্ট হয়। এখানে ভালবাসা নষ্ট হওয়ার কিছু কারণ উল্লেখ করছি।

(১) দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া : আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা নষ্ট হওয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ হ’ল পরস্পর ভালবাসার মধ্যে দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়া থাকা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيْمَا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوْكَ، ‘তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, তাহ’লে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহ’লে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে’।[২৪] আল্লাহ্র জন্য ভালবাসার মধ্যে দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়া ও স্বার্থ চলে আসলে সে ভালবাসা বেশী দিন টিকে না। বরং দুনিয়ার স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে ভালবাসাও শেষ হয়ে যায়।

(২) ছিদ্রান্বেষণ, গীবত, অহেতুক ধারণা করা : কোন মুসলিম ভাই সম্পর্কে খারাপ ধারণা, তার দোষ খুঁজে বের করা, তার পিছনে লেগে থাকা ভালবাসা নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ،

‘হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করবে? তোমরা তো তা অপসন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু’ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা হয় পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে অন্যের দোষ-ত্রুটি খোঁজাখুঁজি করলে, গীবত অথবা অহেতুক ধারণা করলে সে ভালবাসা দিন দিন কমে যায়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. ‘তোমরা ধারণা থেকে বিরত থাকো। ধারণা বড় মিথ্যা। তোমরা দোষ তালাশ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না, বরং তোমরা সবাই আল্লাহ্র বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও’।[২৫] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ، ‘হে সেসব লোক, যারা কেবল মুখেই ঈমান এনেছে, কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমারা মুসলিমদের গীবত করবে না ও দোষ-ত্রুটি তালাশ করবে না। কারণ যারা তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় আল্লাহও তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করলে তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপদস্থ করে ছাড়বেন’।[২৬]

(৩) গোপন কথা প্রকাশ করা : মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা একটি বড় ব্যাপার। আর এতে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, অপর দিকে মুসলিম ভাইয়ে দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করলে ভালবাসা নষ্ট হয়। কয়েকজন একত্র থাকলে একজনকে আলাদা করে অন্য কোন কথা বললে বা পরামর্শ করলে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা কমে যায়। এজন্য কুরআনে এরূপ কাজকে শয়তানের কুমন্ত্রণা বলা হয়েছে। *(মুজাদালা ৫৮/১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُوْنَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ، ‘কোথাও তোমরা তিনজন থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু’জনে কানে-কানে কথা বলবে না। এত তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা পরস্পর মিশে গেলে তবে তা করতে দোষ নেই’।[২৭]

---

২২. *আবূদাঊদ হা/৪৯১৮; মিশকাত হা/৪৯৮৫; ছহীহাহ হা/৯২৬।*
২৩. *বুখারী হা/৬৭, ১৭৩৯; মুসলিম হা/১৬৭৯; মিশকাত হা/২৬৭০।*
২৪. *মুসলিম হা/১৫৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৪১০২; ছহীহাহ হা/৯৪৪।*
২৫. *বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮।*
২৬. *আবূদাঊদ হা/৪৮৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৩৩৯-৪০।*
২৭. *বুখারী হা/৬২৯০; মুসলিম হা/২১৮৪; মিশকাত হা/৪৯৬৫।*

(৪) হিংসা : ভালবাসা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হ'ল হিংসা করা। পারস্পরিক দয়া-মহব্বতের মধ্যেই ভালবাসা গড়ে উঠে। হিংসা সেই ভালবাসাকে ধ্বংস করে দেয়। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ 'তোমাদের আগেকার উম্মতদের রোগ তোমাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। তা হ'ল পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা'।[২৮]

(৫) কারো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে হস্তক্ষেপ করলে : প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রয়েছে। আর সবাই চায় তার এই গোপনীয়তা গোপন থাকুক। কিন্তু কোন মুসলিম যদি অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করে বা গোপন বিষয়ে কাউকে আঘাত করে তাহ'লে পরস্পরের ভালবাসা হ্রাস পাবে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক কথা ও কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ 'কোন ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হ'ল অনর্থক আচরণ পরিত্যাগ করা'।[২৯]

(৬) নিজেকে প্রকাশ করার জন্য বেশী ব্যস্ত থাকা : ভালবাসা নষ্ট হওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ হ'ল অন্যকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা ও নিজেকে অন্যের উপরে প্রাধান্য দেওয়া।

(৭) ভালবাসায় অতিরঞ্জণ না করা : কোন বিষয়েই অতিরিক্ত ভাল নয়। ভালবাসার ক্ষেত্রেও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা একান্ত যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا– 'তোমার বন্ধুর সাথে ভালবাসার আধিক্য প্রদর্শন করবে না। হয়ত সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। তোমার শত্রুর সাথেও শত্রুতার চরম সীমা প্রদর্শন করবে না। হয়ত সে একদিন তোমার বন্ধু হয়ে যাবে'।[৩০]

(৮) ঝগড়া : যে কোন ঝগড়াই মানুষের ভালবাসাকে বিনষ্ট করে। এজন্য ইসলামে ঝগড়াকে এড়িয়ে চলার পরমর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْا آمَنَّا بِالَّذِيْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ– 'আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে এদের ব্যতীত, যারা যুলুম করেছে। আর তোমরা বল, অমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার উপর এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী' *(আনকাবূত ২৯/৪৬)*। আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

انَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ،

'যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করল আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের যিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যিম্মাদার'।[৩১]

---

২৮. *তিরমিযী হা/২৫১০; মিশকাত হা/৫০৩৯; ছহীহাহ হা/৬৮০।*
২৯. *মুসলিম হা/১৫৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬; মিশকাত হা/৪৮৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৯১১।*
৩০. *তিরমিযী হা/১৯৯৭; ছহীহুল জামে' হা/১৭৮।*
৩১. *আবূদাঊদ হা/৪৮০০; ছহীহাহ হা/২৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৪৬৪।*

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬১০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

আলেমে দ্বীনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

*হাফেয আব্দুল মতীন**

ভূমিকা :

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন মানবজাতিকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে যার ধারাবাহিকতা শেষ হয়েছে। অতঃপর যুগের পরম্পরায় নবীগণের উত্তরাধিকার হিসাবে ওলামায়ে কেরাম এ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

দ্বীনী ইলম দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকার হ'ল দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান তথা ঈমান ও তা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ, বিশুদ্ধ ও বাতিল আক্বীদা, তাওহীদ-শিরক, হালাল-হারাম, ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ফরয ইবাদত পালনের নিয়ম-পদ্ধতি সমূহ।[১] যে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[২]

দ্বিতীয় প্রকার ইলম হ'ল দ্বীনের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন। সমাজের কিছু মানুষকে আল্লাহ তা'আলা এ সৌভাগ্য দান করেন। যারা শরী'আতের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন এবং মানব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য উক্ত জ্ঞান বিতরণ করেন। এরূপ আলেমগণ ইহকালে ও পরকালে অসামান্য মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। কারণ তাঁরাই নববী দাওয়াতের প্রকৃত ধারক বা বাহক। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা দেওয়াই তাঁদের মৌলিক দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে যাতে তারা সতর্ক হয়' *(তওবা ৯/১২২)*।

তবে একজন আলেমকে বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'তে হয়। প্রকৃত আলেম তিনি, যিনি আল্লাহ সম্পর্কে, তাঁর প্রেরিত জীবন-বিধান পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখেন। যিনি মানুষের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন। যিনি কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জ্ঞান অর্জন ও তার প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাকেই প্রকৃত আলেম বলা হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে আলেমে দ্বীনের মর্যাদা ও মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

আলেমে দ্বীনের মর্যাদা :

(১) আলেম ও জাহেলের মধ্যে পার্থক্য : ইলম আল্লাহ প্রদত্ত এক অফুরন্ত নে'মত। যা জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 'বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না তার কি সমান?' *(যুমার ৩৯/৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ 'বলুন! অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হ'তে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক হ'তে পারে?' *(রা'দ ১৩/১৬)*।

(২) আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী : নবী-রাসূলগণ মানব সমাজের সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী সর্বোত্তম মানুষ। তাই আলেমদের সবচেয়ে বড় মর্যাদা হ'ল, রাসূল (ছাঃ) তাঁদেরকে নবীগণের উত্তরাধিকারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا، وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، 'আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দীনার বা দিরহামকে উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে যান না। বরং তারা রেখে গেছেন কেবল ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে'।[৩]

(৩) আলেমগণ দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও প্রভূত কল্যাণের অধিকারী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন'।[৪] অতএব মহান আল্লাহ যার কল্যাণ চান, যাকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করতে চান, তাঁকেই কেবল তিনি আলেম হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন।

আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' *(মুজাদালাহ ৫৮/১১)*।

তিনি আরো বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না' *(বাক্বারাহ ২/২৬৯)*।

---

* *পিএইচ.ডি গবেষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া।*

১. *আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ হা/১৬৩।*

২. *রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয' (ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮)।*

৩. *আবূদাঊদ হা/৩১৫৭; ইবনু মাজাহ ২/২২৩; তিরমিযী হা/২৬০৬, সনদ ছহীহ।*

৪. *বুখারী হা/৭১।*

(৪) প্রকৃত আলেমের জন্য জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যায় : আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَاءِ 'যে ব্যক্তি ইলম হাছিলের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। নিশ্চয়ই যারা আলেম তাদের জন্য আসমান ও যমীনে যারা আছে, তারা আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে, এমনকি মাছ সমূহ পানির মধ্যে থেকেও তাদের জন্য দো'আ করে।[৫]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ على مُعَلِّمِ الخَيْرِ حَتَّى حِيْتَانِ الْبَحْرِ 'মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্তও তার জন্য দো'আ করে'।[৬]

(৫) আলেমের মর্যাদা আবেদের চেয়ে বেশী : রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ 'আলেমগণের মর্যাদা আবেদগণের উপরে ঐরূপ, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকাসমূহের উপরে যেরূপ'।[৭]

ক্বাযী আয়ায বলেন, এই তুলনার কারণ এই যে, নক্ষত্রের আলো দ্বারা সে কেবল নিজেই আলোকিত হয়। কিন্তু চাঁদের আলো নিজেকে ছাড়াও অন্যকে আলোকিত করে। অনুরূপভাবে আবেদ তার ইবাদত দ্বারা কেবল নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায়। কিন্তু আলেম তার ইল্ম দ্বারা নিজে যেমন উপকৃত হন, তেমনি অন্যকে উপকৃত করে থাকেন। আলেম উক্ত নূর লাভ করেন রাসূল (ছাঃ) থেকে। যেমন চন্দ্র জ্যোতি লাভ করে থাকে সূর্য থেকে। আর সূর্য কিরণ লাভ করে আল্লাহ থেকে। একইভাবে রাসূল (ছাঃ) 'অহি' লাভ করে থাকেন আল্লাহ থেকে' *(মিরক্বাত)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ 'অধিক ইবাদত করার চেয়ে অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম'।[৮]

আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হ'ল। যাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন তিনি বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ 'আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর। যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর'।[৯]

(৬) ইলম বিতরণকারী আমলকারীর সমপরিমাণ নেকী লাভ করবেন : একজন আলেম লেখনী, শিক্ষাদান বা বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। ফলে যত মানুষ তার মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করবে, নেকীর কাজের দিশা পাবে এবং তদনুযায়ী আমল করে ছওয়াব অর্জন করবে, উক্ত আলেম তাদের সমপরিমাণ নেকী লাভে ধন্য হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ 'যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ছওয়াব পাবে, যে তার উপর আমল করবে। তবে আমলকারীর ছওয়াব থেকে সামান্যতমও কমানো হবে না'।[১০]

এমনকি মৃত্যুর পরেও তিনি উক্ত নেকী লাভ করতে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১. প্রবাহমান দান ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'।[১১]

আলেমে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য :

নিম্নে ওলামায়ে কেরামের উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) আল্লাহভীরু হওয়া : একজন আলেমের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি আল্লাহভীরু হবেন। আল্লাহভীতি ছাড়া পাহাড় পরিমাণ জ্ঞান কোনই কাজে আসবে না। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে মূলতঃ আলেমরাই তাঁকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ الْخَشْيَةُ 'অধিক হাদীছ জানাই প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। বরং প্রকৃত জ্ঞানার্জন হ'ল আল্লাহভীতি অর্জন করা।[১২]

জনৈক আরবী কবি বলেন, لو كان للعلم شرف من دون التقي* لكان أشرف خلق الله إبليس 'যদি তাক্বওয়াবিহীন

---

৫. আবু দাঊদ হা/৩৬৪১, মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়।
৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৫২।
৭. তিরমিযী, আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়।
৮. মিশকাত হা/২৫৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৭, সনদ ছহীহ।
৯. তিরমিযী হা/২৬৮৫; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; ছহীহ তারগীব হা/৮১; মিশকাত হা/২১৩;, সনদ ছহীহ।
১০. ইবনু মাজাহ হা/২৪০, সনদ হাসান।
১১. মুসলিম হা/১৬৩১; আবূদাঊদ হা/২৮৮০; নাসাঈ হা/৩৬৫১; তিরমিযী হা/১৩৭৬।
১২. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, ১৪৭ পৃঃ।

ইলমের কোন মর্যাদা থাকত, তবে ইবলীস আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ'ত।[১৩]

জ্ঞানের অহংকার সবচেয়ে বড় অহংকার। তাই তাক্বওয়া বিহীন ইলম ব্যক্তির আত্মগরিমাকে পরিপুষ্ট করে। ফলে ঐ ইলম তার ক্ষতির কারণ হয়। অন্যদিকে তাক্বওয়াশীল আলেম সর্বদা বিনয়ী হন। ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তারা কখনো সর্বজান্তা ভাব প্রকাশ করেন না। বরং প্রতিটি আমলের ব্যাপারে, প্রতিটি ফৎওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তারা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন। ভুল হয়ে যাওয়ার ভয়ে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন। তাই দেখা যায় যে ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বিশ্ববিশ্রুত ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ৪৮টি প্রশ্ন করা হ'লে ৩২টির জবাবে তিনি বলেন, لاَ أَدْرِيْ 'আমি জানি না'।[১৪]

(২) দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা : আলেমে দ্বীনের দায়িত্ব হ'ল মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের পূর্বে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণ করা। ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন করা' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন।[১৫]

অতএব কোন আমল সম্পাদন বা তার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দানের পূর্বে সেসম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক। অন্যথা সে ব্যাপারে চুপ থাকবে। বরং এসময় চুপ থাকাটাও প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ. فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ لاَ أَعْلَمُ 'যে জানে সে যেন তাই বলে, আর যে জানে না সে যেন বলে, আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। কারণ এটাও একটা জ্ঞান যে, যার যে বিষয় জানা নেই সে বলবে, আমি এ বিষয়ে জানি না।[১৬] ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, مَن قال لاَ أَدْرِيْ فقد أحرز نصفَ العلم 'যে বলবে, আমি জানি না। সে অর্ধেক জ্ঞান অর্জন করল'।[১৭]

(৩) কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তের নিরঙ্কুশ অনুসরণ :

আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا، 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيْنًا– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا– 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*।

আলেমে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছহীহ হাদীছ পেলেই তা গ্রহণ করা। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ، 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, যেনো সেটাই আমার মাযহাব'।[১৮] সাথে সাথে সকল প্রকার যঈফ ও জাল হাদীছ থেকে সর্বোতভাবে দূরে থাকা। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে তার নিজের স্থান জাহান্নামে করে নিল'।[১৯]

এছাড়া সকল প্রকার বিদ'আতী আক্বীদা ও আমল থেকে বিরত থাকা এবং মানুষকে বিশুদ্ধ ইসলামের পথে আহ্বান করা আলেমে দ্বীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৪) নবী-রাসূলগণের দাওয়াতী নীতি অনুসরণ করা : আলেমে দ্বীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল দাওয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের নীতি অনুসরণ করা। নবী-রাসূলগণ মূলতঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিরক বিমুক্ত তাওহীদ বিশ্বাস ও বিদ'আতমুক্ত আমলের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন। আলেমগণ মানুষকে সেদিকেই আহ্বান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ– 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকটে আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে দূরে থাক' *(নাহল ১৬/৩৬)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ 'আর আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি এই অহী ব্যতীত যে, আমি

১৩. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী, ১/১৩।*
১৪. *কুরতুবী, বাক্বারাহ ৩২ আয়াতের তাফসীর দ্র.।*
১৫. *বুখারী পৃঃ ১৬।*
১৬. *বুখারী হা/৪৭৭৪; মুসলিম হা/২৭৯৮; ছহীহ ইবনু হিব্বান ৬৫৮৫।*
১৭. *আবু ওছমান আল-জাহেয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৩১৪।*
১৮. *ইবনু আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার ১/১৬৭।*
১৯. *বুখারী হা/৬১৯৭; মুসলিম হা/৩; মিশকাত হা/১৯৮।*

ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/৮২৫)*।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণকালে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, 'তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকটে যাচ্ছ। সুতরাং প্রথমে তাদেরকে এই সাক্ষ্য প্রদানের দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল। যদি তারা তোমার এ দাওয়াত মেনে নেয় তাহ'লে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার একথাও মেনে নেয়, তখন তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হ'তে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে'।[২০]

(৫) সালাফে ছালেহীনের পদাংক অনুসরণ করা : দ্বীনী বিধি-বিধান সাব্যস্তের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামকে সালাফগণের অনুসরণ করতে হবে। তথা শারঈ কোন বিষয়ে জানা ও বোঝার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সামনে রাখার সাথে সাথে ছাহাবায়ে কেরাম কিভাবে সেটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং কিভাবে বুঝেছেন তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ থেকে বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে সালাফদের মানহাজকে সামনে রাখতে হবে। এটাই শরী'আত গবেষণার মূলনীতি। এ নীতির ব্যত্যয় ঘটলে সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে।

কারণ ছাহাবায়ে কেরাম শারঈ বিধি-বিধান সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে গ্রহণ করেছেন, যথাযথভাবে অনুধাবন করেছেন এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছেন। তারাই রাসূল (ছাঃ)-এর পর উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, خَيْرُ أُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ 'আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ হ'ল আমার যুগের লোক (অর্থাৎ ছাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবেঈগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবে তাবেঈন)।[২১]

(৬) ইখলাছ বজায় রাখা : আলেম দ্বীনের সকল কর্ম সকল ইবাদত হবে ইখলাছপূর্ণ। কারণ ইখলাছবিহীন কোন আমল আল্লাহ কবুল করেন না। আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ، 'বল, আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আল্লাহ্র ইবাদত করি একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সহকারে' *(যুমার ৩৯/১১)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার জন্য একনিষ্ঠভাবে সম্পাদিত ও তার সন্তুষ্টি কামনায় নিবেদিত আমল বৈ কবুল করেন না'।[২২]

অতএব দ্বীনী ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে পূর্ণ ইখলাছ বজায় রাখা আবশ্যক। কেউ যদি দুনিয়াবী কোন স্বার্থসিদ্ধি বা সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের জন্য ইলম অন্বেষণ করে, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ، 'যে ব্যক্তি আলেমদের উপর গৌরব করার জন্য অথবা মূর্খদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার জন্য অথবা মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য, জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন'।[২৩]

তিনি বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে ইলম বা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কেউ সে জ্ঞান পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের অভিপ্রায়ে অর্জন করলে ক্বিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[২৪]

(৭) ইলম অনুযায়ী আমল করা : ইলম অনুযায়ী আমল করা একজন আলেমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ তারা মানুষকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করেন এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করেন। এক্ষণে তারা যদি নিজেরাই তা পালন না করেন, তবে তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হ'তে পারে তা রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। যেখানে তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন জনৈক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়ী-ভূড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন সে ঐ নাড়ী-ভূড়ির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা ঘানির চারদিকে ঘুরে থাকে। এ অবস্থা দেখে জাহান্নামবাসীরা তার চার পাশে জড়ো হবে ও তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে অমুক! তোমার এ কি অবস্থা? তুমি না সর্বদা আমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? তখন লোকটি জবাবে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু আমি নিজেই সে কাজ করতাম'।[২৫]

সাহল ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, যখন কোন মুমিন তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, তখন তার ইলম তাকে তাক্বওয়া ও

---

২০. *বুখারী হা/১৪৫৮; মুসলিম হা/১৯।*
২১. *বুখারী হা/৩৬৫০; মুসলিম হা/২৫৩৩।*
২২. *নাসাঈ হা/৩১৪০।*
২৩. *তিরমিযী হা/২৬৫৪; ছহীহুল জামে' হা/১০৬; মিশকাত হা/২২৫।*
২৪. *আহমাদ ৮২৫২; আবূদাঊদ হা/৩৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/২৫২; ছহীহ তারগীব হা/১০৫; মিশকাত হা/২২৬।*
২৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯, 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ।*

পরহেযগারিতার দিকে পথ প্রদর্শন করবে। আর যখন সে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে, তখন তার অন্তর আল্লাহ রাববুল আলামীনের সাথে যুক্ত হবে।[২৬]

(৮) হকের উপর অবিচল থাকা : আল্লাহ বলেন, الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 'সত্য কেবল তোমার পালনকর্তার পক্ষ হ'তে আসে। অতএব তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/৬০)*। আলেমে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য হ'ল হকের উপর অটল থাকা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ 'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[২৭]

(৯) উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : আলেমগণ সর্বসাধারণের জন্য আদর্শ মানুষ হিসাবে গণ্য হন। তাই একজন আলেমের জন্য উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সেকারণ আল্লাহ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম'।[২৮]

আলেমদের কখনোই কর্কশভাষী, অশ্লীলভাষী, বদমেজাজী হওয়া চলবে না। সেকারণ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ 'আপনি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার সংসর্গ হ'তে দূরে সরে যেত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে আমলটি রাখা হবে তা হ'ল উত্তম চরিত্র। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন'।[২৯]

জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, আমাকে নছীহত করুন। তিনি বললেন, لاَ تَغْضَبْ 'তুমি রাগ কর না'। তিনি কয়েকবার একথাটি বললেন'।[৩০]

(১০) সহনশীল হওয়া : ওলামায়ে দ্বীনকে অবশ্যই ধৈর্যশীল, সহনশীল ও ঠাণ্ডা মাথার অধিকারী হ'তে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) আব্দুল কায়েস গোত্রের নেতা, আশাজ্জ মুনযির ইবনু আয়েযকে বললেন, إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ 'তোমাদের মধ্যে এমন দু'টি ভাল গুণ রয়েছে, যাকে আল্লাহ পসন্দ করেন। তা হ'ল সহনশীলতা ও ধীর-স্থিরতা'।[৩১]

(১১) লজ্জাশীল ও নম্র হওয়া : ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِى إِلاَّ بِخَيْرٍ 'লজ্জা কল্যাণ বৈ কিছুই আনয়ন করে না'। তিনি বলেন, مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ 'যাকে কোমলতা ও নম্রতা হ'তে বঞ্চিত করা হয়, তাকে যাবতীয় কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত করা হয়'।[৩২]

(১২) নিজের বিরুদ্ধে হ'লেও সর্বদা হক কথা বলা :

আলেমগণ সর্বদা হকের পথের দিশারী হবেন। যেমন কোন বক্তব্য বা ফৎওয়া প্রদানের পর পরবর্তীতে যদি তা ভুল প্রমাণিত হয়, তবে তা থেকে ফিরে আসা এবং ভুল স্বীকার করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান একজন আলেমের জন্য আবশ্যক। এক্ষেত্রে নিজের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখার জন্য ইলম গোপন করা, জেনেশুনে ভুল ফৎওয়া প্রদান করা চরম অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ 'কাউকে তার জ্ঞাত কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে যদি সে তা গোপন রাখে, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৩৩]

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, আলেমগণ দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাদের মাধ্যমেই মানব সমাজ ঐশী হেদায়াতের আলোয় আলোকিত হয়ে থাকে। সেকারণ একজন আলেমের জন্য প্রবন্ধে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করা আবশ্যক। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণপূর্বক তোমার দ্বীন সঠিকভাবে বুঝার, তা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করার এবং তার প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তাওফীক্ব দান কর এবং আলেমে দ্বীন হিসাবে কবুল কর- আমীন!

---

২৬. *হিলয়াতুল আউলিয়া ১০/২০৫।*
২৭. *মুসলিম হা/১৯২০।*
২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; বুখারী হা/৩৫৫৯; মিশকাত হা/৫০৭৫।*
২৯. *তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৫০৮১।*
৩০. *বুখারী হা/৬১১৬।*
৩১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৫৪।*
৩২. *মুসলিম হা/২৫৯২; মিশকাত হা/৫০৬৯।*
৩৩. *আহমাদ ২/৭৮৮৩; আবূদাঊদ ২/৩৬৫৮; তিরমিযী ২/২৬৪৯; ছহীহুল জামে' ৬২৮৪; মিশকাত হা/২২৩।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

ইসলামের দৃষ্টিতে মজুদদারী

*ড. নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অন্তঃসারশূন্য ও বরবাদ করার জন্য যত প্রকার অর্থনৈতিক দুর্নীতি আছে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল মজুদদারী। মজুদদারির প্রভাবে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হয়। এতে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের ওঠে নাভিশ্বাস। তাই ইসলামে মজুদদারী হারাম। এতদসত্ত্বেও বাজারের স্বাভাবিক গতিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টিকারী এহেন দুষ্কর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইতো আধুনিক অর্থনীতি গবেষক ড. আহমাদ আরাফাহ বলেন, ولقد أصبح الاحتكار ركيزة من ركائز النظام الرأسمالي الحديث، وسمة من سمات التعامل الاقتصادي في معظم الشركات، رغم أنه يحمل في طياته بذور الهلاك والدمار لما يسببه في ظلم وعنت وغلاء وبلاء، ولما فيه من إهدار لحرية التجارة والصناعة، وسد لمنافذ العمل وأبواب الرزق أمام غير المحتكرين. 'মজুদদারী আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি এবং অধিকাংশ কোম্পানীতে অর্থনৈতিক লেনদেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। অথচ এটি তার অভ্যন্তরে ধ্বংস ও বিনাশের বীজ বহন করে। কারণ এটি যুলুম, অন্যায়, মূল্যবৃদ্ধি ও বালা-মুছীবতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এতে ব্যবসা ও শিল্পের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় এবং মজুদদার নন এমন ব্যক্তিদের সামনে কর্মক্ষেত্র ও জীবন-জীবিকার দারসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়'।[১]

মজুদদারির সংজ্ঞা :

আভিধানিক অর্থ : মজুদদারির আরবী প্রতিশব্দ 'আল-ইহতিকার' (اَلْاِحْتِكَارُ) বা 'আল-হুকরাহ' (اَلْحُكْرَةُ)।[২] মূলত اَلْحُكْرَةُ ও اَلْحُكْرُ হল إسم বা বিশেষ্য এবং احتكار বাবে افتعال -এর মাছদার বা ক্রিয়ামূল।[৩]

প্রথম আরবী অভিধান রচয়িতা খলীল ইবনু আহমাদ আল-ফারাহীদী বলেন, اَلحَكْرُ: ما احتَكَرْتَ من طَعامٍ ونحوِه ممّا يُؤكَلُ، ومعناه: الجمعُ، والفعل: احتَكَر وصاحبه مُحتَكِرٌ ينتظر باحتباسه الغلاء– 'খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যজাত অন্যান্য জিনিস মজুদ করাকে মজুদদারী বলে। এর অর্থ: জমা করা। এর ক্রিয়া اِحْتَكَرَ আর যে মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্যদ্রব্য জমা করে রাখে তাকে مُحتَكِرٌ বা মজুদদার বলে'।[৪]

আল-জাওহারী বলেন, اِحْتِكارُ الطعام: جَمْعه وحَبْسه يُتَرَبَّصُ به الغلاءُ– وهو الحُكْرَةُ بالضم 'খাদ্যদ্রব্য মজুদকরণ হ'ল, মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্য জমা করা ও আটকে রাখা। এটাই হল মজুদদারী'।[৫]

ইবনু ফারিস বলেন,

(حَكَرَ) الْحَاءُ وَالْكَافُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْحَبْسُ. وَالْحُكْرَةُ: حَبْسُ الطَّعَامِ مُنْتَظِرًا لِغَلَائِهِ، وَهُوَ الْحُكْرُ، وَأَصْلُهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْحَكَرُ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ، كَأَنَّهُ احْتُكِرَ لِقِلَّتِهِ–

'(حَكَرَ) হা, কাফ ও রা মূল অক্ষর। অর্থ : আটকে রাখা। মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্যদ্রব্য আটকে রাখাকে اَلْحُكْرَة বা মজুদদারী বলে। এটাই হল اَلْحُكْر। আরবদের বাকরীতিতে এর মূল হল اَلْحَكَر অর্থাৎ জমে থাকা পানি। যেন পানির স্বল্পতার দরুণ তা আটকে গেছে'।[৬]

ইবনু মানযূর বলেন, الحَكْرُ: ادِّخارُ الطَّعامِ للتَّرَبُّصِ، وصاحبُه مُحْتَكِرٌ 'মূল্যবৃদ্ধির প্রতীক্ষায় খাদ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখা হ'ল মজুদদারী। আর যে মজুদ করে রাখে তাকে مُحْتَكِرٌ বা মজুদদার বলে'।[৭]

মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী বলেন,

اَلحَكْرُ: الظُّلْمُ، وإساءَةُ المعاشَرَةِ... وبالتحريك:ما احْتُكِرَ، أي احْتُبِسَ انْتِظاراً لِغَلائِهِ–

'اَلحَكَر অর্থ : অত্যাচার ও খারাপ আচরণ। আর কাফ বর্ণে যবর অর্থাৎ اَلْحَكَرُ হ'ল মূল্যবৃদ্ধির অপেক্ষায় যা মজুদ করে রাখা হয়'।[৮]

আল-আযহারী বলেন, اَلحَكْر: الظُّلْمُ والتَّنَقُّصُ وسُوء العِشْرَة. يُقَالُ: فُلَانٌ يَحْكِرُ فُلَانًا إِذا أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَشَقَّة ومَضَرَّة فِي

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. https://www.aliqtisadalislami.net/–موقف–الشريعة–الإسلامية–من–الاحتكار–وا/

২. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (রিয়াদ: দারুস সালাম, ১৪২১হি:/২০০০ খ্রি:) ৪/৪৩৯; শরীফ আলী বিন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত (দেওবন্দ: মাকতাবা ফাকীহুল উম্মাহ, তাবি), পৃ: ১৩।

৩. লিসানুল আরাব ৪/২০৮; তাজুল আরূস ১১/৭২ প্রভৃতি।

৪. আল-আইন ৩/৬২।

৫. আছ-ছিহাহ ২/৬৩৫।

৬. মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ ২/৯২।

৭. লিসানুল আরাব ৪/২০৮।

৮. আল-ক্বামূসুল মুহীত ১/৩৭৮।

مُعاشَرَته ومُعايَشَته، 'আল-হাকর অর্থ: যুলুম, হ্রাস করা ও মন্দ আচরণ। জীবন-জীবিকা ও আচরণগত দিক থেকে কেউ কাউকে কষ্ট প্রদান ও ক্ষতিগ্রস্ত করলে বলা হয়, فُلَانٌ يَحْكِرُ فُلَانًا।[৯] ইবনু শুমাইল বলেন, إنَّهم لَيَتَحَكَّرُون فِي بَيْعهم: ينظُرون ويَتَرَبَّصُون– 'তারা তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে মজুদদারী করে অর্থাৎ তারা মূল্যবৃদ্ধির প্রতীক্ষায় থাকে'।[১০]

পারিভাষিক অর্থ : الاحتكار বা মজুদদারির পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, إِمْسَاكُ الطَّعَامِ عَنِ البيع وانتظارُ الغلاءِ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ– 'নিজের প্রয়োজন মুক্ত থাকা ও জনগণের প্রয়োজন সত্ত্বেও মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা থেকে বিরত থাকাকে মজুদদারী বলে'।[১১] ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ؟ قَالَ مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ: أَيْ: حَيَاتُهُمْ وَقُوتُهُمْ، 'আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন জিনিস গুদামজাত করা নিষেধ? তিনি বললেন, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস। অর্থাৎ যাতে মানুষের জীবন ও জীবিকা (খাদ্য) রয়েছে'। ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ؛ أَيْ: يَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلتَّرَدُّدِ إِلَى الْأَسْوَاقِ لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا الطَّعَامَ الَّذِي يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِيَحْتَكِرَهُ — 'যে ব্যক্তি (কোন জিনিস) বাজারজাত করার পথে প্রতিবন্ধক হয় সেই মজুদদার। অর্থাৎ বাজারে বাজারে ঘুরে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য মজুদকরণের উদ্দেশ্যে ক্রয় করার কাজে যে নিজেকে নিয়োজিত করে তাকে মজুদদার বলে'।[১২]

মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত তায়বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রফেসর ড. মাহমূদ আবূ যায়েদ আছ-ছূছূ বলেন, الاحتكار هو إمساك ما اشتراه التاجر وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة 'দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময় ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রি করা থেকে বিরত থাকা, যাতে মানুষের তীব্র প্রয়োজনের সময় সে ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে তা বিক্রি করতে পারে'।[১৩]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম বলেন, الاحتكار: هو جمع السلعة أياً كانت، سواء كانت من المطعومات، أو الملبوسات، أو أدوات منزلية، أو أي نوع من الأنواع، جمعه واحتكره لنفسه وسكت عليه، 'যেকোন পণ্য জমা করাকে মজুদদারী বলে। চাই সেটা খাদ্যদ্রব্য হোক, পোষাক-পরিচ্ছদ হোক বা গার্হস্থ্য জিনিসপত্র হোক অথবা যে কোন প্রকারের জিনিস হোক। সে সেটা সংগ্রহ করে নিজের জন্য মজুদ করে রেখেছে এবং (বিক্রি না করে) চুপ থেকেছে'।[১৪]

আধুনিক গবেষক আহমাদ হিলমী সায়ফ আন-নাছর বলেন, الاحتكار اصطلاحا هو حبس ما يحتاج إليه الناس، سواء كان طعاما أو غيره، مما يكون في احتباسه إضرار بالناس 'পরিভাষায় মজুদদারী হ'ল, মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস আটকে রাখা। সেটা খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু। যা আটকে রাখলে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়'।[১৫]

মজুদদারের প্রকারভেদ :

মজুদদার দুই প্রকার। ১. যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতীক্ষায় থাকে না। বরং বাজারে পণ্যের মূল্য সস্তা ও পণ্যদ্রব্য পর্যাপ্ত দেখে নিজের জন্য তা কিনে জমা করে রাখে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম বলেন, وهذا لا يسمى محتكراً، بل يسمى خازن خزن لنفسه، ويجوز للإنسان أن يخزن لنفسه ما يكفي بيته سنة– 'এরূপ ব্যক্তিকে মজুদদার বলে না। বরং তাকে সঞ্চিতকারী/গুদামজাতকারী বলা হয়। সে নিজের জন্য জমা করে রেখেছে। আর মানুষের জন্য তার বাড়ীর এক বছরের প্রয়োজনীয় জিনিস জমা করে রাখা জায়েয'।

২. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় যে জিনিসপত্র মজুদ করে রাখে এবং মানুষের প্রয়োজন যখন তীব্র হয় তখন সে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রি করে। এই দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিই প্রকৃত মজুদদার। হাদীছে এরূপ মজুদদারকেই পাপী বা অপরাধী বলা হয়েছে।[১৬]

মজুদদারির বিধান :

মজুদদারির বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে দুই ধরনের মত রয়েছে।

প্রথম মত : মজুদদারী হারাম। মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী সহ অধিকাংশ ফকীহ্র মত এটি। এরা কুরআন, সুন্নাহ, আছার ও যুক্তি দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

---

৯. *তাহযীবুল লুগাহ ৪/৬০।*
১০. *তাজুল আরূস ১১/৭১।*
১১. *ফাতহুল বারী ৪/৪৪০।*
১২. *আবূদাঊদ হা/৩৪৪৭; ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওতার (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪২০ হি:/২০০০ খ্রি:), ৩/৬০৫।*
১৩. *http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/83366ca9-8f8b-4c54-a483-1463f1ab137d*
১৪. *আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম, শারহু বুলূগিল মারাম, মাকতাবা শামেলাহ দ্র.।*
১৫. *http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/645ea360-5b5f-42ac-ae5c-261cc1dd2d63*
১৬. *শায়খ আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম, শারহু বুলূগিল মারাম, মাকতাবা শামেলা দ্র.।*

প্রথমত : কুরআনের দলীল

মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ– ‘বস্তুতঃ যে ব্যক্তি সেখানে (হারামে) অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে, আমরা তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো’ *(হজ্জ ২২/২৫)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ قَالَ: الْمُحْتَكِرُ بِمَكَّةَ. وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ– ‘হাবীব বিন আবু ছাবিত যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে হারামে ধর্মদ্রোহী কাজ করতে চাইবে’ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘মক্কায় পণ্য মজুদকারী ব্যক্তি’। আরো অনেকে এরূপ বলেছেন’।[১৭] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, الاحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم ‘মক্কায় মজুদদারী হারামে ধর্মদ্রোহী কাজের অন্তর্ভুক্ত’।[১৮] ওমর (রাঃ) বলেন, لَا تَحْتَكِرُوا الطَّعَامَ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ إِلْحَادٌ، ‘তোমরা মক্কায় খাদ্যদ্রব্য মজুদ করো না। কেননা তা ধর্মদ্রোহী কাজ’।[১৯]

মুহাম্মাদ সাইয়িদ তানতাবী বলেছেন, ويدخل تحت هذا التهديد كل ميل عن الحق إلى الباطل، أو عن الخير إلى الشر كالاحتكار، والغش– ‘হক থেকে বাতিলের দিকে প্রত্যেক প্রবণতা অথবা কল্যাণ থেকে অকল্যাণের দিকে যাবতীয় ঝোঁক যেমন মজুদদারী ও প্রতারণা এই ধমকির অন্তর্ভুক্ত হবে’।[২০]

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীরে আবুদাঊদের একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে, احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِى الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ ‘হারাম এলাকায় খাদ্যপণ্য গুদামজাত করে রাখা ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর’।[২১]

ইমাম গাযালী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, إن الاحتكار من الظلم وداخل تحته في الوعيد ‘মজুদদারী যুলুমের অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত আয়াতের ধমকির অন্তর্ভুক্ত’।[২২]

ইমাম গাযালীর মতটি القول الراجح বা অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত। কারণ আয়াতের ভাব ‘আম বা ব্যাপক এবং যে ব্যক্তি হারাম কাজ করতে চাইবে সে নিষেধের আওতায় পড়বে। আর নিঃসন্দেহে মজুদদারী এই ব্যাপকতার আওতাভুক্ত। যদি বলা হয়, মজুদদারির প্রতি নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত অন্য কারণে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তাহ’লে এর জবাবে বলা হবে, إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ‘শব্দের ব্যাপকতাই বিবেচ্য, নির্দিষ্ট কারণ নয়’।[২৩] তাছাড়া মজুদদারী যেহেতু এক প্রকার যুলুম, সেহেতু কুরআনের যেসব আয়াতে যুলুম হারাম করা হয়েছে সাধারণভাবে সেগুলি দ্বারাও মজুদদারী হারাম হওয়ার দলীল গ্রহণ করা যাবে।[২৪]

দ্বিতীয়ত : হাদীছের দলীল

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ ‘শুধুমাত্র পাপী ব্যক্তিই মজুদদারী করে থাকে’।[২৫]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْخَاطِئُ بِالْهَمْزِ هُوَ الْعَاصِي الْآثِمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ ‘ভাষাবিদরা বলেছেন, الْخَاطِئُ হল অবাধ্য ও পাপী। আর মজুদদারী হারাম হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীছটি দ্ব্যর্থহীন’।[২৬]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْمُحْتَكِرَ خَاطِئٌ كَافٍ فِي إِفَادَةِ عَدَمِ الْجَوَازِ، لِأَنَّ الْخَاطِئَ الْمُذْنِبُ الْعَاصِيْ ‘মজুদদার পাপী হওয়ার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাই তা জায়েয না হওয়ার ফায়েদা দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কারণ পাপী ও অবাধ্য ব্যক্তিই হল الْخَاطِئ।[২৭]

আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম বলেন, ولكن المحتكر الخاطئ الذي يتعمد جمع الصنف ويرى بالناس حاجة فلا يبرزه، إمعاناً في حاجتهم، وطلباً في زيادة السعر، فهذا هو الخاطئ، وهذا هو الذي من حق الحاكم أن يتدخل في أمره– ‘কিন্তু পাপী মজুদদার হ’ল ঐ ব্যক্তি, যে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য মজুদ করে এবং মানুষের প্রয়োজন লক্ষ্য করেও তাদের প্রয়োজন তীব্র হওয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অধিক মূল্য পাওয়ার আশায় তা বিক্রির জন্য তাদের কাছে পেশ করে না। এরূপ মজুদদার পাপী। এমন মজুদদারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা শাসকের কর্তব্য’।[২৮]

---

১৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৫/৪২৩, হজ্জ ২৫ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
১৮. *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ১/২৪৩।*
১৯. *আল-মাওছিলী। আল-ইখতিয়ার লি-তা'লীলিল মুখতার ৪/১৬০।*
২০. *মুহাম্মাদ সাইয়িদ তানতাবী, আত-তাফসীর আল-ওয়াসীত ১/২৯৬১।*
২১. *আবুদাঊদ, হা/২০২০, হাদীছ যঈফ; তাফসীরে কুরতুবী, হজ্জ ২৫ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
২২. *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৭৩।*
২৩. *https://www.aliqtisadalislami.net / موقف-الشريعة-الإسلامية- الاحتكار-وا من-।*
২৪. *http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/645ea360-5b5f-42ac-ae5c-261cc1dd2d63*
২৫. *মুসলিম হা/১৬০৫।*
২৬. *ইমাম নববী, আল-মিনহাজ শারহু ছহীহ মুসলিম (বৈরূত: দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৭ হি:/১৯৮৭খ্রি:), ১১/৪৩।*
২৭. *নায়লুল আওতার ৩/৬০৪।*
২৮. *আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম, শারহু বুলূগিল মারাম, মাকতাবা শামেলাহ দ্র.।*

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ ‘যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মজুদদারী করবে, সে পাপী।[২৯] উল্লেখিত হাদীছ দু’টিতে পাপী বা অপরাধী কথাটিকে হালকাভাবে নেয়ার কোন অবকাশ নেই। কারণ কুরআন মাজীদে ফেরাঊন, হামান প্রমুখ বড় বড় কাফেরদের সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ‘নিশ্চয়ই ফেরাঊন, হামান ও তাদের সেনাবাহিনী ছিল অপরাধী’ *(ক্বাছাছ ২৮/৮)*।[৩০]

৩. হযরত মা‘কিল বিন ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন রোগাক্রান্ত হলেন তখন উমাইয়া গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি তাঁকে বললেন, হে মা‘কিল, আপনি কি জানেন, আমি কোন হারাম রক্তপাত করেছি? তিনি বললেন, আমি জানি না। ওবায়দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমি মুসলমানদের পণ্যমূল্যের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করেছি? তিনি বললেন, আমি জানি না। অতঃপর মা‘কিল লোকদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে বসিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বসিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, হে ওবায়দুল্লাহ! শুনুন, আমি আপনাকে একটি হাদীছ শোনাচ্ছি, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কাছ থেকে আমি মাত্র এক-দুইবার শুনিনি। তিনি বলেছেন, مَنْ دَخَلَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘মুসলিম জনগণের জন্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি কেউ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে, তাহলে আল্লাহ তা‘আলার অধিকার হ’ল তিনি ক্বিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নামের একটি বড় স্থানে আগুনের উপর বসাবেন’।[৩১]

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল যে, যে মজুদদারী করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। হারাম কাজ করার কারণেই তার এরূপ শাস্তি হবে। অতএব মজুদদারী হারাম।

৪. নবী (ছাঃ) বলেন, اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ ‘পণ্য আমদানীকারক রিযিকিপ্রাপ্ত আর মজুদদার অভিশপ্ত’।[৩২] এর কারণ হ’ল ব্যবসায়ী দু’ভাবে লাভ করে। এক. অধিক মূল্যে বিক্রি করার আশায় সে পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে। এদিকে মানুষ পণ্য খুঁজবে কিন্তু পাবে না। তখন খুবই প্রয়োজন এমন ব্যক্তি পণ্য কেনার জন্য বাজারে আসবে এবং যে মূল্যই তার কাছে দাবী করা হবে তা দিয়েই সে তা ক্রয় করতে বাধ্য হবে। যদিও মূল্য অনেক চড়া হয় এবং সীমা ছাড়িয়ে যায়।

দুই. ব্যবসায়ী পণ্য বাজারে নিয়ে আসবে এবং অল্প-স্বল্প মুনাফা নিয়েই তা বিক্রয় করে দেবে। পরে এ মূলধন দিয়ে সে আরো অন্যান্য পণ্য কিনে নিয়ে আসবে। তাতেও সে মুনাফা পাবে। এভাবে তার ব্যবসা চলতে থাকবে ও পণ্যদ্রব্য বেশী কাটতি ও বিক্রয় হওয়ার ফলে অল্প অল্প করে মুনাফা করতে থাকবে। মুনাফা লাভের এই নীতি ও পদ্ধতিই সমাজের জন্য অধিক কল্যাণকর। এতে বরকত বাড়ে এবং এরূপ ব্যবসায়ী রিযিক প্রাপ্ত হয়।[৩৩]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, وَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا لِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاحْتِكَارِ وَلَوْ فُرِضَ عَدَمُ ثُبُوتِ شَيْءٍ مِنْهَا فِي الصَّحِيحِ، فَكَيْفَ وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ الْمَذْكُورُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ‘নিঃসন্দেহে বাবের হাদীছগুলি সামষ্টিকভাবে মজুদদারী জায়েয না হওয়ার দলীলের যোগ্য। যদি ধরে নেয়া হয় যে, এর কোনটিই ছহীহ প্রমাণিত নয় তাহলে ছহীহ মুসলিমে উল্লেখিত মা‘মারের হাদীছের ব্যাপারে কি বলা হবে’।[৩৪]

তৃতীয়ত : আছার থেকে দলীল

১. ওমর (রাঃ) বলেন, لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا ‘আমাদের বাজারে কেউ মজুদদারী করবে না’।[৩৫]

২. ওছমান (রাঃ) মজুদদারী থেকে নিষেধ করতেন।[৩৬]

৩. আলী (রাঃ) বলেন, من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه ‘যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্য মজুদ করে রাখবে, তার অন্তর কঠোর হয়ে যাবে’।[৩৭]

এই আছারগুলো মজুদদারী হারাম হওয়া, তা নিষেধ ও জায়েয না হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল। আর النهى বা নিষেধ হারামের ফায়েদা দেয়। যতক্ষণ না এমন কোন قرينة বা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, যা হারাম ব্যতীত অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর এমন কোন ইঙ্গিতও নেই। অতএব প্রমাণিত হ’ল যে, মজুদদারী হারাম।

চতুর্থত : যুক্তির দলীল

১. মজুদদারী হারাম হওয়ার কারণ হ’ল, এর সাথে সাধারণ মানুষের হক জড়িত রয়েছে। কাজেই পণ্য বিক্রি থেকে বিরত থাকলে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে এবং তারা কষ্টের সম্মুখীন হবে। এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত তো হবেই।

---

২৯. *সিলসিলা ছহীহা হা/৩৩৬২।*
৩০. *ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল-ইসলাম, পৃঃ ২২৪।*
৩১. *আহমাদ, হা/১৯৪২৬, শু‘আইব আরনাঊত বলেছেন, إسناده جيد ‘এর সনদ উত্তম’; আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, পৃ: ২২৫।*
৩২. *ইবনু মাজাহ হা/২১৫৩, হাদীছ যঈফ; মিশকাত হা/২৮৯৩।*
৩৩. *আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, পৃ: ২২৪-২২৫।*
৩৪. *নায়লুল আওতার ৩/৬০৪।*
৩৫. *মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/২৩৯৮।*
৩৬. *ঐ, হা/২৪০০ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْحُكْرَةِ*
৩৭. *ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ২/৭২।*

২. মানুষের প্রয়োজনের সময় তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা যুলুম ও হারাম।[৩৮] ইমাম কাসানী বলেন,

وَلِأَنَّ الاحْتِكَارَ مِنْ بَابِ الظُّلْمِ مَا بِيعَ فِي الْمِصْرِ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَامَّةِ فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي عَنْ بَيْعِهِ عِنْدَ شِدَّةِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ فَقَدْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ وَمَنْعُ الْحَقِّ عَنْ الْمُسْتَحِقِّ ظُلْمٌ وَأَنَّهُ حَرَامٌ وَقَلِيلُ مُدَّةِ الْحَبْسِ وَكَثِيرُهَا سَوَاءٌ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ لِتَحَقُّقِ الظُّلْمِ.

‘কারণ মজুদদারী যুলুমের অন্তর্ভুক্ত। শহরে-নগরে যা বিক্রি করা হয়েছে তার সাথে সাধারণ মানুষের হক জড়িত রয়েছে। সুতরাং মানুষের তীব্র প্রয়োজনীয়তার সময়ও ক্রেতা যখন পণ্য ক্রয় করা থেকে বিরত থাকবে, তখন বিক্রেতা তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। আর হকদারকে তার হক থেকে বঞ্চিত করা যুলুম ও হারাম। যুলুম নিশ্চিত হওয়ার কারণে মজুদদারী হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে পণ্য মজুদের সময়সীমার কম ও বেশী উভয়ই সমান’।[৩৯]

দ্বিতীয় মত : মজুদদারী মাকরূহ। অধিকাংশ হানাফী ও কতিপয় শাফেঈর মত এটি। তাদের দলীল হ’ল:

১. সনদ ও দলীলের দিক থেকে মজুদদারির বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলির স্বল্পতা। যেগুলি দ্বারা শক্তিশালীভাবে হারাম সাব্যস্ত হয় না। অনুরূপভাবে এগুলি হারাম হওয়ার দলীলের উপযুক্তও নয়।

এর জবাবে বলা যায়, হানাফীদের মতে সাধারণভাবে মাকরূহ দ্বারা মাকরূহে তাহরীমী উদ্দেশ্য। তাদের মতে মাকরূহ কাজ হারাম। হারাম কাজ সম্পাদনকারীর ন্যায় মাকরূহ কাজ সম্পাদনকারীও শাস্তির যোগ্য।

২. মানুষ তাদের সম্পদের উপর কর্তৃত্বশীল। তাদের কর্তৃত্ব হারাম করা হ’লে তা তাদের জন্য প্রতিবন্ধক হবে।

এর জবাবে বলা যায়, সাধারণভাবে সম্পদের মালিক তার মালিকানার ব্যাপারে স্বাধীন। যতক্ষণ না অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া নিজের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কারো স্বেচ্ছাচারিতা চলবে না। বরং তার অধিকার সামষ্টিক কল্যাণের সাথে শর্তযুক্ত থাকবে।[৪০]

অগ্রাধিকারযোগ্য মত :

অধিকাংশ ফকীহর মতামতই অগ্রাধিকারযোগ্য। অর্থাৎ মজুদদারী হারাম।

মজুদদারী হারাম হওয়ার হিকমত :

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الاحْتِكَارِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ كَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ واضطر الناس إليه و لم يجدوا غيره أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ – ‘মজুদদারী হারাম হওয়ার হিকমত হ’ল জনসাধারণকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। যেমন আলেমগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যদি কারো কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য থাকে এবং মানুষ নিরূপায় হয়ে যায় এবং সেই খাদ্য ব্যতীত অন্য কিছু না পায়, তাহ’লে মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য তাকে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে’।[৪১]

সাইয়িদ সাবিক বলেন, والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس. ‘শরী‘আত প্রণেতা মজুদদারীকে হারাম করেছেন এবং এ থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে রয়েছে লোভ-লালসা, অসততা ও মানুষকে কষ্ট দেয়া’।[৪২]

ড. আমীন মোস্তফা আব্দুল্লাহ বলেন, وهو أمر لا تقره الشريعة الإسلامية، لأنه استغلال ضائقة وإحداث أزمات لرفع الأسعار وإضرار حالات الناس، واضطراب الأسواق مما يحدث بلبلة فى المجتمع الإسلامى– ‘মজুদদারী এমন একটি বিষয়, ইসলামী শরী‘আত যার স্বীকৃতি দেয় না। কেননা এটি সংকীর্ণ বিনিয়োগ। তাছাড়া এটি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য সংকট সৃষ্টি করে, মানুষের অবস্থার ক্ষতিসাধন করে এবং বাজারের অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা ইসলামী সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে’।[৪৩]

শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, أقول : وذلك لأن حبس المتاع مع حاجة أهل البلد اليه لمجرد الغلاء وزيادة الثمن إضرار بهم بتوقع نفع ما وهو سوء انتظام المدينة– ‘আমার বক্তব্য হ’ল, মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হ’ল নাগরিকদের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও নিছক উচ্চমূল্যের আশায় পণ্য আটকে রাখা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার শামিল। যে ধরনের মুনাফা লাভের আশাতেই তা করা হোক না কেন। এটা নগরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নামান্তর’।[৪৪]

[চলবে]

---

৩৮. ড. কাহতান আব্দুর রহমান আদ-দূরী, আল-ইহতিকার ওয়া আছারুহু ফিল ফিক্বহিল ইসলামী (বৈরুত:১৪৩২/২০১১), পৃঃ ১০২।

৩৯. বাদায়েউছ ছানায়ে ৫/১২৯।

৪০. আল-ইহতিকার ওয়া আছারুহু ফিল ফিক্বহিল ইসলামী, পৃঃ ১০৩-১০৬; https://www.aliqtisadalislami.net/موقف-الشريعة-من-الاحتكار-والإسلامية।

৪১. আল-মিনহাজ ১১/৪৩।

৪২. সাইয়িদ সাবিক, ফিক্বহুস সুন্নাহ (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪/২০০৩), ৩/১৬৪।

৪৩. ড. আমীন মোস্তফা আব্দুল্লাহ, উসূলুল ইকতিছাদ আল-ইসলামী (মিসর: মাতবা‘আ ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৪০৪হি:/১৯৮৪খ্রি:), পৃ: ২৮৭।

৪৪. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/২০২।

উইঘুরের মুসলিম ও কালো জাদুকরের থাবা

-ড. মারূফ মল্লিক*

আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা ডামাডোলে দু'টি বিষয় খুব বেশী মনযোগ পাচ্ছে না। একটি হচ্ছে সিরিয়ার গোলান হাইটসকে ইসরাঈলের অংশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণা আর চীনের শিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর সম্প্রদায়ের ওপর বেইজিংয়ের নির্মম নির্যাতন ও দমিয়ে রাখার অভিযোগ। উভয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীই একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গোলান মালভূমির অধিবাসীদের নরকযাত্রা ১৯৬৭ সালে শুরু। আর উইঘুরদের দোজখবাস কিছুদিন ধরেই প্রকাশিত হয়েছে।

গোলান মালভূমি দিয়েই শুরু করা যাক। জাতিসংঘের সদ্য অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান একটি প্রশ্ন রেখেছেন, ইসরাঈলের সীমানা কোনটি? ইসরাঈল কি ১৯৪৭ সালের সীমানায় থাকবে নাকি ১৯৬৭ সালের সীমানা দখল করে রাখবে? অথবা এর সীমানা নিয়ত বাড়তেই থাকবে। ইসরাঈলই সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র দেশ, যাদের আয়তন দিন দিন বাড়ছেই। অন্যের দেশ দখলের হুমকি ধমকি হামেশাই দিচ্ছে ইসরাঈল। বিস্ময়করভাবে ইসরাঈল দাবী করছে, এটা নাকি তাদের অধিকার। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পালন করছে কেবল। কিন্তু এই অধিকার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইসরাঈল মানবাধিকার, জাতিসংঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন করছে। ইসরাঈল ক্রমেই একটি বর্ণবাদী দেশে পরিণত হচ্ছে আরব শাসকদের গোপন ও সক্রিয় সহযোগিতায়।

গোলান মালভূমি দখলের ইতিহাস ফিরে দেখা যাক। ইসরাঈল ১৯৬৭ সালে পাঁচ দিনের যুদ্ধে গোলান মালভূমি দখল করে নেয়। বরং বলা ভালো, গোলান মালভূমিকে আরব নেতারা ইসরাঈলের দখলদারি মনোভাবের কাছে সমর্পণ করে অর্থ ও ক্ষমতার স্বার্থে বিক্রি করে দেয়।

অভিযোগ রয়েছে, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পিতা হাফীয আল-আসাদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকাকালে গোলান মালভূমিকে ইসরাঈলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নিজের ভবিষ্যৎ ক্ষমতাকে পোক্ত করার জন্য।

ঐ যুদ্ধে অংশ নেওয়া অনেক সৈনিক পরবর্তী সময়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, গোলান মালভূমির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল কুনায়েত্রা হাফীয আল-আসাদ বিনা প্রতিরোধেই ইসরাঈলের হাতে ছেড়ে দেন। ইসরাঈলের সৈন্য প্রবেশের ১৭ ঘণ্টা আগেই সিরীয় সৈন্যরা হাফীয আল-আসাদের নির্দেশে কুনায়েত্রা ছেড়ে চলে আসেন। পরবর্তী সময়ে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. মাহমূদ জামে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, গোলান ছেড়ে দেওয়ায় হাফীয আল-আসাদকে ইসরাঈল ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার দিয়েছিল। ১০০ মিলিয়ন ডলারের ঐ চেক মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাছেরের সিন্দুকে গচ্ছিত ছিল।

বাশার আল-আসাদও কি পিতার পথই অনুসরণ করছেন? আরবের গণমাধ্যমগুলো সম্প্রতি অভিযোগ করেছে, ইসরাঈলের সঙ্গে বাশার এবারও গোপন আঁতাত করেছেন পিতার মতই। গোলান মালভূমি ছেড়ে দিয়ে নিজের ক্ষমতায় টিকে থাকা নিশ্চিত করেছেন বাশার। এ সমঝোতা হওয়ার পরই ডোনাল্ড ট্রাম্প গোলানকে ইসরাঈলের অংশ হিসাবে ঘোষণা করেন এবং কাছাকাছি সময়ে সিরিয়ায় আইএস পরাজিত হয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

এবার চীনের উইঘুরদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। পশ্চিম চীনের উইঘুর সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর নির্মম নির্যাতনের ভয়ংকর সব তথ্য পাওয়া যাবে। সেখানে উইঘুরদের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। রি-এডুকেশনের নামে তাদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না। ছালাত আদায়ে বাধা দেওয়া হয়। মসজিদকে পানশালায় পরিণত করার অভিযোগও রয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কাউন্সিল জানিয়েছে, নিরীহ নিরপরাধ আটক উইঘুরদের দেহ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বের করে বিক্রি করে দিচ্ছে চীনা কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ অস্বীকার করলেও চীন এটা স্বীকার করেছে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লোকজনের সাজা কার্যকরের পর তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিকৎসা খাতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইউঘুররা নীরবে নির্যাতন সয়ে যাচ্ছে। জিনজিয়াং-এ মানবতার পতন ঘটছে। সভ্যতার এই পর্যায়ে এসে কোন দেশ সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অঙ্গ বিক্রি করে দিচ্ছে, তা মেনে নেওয়া অসম্ভব। সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিত্র ভেসে ওঠে, যখন শত্রুকে বধ করে বীরত্ব ও শৌর্য প্রকাশের জন্য কলিজা চিবিয়ে খাওয়া হ'ত। চৈনিকরা কলিজা খাচ্ছে না বটে, তবে বিক্রি করে দিচ্ছে। রীতিমতো হাট বসিয়ে।

চীনে দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে। সামরিক শক্তিতেও বলীয়ান হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যকে চীনই একমাত্র প্রতিহত করতে পারবে বলে অনেকেই চীনের গুণমুগ্ধ। কিন্তু যুদ্ধবাজ মার্কিন আধিপত্যবাদের বিপরীতে অর্থনৈতিক দানব চীনের আর্বিভাব ঘটছে। চীনের আগ্রাসী শিল্পনীতির বিরুদ্ধে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিক্ষোভ হয়। অনেক দেশই চীনের ঋণের ফাঁদে আটকা পড়ছে। দেশের অভ্যন্তরেও চীন সমান আগ্রাসী। বিরোধী মতকে দুমড়েমুচড়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। শুধু বিরোধী রাজনৈতিক মতবাদই না, এবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় সক্রিয় হয়েছে চীন।

কার্যত গোলানের অধিবাসী ও জিনজিয়াং-এর সংখ্যালঘু নাগরিকদের কোন অধিকার নেই। ভিন্ন দেশ হ'লেও উভয় এলাকার পরিস্থিতি একই। নিজ গৃহেই অধিবাসীরা পরবাসী। নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন অধিকার নেই। আর

* ভিজিটিং রিসার্চ ফেলো, ইনস্টিটিউট অব অরিয়েন্ট অ্যান্ড এশিয়ান স্টাডিজ, ইউনিভার্সিটি অফ বন, জার্মানী।

বিস্ময়করভাবে সবাই নীরব। মিসরের সিনাই উপদ্বীপ ও লেবানন অধিকৃত এলাকা ফিরে পেলেও সিরিয়া গোলান হাইটস ফিরে পায়নি। কখনোই এ নিয়ে আরব দেশগুলো ইসরাঈলকে চাপ দেয়নি। সিরিয়া নিজেও না। আরব লীগ ও ওআইসি এখন এক ঠাট্টা-তামাশার সংগঠনে পরিণত হয়েছে। লোক দেখানো বিবৃতি ও বৈঠক করা ছাড়া এই দুই সংগঠনের কোন কাজ আছে বলে মনে হয় না। সদস্য দেশগুলোকে রক্ষায় কোন পদক্ষেপই এরা নিতে পারেনি।

উইঘুরদের নিয়ে বেশী সোচ্চার ছিল তুরস্ক। আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল প্যাঁচে পড়ে তুরস্কও এখন নীরব। মুসলিম বিশ্বে পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নে সক্রিয়। জাতিসংঘে উইঘুর বিষয়ক এক প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলো ভোট দিলেও সঊদী আরবের নেতৃত্বে মুসলিম দেশগুলো চীনের পক্ষাবলম্বন করে। পরিহাস এই, মুসলিম দেশগুলো যখন উইঘুর মুসলিমদের বিষয়ে উদাসীন, তখন মুসলমানদের শত্রু বলে চিহ্নিত যুক্তরাষ্ট্র সে ব্যাপারে সরব।সম্প্রতি জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জ্বালাময়ী বক্তব্য দিলেও সন্তর্পণে গোলান ও উইঘুরের কথা এড়িয়ে গিয়েছেন। শুধু ইমরান খান নন, সবাই এড়িয়ে যাচ্ছেন। আরবের নেতারা নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে নীরব থাকছেন। উইঘুরদের ক্ষেত্রে চীনের অর্থনৈতিক শক্তির কাছে সব মুসলিম দেশ আজ পদানত। বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য কেউ হারাতে চায় না। চীন বিভিন্ন দেশে বন্দর, রাস্তাঘাট নির্মাণ করে দিচ্ছে। ওয়ান বেল্ট ইনিশিয়েটিভ, সিল্ক রুটসহ নানা পরিকল্পনায় সবাইকে বিমোহিত করছে। চীন যেন কালো জাদুকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। জাদুর নেশায় সবাই বোবার অভিনয় করছে। কিন্তু ওদিকে গোলান, জিনজিয়াং-এর বাতাস আরও ভারী হচ্ছে অত্যাচারিতের চাপাকান্নায়। সভ্যতার আকাশ ঢেকে যাচ্ছে ইসরাঈল ও চীনের থাবায়।

॥সংকলিত॥

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসা

বাঁকাল, (বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল: ০১৭১০৬১৯১৯১, ০১৭১৬১৫০৯৫৩

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ১লা ডিসেম্বর হতে ৩০শে ডিসেম্বর'১৯।
ভর্তি পরীক্ষা : ২রা জানুয়ারী'২০ বৃহস্পতিবার সকাল ১০-টা।
ক্লাস শুরু : ৪ঠা জানুয়ারী ২০২০ শনিবার।

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যাসহ পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- প্রতি বৎসর দাখিল পরীক্ষায় অধিকহারে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল ছাত্রের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- বিনা অনুমতিতে কোন আবাসিক ছাত্র হল ত্যাগ করলে তার ভর্তি বাতিল হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং ফি ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।
- ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।
- বোর্ডিং ফি প্রতি মাসে ১,২০০/- (এক হাযার দুইশত) টাকা।

দারুল হাদীছ একাডেমী

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য শিক্ষা

বাংলাবাজার, ইব্রাহীম ব্রীজ, ফতুলা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৮১৮-৫৯৭০০৯, ০১৭১৭-৮৩৩৬৫২, ০১৬২৩-৮৬৪২৮৮।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী। পর্যায়ক্রমে দাখিল পর্যন্ত

ভর্তি শুরু : ২০শে ডিসেম্বর'১৯
ক্লাশ শুরু : ৪ঠা জানুয়ারী'২০

আমাদের সেবাসমূহ

১. সমগ্র ক্যাম্পাস সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২. পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা।
৩. মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন।
৪. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, স্কুল বোর্ড, ইংলিশ মিডিয়াম ও মদীনা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন সিলেবাসের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন।
৫. বছরে তিনটি সেমিষ্টারসহ ক্লাস টেস্ট, Monthly টেস্ট এবং মডেল টেস্টের ব্যবস্থা।
৬. ছাত্রদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য আধুনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা।
৭. প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য খাট ও পৃথক চেয়ার-টেবিলসহ আকর্ষণীয় থাকার রুম।
৮. আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়।
৯. সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সংগীত, হাদীছ পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজী, আরবী) বক্তব্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কবিতা

প্রার্থনা প্রভু

বোরহানুদ্দীন
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এসেছি তোমার ধরাতে প্রভু
ভিক্ষা পেয়েছি প্রাণ,
পেয়েছি করুণা সাগর সম
তবুও নাফরমান!
আমি আশরাফ নহি আতরাফ
সৃষ্টির সেরা দান।
শত আদরে রেখেছ জড়িয়ে,
দিয়েছ অশেষ সম্মান।
ক্ষণিকের এই ধরাতে প্রভু
আমি এক মেহমান,
মায়ায় পড়েছি তোমার সৃষ্টির
ভুলেছি স্রষ্টা তুমি যে মহান!
যদি ভুলে যাই বিধান তব ভুল করি শতবার
ভুলো না আমায় হে রহমান!
অপরাধী যেন না হই আমি
ক্ষমা করো আমাকে হে মেহেরবান।
দিয়ো না সে বোঝা বইতে না পারি
সইতে না পারি কঠোর আযাব,
পাপের কারণে দিয়ো না শাস্তি
মেরো না আমায় দিয়ে গযব।
ক্ষমা করো প্রভু করো গো দয়া
তুমি যে রহীম ও রহমান,
পরকালে আমায় দিয়ো গো জান্নাত
জাহান্নাম হ'তে দিয়ো পরিত্রাণ।

জ্বলে দাউ দাউ

মাশারেকুল আনোয়ার
মীম মেডিসিন কর্ণার, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা।

চেয়ে দেখ মিয়ানমার জ্বলে দাউ দাউ
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কাঁদে হাউ মাউ।
গাছের ডালে পাখি কাঁদে দেখে সব দৃশ্য
কিন্তু নীরব চেয়ে আছে মুসলিম বিশ্ব।
নাফ নদীর মাছ কাঁদে কাঁদে বনের পশু
ওরা আগুনে পুড়িয়ে মারে দুগ্ধপোষ্য শিশু।
মা-বোনের ইয্যত নিয়ে ওরা খেলে ছিনিমিনি।
এসব করুণ দৃশ্য দেখে চোখে আসে পানি।
একবিংশ শতাব্দীর এটা জাহেলিয়াত নব্য
সভ্যতার লেবাসধারী ওরা যালিম অসভ্য।
শান্তিতে নোবেল নিয়ে আজ শান্তির বৈরী,
রাজপ্রাসাদে বসে করে অশান্তি তৈরী।
বিশ্ব মুসলিম এক হও বাধ শক্ত জোট
আর কত হ'তে দেখবে খুন ইয্যত লুট।
মুসলিমদের অস্তিত্বে এসেছে আঘাত
সকলে বাড়িয়ে দাও সহায়তার হাত।
দো'আ কর মুক্ত হোক মুসলিম আরাকান
নিজভূমে থাকবে সেথা স্বাধীন মুসলমান।

আত-তাহরীক স্মরণে

অনুক্ত মিত্র
তালা, সাতক্ষীরা।

পথভোলা ঐ নাবিক যবে তাকায় গগণ পানে,
জানায় তারা পথের দিশা চলে সঠিক পানে।
ভ্রান্ত পথে আছে যারা এ ধরণী পরে,
তাহরীকের জ্ঞানের দিশা বিলাও তাদের তরে।
নিশির পথিক পথ না পেয়ে ছাড়ে আখি বারি,
আকাশ ভেদে ঊষার আলো দেয় যে দিশা তারি।
যেজন ভাবে ভুবন মাঝে নেইকো অহি-র জ্ঞান,
আত-তাহরীক দিবে তাকে হক পথের সন্ধান।
পেটের জ্বালা মিটায় শিশু দুগ্ধ করে পান,
দুস্থ তরে ভবে এটা রবের সেরা দান।
পরকালে বাঁচার তরে যে চায় সঠিক দিশা,
দুগ্ধসম আত-তাহরীক মিটায় তাহার তৃষা।
আত-তাহরীক হোক না সবার জ্ঞানের আবাসন,
এরই মাঝে অহি-র দাওয়াত বিলায় মানব মন।

প্রশ্ন ফাঁস নাকি জাতির সর্বনাশ

আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
এমবিএ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
রংপুর।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড,
ঘটছে তবু একি কাণ্ড!
চলছে সদা পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁস,
সর্বনাশ! সর্বনাশ! এ জাতির সর্বনাশ।
মন থাকে না টেবিলেতে,
চোখ শুধু যায় ফেসবুকেতে।
কখন আসবে পরীক্ষার আপডেট প্রশ্নপত্র,
এভাবে পাশ করেই আজ আমি ভালো ছাত্র।
মেধাবীদের নেইকো দাম,
টাকায় প্রশ্ন বেচিলাম।
অযোগ্যরাই যোগ্য আসন পাচ্ছে সবখানে,
এভাবে দেশ যাচ্ছে কোথায় প্রশ্ন সবার মনে।
প্রাইমারী আর হাইস্কুলে
লিখছে তারা নকল খুলে।
রেকর্ড গড়ল এসএসসিতে সোনার বাংলাদেশ,
কলেজ আর ভার্সিটিতে নকলের নেই শেষ।
বিবেক মোদের হারিয়েছে আজ,
নেইকো কারো কোন লাজ।
নৈতিকতা-মূল্যবোধ আজ শুধুই মুখের বুলি,
পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পাবে নিন্দার ঝুলি।
সময় থাকতে হও সাবধান
নইলে যাবে মান-সম্মান।
কলঙ্কিত ইতিহাসের বইবে সে বোঝা,
জাতিকে বাঁচাতে আজই ধর পথটি তোমার সোজা।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. নারীদের মধ্যে খাদীজা (রাঃ), পুরুষদের মধ্যে আবু বকর (রাঃ), বালকদের মধ্যে আলী (রাঃ) এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)।
২. রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আবু তালেব।
৩. নবুঅতের ৫ম বর্ষে সর্বপ্রথম মুসলমানগণ হাবশায় (বর্তমানে আফ্রিকার ইথিউপিয়ায়) হিজরত করেন।
৪. ৮৩ জন পুরুষ ও ১৯ জন নারী ছিলেন।
৫. কারণ সেখানকার বাদশাহ নাজ্জাশী ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন।
৬. নবুঅতের ৭ম থেকে ১০ম বছর পর্যন্ত ৩ বছর শি'আবে আবী তালেবে নবী করীম (ছাঃ)-কে বয়কট করে রাখা হয়েছিল।
৭. নবুঅতের ১০ম বছরকে। সে বছর তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) ও রাসূলকে সাহায্যকারী আবু তালেব মৃত্যুবরণ করেন। আর তখন থেকেই তাঁর প্রতি নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন।
৮. আবু লাহাব, আবু জাহল, ওক্বা বিন আবী মু'আইত্ব, ওতবা, শায়বা ও উমাইয়া বিন খালাফ।
৯. কাফেরের নাম আবু লাহাব। সূরাটির নাম লাহাব বা মাসাদ।
১০. নবুঅতের ১০ম বছরে।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. অক্সিজেনবাহী রক্ত। ২. চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট।
৩. ৫-৬ দিন। ৪. ১০ দিন।
৫. রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়া।
৬. ল্যান্ড স্টিনার। ৭. যকৃতে। ৮. ডায়াফ্রাম।
৯. নেফরন। ১০. এমোনিয়া।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)

১. আক্বাবার প্রথম বায়'আত কখন অনুষ্ঠিত হয়?
২. আক্বাবার প্রথম বায়'আতে কোন গোত্র থেকে কতজন লোক অংশ নিয়েছিলেন?
৩. আক্বাবার দ্বিতীয় বায়'আত কখন অনুষ্ঠিত হয়?
৪. এই বায়'আতে কতজন লোক অংশ নিয়েছিলেন?
৫. নবী করীম (ছাঃ) নবুঅতের কত বছর মক্কায় অতিবাহিত করেন?
৬. নবী করীম (ছাঃ) কত বছর মদীনায় কাটান?
৭. কখন নবী করীম (ছাঃ)-কে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়?
৮. নবী করীম (ছাঃ) কখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন?
৯. হিজরতের পূর্বে নবী করীম (ছাঃ) কাকে তাঁর বিছানায় শায়িত রেখে গিয়েছিলেন?
১০. হিজরতের সময় নবী করীম (ছাঃ)-এর সফর সঙ্গী কে ছিলেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. একজন সুস্থ মানুষ ২৪ ঘণ্টায় কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়?
২. পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ড দিনে কত লিটার রক্ত পাম্প করে?
৩. মানুষ প্রতিরাতে গড়ে কত মিনিট স্বপ্ন দেখে?
৪. একজন সুস্থ মানুষের হৃৎপিণ্ড দিনে কত বার স্পন্দিত হয়?
৫. মানুষের মগজের কি পরিমাণ কোষ কোন না কোন কাজ করে?
৬. মাথার চুল দিনে গড়ে কতটুকু বাড়ে?
৭. সকালের তুলনায় সন্ধ্যায় উচ্চতা কতটুকু হ্রাস পায়?
৮. মানব শরীরে কতটুকু পানি ও কার্বন রয়েছে?
৯. একজন মানুষের চামড়ার ওপর কি পরিমাণ লোমকূপ রয়েছে?
১০. মানুষের মস্তিষ্ক কি পরিমাণ গন্ধ বুঝতে পারে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

গোছা বাযার, মোহনপুর, রাজশাহী ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন গোছা বাযার হাফেযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোছা এলাকার সভাপতি মাওলানা সোলায়মানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নাঈমুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন আহমাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আফাযুদ্দীন।

সাগরামপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন আইহাই (সাগরামপাড়া) উম্মুল কুরা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমাম হোসাইন, সাগরামপাড়া শাখা পরিচালক ডা. আব্দুল মতীন ও অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মাহবূবুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে বুরহান আলী।

মাদারটেক, সবুজবাগ, ঢাকা ২৪শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজধানীর সবুজবাগ থানাধীন মাদারটেক আহলেহাদীছ হাফিযিয়া মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও মামূনুর রশীদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আনাস বিন আনীস ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল আউয়াল।

ইটাখুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৫ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার নবাবগঞ্জ উপযেলাধীন ইটাখুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৭ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে সোনামণি আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী এলাকার উদ্যোগে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯-এর শাখা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মারকায এলাকা 'সোনামণি' পরিচালক আবু রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবরার হোসাইন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি' মারকায এলাকার সহ-পরিচালক ইমরুল কায়েস।

স্বদেশ

শিক্ষিত লোকের মাধ্যমে অপরাধ বেশী হচ্ছে

-আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

সমাজে শিক্ষিত লোকের মাধ্যমে অপরাধ বেশী হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তাঁর মতে, এমন কোন অপরাধ নেই, যা শিক্ষিত লোকের মাধ্যমে হচ্ছে না। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত ও উন্নত, সে জাতির মধ্যে অপরাধ করার প্রবণতা তত কম। কিন্তু বাংলাদেশে উন্নয়নের গতি ও শিক্ষার হার বাড়লেও সামাজিক অপরাধ না কমার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত আমরা। এটা কেন হচ্ছে, তা ভাবার সময় এসেছে। আমাদের পরিবার, সমাজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষার আসল মর্মার্থ আত্মস্থ করে মাদক ও অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে শিশু নির্যাতন কমবে

-সেমিনারে বক্তাগণ

দেশে শিশুর প্রতি সহিংসতার মাত্রা প্রতিনিয়ত ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এক বছরের ব্যবধানে শিশুর প্রতি সহিংসতা বেড়েছে ২০ শতাংশ। ২০১৯ সালের জানুয়ারী থেকে আগস্ট পর্যন্ত ৩ হাযার ৬৫৩ জন শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিমাসে গড়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৪৫৭ জন শিশু। এছাড়া এবছর ধর্ষণের শিকার ৯০ শতাংশই শিশু ও কিশোরী।

সম্প্রতি জাতীয় সংসদ ভবনের আইপিডি সম্মেলন কক্ষে ‘বর্তমান শিশু অধিকার পরিস্থিতি ও করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানানো হয়। বক্তারা বলেন, শিশু নির্যাতন রোধে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন শিশু নির্যাতন কমিয়ে আনতে পারে। চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ আয়োজিত সভায় গবেষণা প্রতিবেদন উত্থাপন করেন সেভ দ্য চিলড্রেনের ম্যানেজার রাশেদা আখতার। শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় কমিটি ককাসের সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. শামসুল হক টুকুর সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া, সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল প্রমুখ।

৪০ বছর ধরে অন্যের কবর খুঁড়ছেন মিরসরাইয়ের মুহাম্মাদ আলী

এক বছর বা দুই বছর নয়, দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে মৃত মানুষের জন্য তাদের শেষ ঠিকানা কবর খুঁড়ে চলেছেন মুহাম্মাদ আলী। প্রায় পাঁচ শতাধিক কবর খুঁড়েছেন। বয়স তার ৭০ ছুঁই ছুঁই। কিন্তু তার মনোবল ও পরিশ্রম দেখে মনে হয় এখনো ২৫ বছরের টগবগে যুবক। পেশায় কৃষক। কৃষি কাজের পাশাপাশি এভাবে ৪০ বছর ধরে স্বেচ্ছাশ্রমে কবর খুঁড়ে চলছেন তিনি। মুহাম্মাদ আলীর বাড়ি চট্টগ্রামের মিরসরাই উপযেলার কয়লা জিলতলী এলাকায়।

তার এলাকা ও আশপাশের প্রায় ১৬টি কবরস্থানে ৪০ বছর ধরে প্রায় ৫ শতাধিক কবর খুঁড়েছেন তিনি। এ জন্য তিনি কোনো পারিশ্রমিক নেন না। কবর খোঁড়ার জন্য যেসব যন্ত্রপাতি লাগে তাও কিনেছেন নিজের অর্থে। অন্যের জমি বন্ধক রেখে চাষাবাদ করে চলে যাচ্ছে তার সংসার। মুহাম্মাদ আলী জানান, আমি কঠোর পরিশ্রম করতে পারি। মানুষ মারা যাওয়ার খবর তার কানে এলে সব কাজ ফেলে আমি ছুটে যাই। হয়তো এই কাজ করার কারণে আল্লাহর রহমতে শরীরে আমার কোনো রোগ-বালাই নেই। যতদিন বেঁচে থাকব এই কাজ করে যাবো ইনশাআল্লাহ।

[আমরা এই নিঃস্বার্থ কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাইয়েতের জন্য কবর খনন করল, অতঃপর দাফন শেষে ঢেকে দিল, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুরস্কার দিবেন জান্নাতের একটি বাড়ীর সমপরিমাণ, যেখানে আল্লাহ তাকে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কাফন পরাবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের মিহি ও মোটা রেশমের পোষাক পরাবেন’ (হাকেম, ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৯২)। আল্লাহ তাকে উক্ত পুরস্কারে ভূষিত করুন (স.স.)]

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পেশকৃত ৪টি প্রস্তাব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ পরিষদের ভাষণে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, ‘আমরা এমন একটি সমস্যার বোঝা বহন করে চলেছি যা মিয়ানমারের তৈরি। রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সম্মানের সঙ্গে স্বেচ্ছায় রাখাইনে নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে ৪টি প্রস্তাব পেশ করেন।

(১) রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসন এবং আত্মীকরণে মিয়ানমারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক সদিচ্ছার পূর্ণ প্রতিফলন দেখাতে হবে। **(২)** বৈষম্যমূলক আইন ও রীতি বিলোপ করে মিয়ানমারের প্রতি রোহিঙ্গাদের আস্থা তৈরি করতে হবে এবং রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের উত্তর রাখাইন সফরের আয়োজন করতে হবে। **(৩)** আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হতে বেসামরিক পর্যবেক্ষক মোতায়েনের মাধ্যমে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। **(৪)** আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্যই রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে এবং মানবাধিকার লংঘন ও অন্যান্য নৃশংসতার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী স্বীয় পিতার অনুসরণে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলায় লিখিত ভাষণ দেন।

[আমরা প্রধামন্ত্রীর উক্ত ভাষণকে সমর্থন জানাই এবং ওআইসি ও নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতাধারী ৫ সদস্যের প্রতি উক্ত প্রস্তাব সমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে পূর্ণ সমর্থন কামনা করি। সর্বোপরি আমরা এই মযলুমদের প্রতি আল্লাহ্র গায়েবী মদদ প্রার্থনা করছি (স.স.)]

শেখ হাসিনাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ফোন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান গত ২রা অক্টোবর বুধবার বিকেলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোন করে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় ইমরান সম্প্রতি লন্ডনে শেখ হাসিনার চোখের অস্ত্রোপচার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। এতে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ধন্যবাদ জানান।

[১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সম্ভবতঃ এটাই পাকিস্তানের কোন প্রধানমন্ত্রী, যিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করলেন ও কুশল বিনিময় করলেন। আমরা এজন্য ইমরান খানকে ধন্যবাদ জানাই। যদিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ৪ঠা অক্টোবর ভারত সফরের আগের দিন এই ফোন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা উভয় দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কামনা করি (স.স.)]

বিদেশ

চীনের সাবেক মেয়রের বাসায় ১৩ টন স্বর্ণ ও ৩১ লাখ কোটি টাকা!

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, চীনের সাবেক এক মেয়রের বাসায় অভিযান চালিয়ে ১৩ টন বা ১৩ হাযার কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাওয়া গেছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, ইউয়ান ও ইউরো। চীনের পুলিশ দেশটির হাইনানের ডানজু প্রদেশের সাবেক মেয়র জাং কিউয়ের বাড়ির বেসমেন্ট থেকে এই সোনা ও অর্থ উদ্ধার করে। সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগে মেয়রের বাড়িতে অনুসন্ধান করার আদেশ দেয় দেশটির জাতীয় তত্ত্বাবধান কমিশন (এনএসসি)। তার মালিকানায় রয়েছে কয়েকটি বিলাসবহুল বাড়ি। সেই বাড়ির একটি গোপন গুদাম থেকে উদ্ধার করা হয় ১৩ টন স্বর্ণ, কয়েকশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রায় ৩৪ বিলিয়ন ইউরো। কেবল ৩৪ বিলিয়ন ইউরোর পরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রায় দাঁড়ায় ৩১ লাখ কোটি টাকা।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট হিসাবে শি জিনপিং দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। এ পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ২৫৪ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

[এতে বুঝা যায় যে, সমাজতন্ত্রে ধনী-গরীবে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, কথাটি স্রেফ ভুয়া। এই মেয়রের বাসা থেকে যা পাওয়া গেল, কোন ব্যাংকের রিজার্ভেও সম্ভবতঃ এত অর্থ নেই। সারা জীবন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বুলি আউড়িয়ে এইসব ব্যক্তিরা কিভাবে এতবড় পুঁজি সঞ্চয় করল? অতএব ফিরে এসো ইসলামী অর্থনীতির দিকে (স.স.)]

মাদ্রাসা ও মসজিদের শহরে পরিণত হচ্ছে নিউইয়র্ক!

মসজিদের শহর হিসাবে পরিচিতি রয়েছে বাংলাদেশের ঢাকা ও তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের। এবার যোগ হ'ল আমেরিকার নিউইয়র্কের শহর বাফেলো। এ শহরটিতে দিন দিন মাদ্রাসা ও মসজিদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। সেখানের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গির্জায় রয়েছে ছালাতের ব্যবস্থা। প্রতিদিনই এসব গির্জায় পরিবারের নারী সদস্যরা সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করছেন মুসলিমরা।

২ হাযার ৫২৫ বর্গকিলোমিটারের এ শহরটিতে বর্তমানে ১৭টি জামে মসজিদ রয়েছে। চারটি ইবাদতখানাসহ বৃহৎ পরিসরে চারটি উচ্চ শিক্ষার মাদ্রাসাও রয়েছে। এছাড়া গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি হেফযখানা।

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, বাফেলোর পুরনো জেলখানাটিই এখন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ মহিলা মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছে। যেখানে ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশটির শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সিলেবাসও পড়ানো হয়। মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

বাফেলো জুড়ে যারা বসবাস করছে তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশ, মিয়ানমার, পাকিস্তান ও ইয়েমেন সহ এশিয়ার মুসলিম দেশের বাসিন্দা। শহরটিতে বর্তমানে যেসব মসজিদ রয়েছে তার অধিকাংশই আগে গির্জা ছিল। এসব গির্জা খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি কমে যাওয়ায় এবং দেখভালের অভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে বছরের পর বছর। তাই মুসলিম জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে সিটি কর্তৃপক্ষ নামে মাত্র থাকা এসব গির্জা মসজিদের জন্য লিজ প্রদান করেছে।

[আলহামদুলিল্লাহ! এভাবেই ইসলাম বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করবে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হবে। চাই স্রেফ নিঃস্বার্থ দাওয়াত এবং জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা (স.স.)]

২০২১ সালের মধ্যে ভারত থেকে সকল মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মালম্বী সম্পূর্ণ মুছে যাবে!

ভারতের উত্তর প্রদেশের ধর্ম জাগরণ সমিতির প্রধান বিজেপি নেতা রাজেশ্বর সিং বলেছেন, ভারত থেকে সব মুসলিম ও খ্রিস্টান সম্পূর্ণ মুছে যাবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইসলাম এবং খ্রিস্টান ভারত থেকে ২০২১ সালের মধ্যে মুছে দেব। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। এই প্রতিজ্ঞা এই নীতি বাস্তবায়ন করছেন আমার সহকর্মীরা। রাজেশ্বর সিং দাবী করেছেন, তার দলের সরকার ভারত থেকে ২০০ মিলিয়ন মুসলিম এবং ২৮ মিলিয়ন খ্রিস্টান বিদায় করে দেবে।

এর আগেও রাজেশ্বর দাবী করেছিলেন, আমাদের লক্ষ্য ভারতকে ২০২১ সালের মধ্যে 'হিন্দু রাষ্ট্র' বানানো। মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের কারো এই দেশে থাকার অধিকার নেই। যদি থাকতে হয়, তবে তাদের ধর্মান্তরিত হ'তে হবে, নইলে এ দেশ ত্যাগ করতে হবে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আগেও উস্কানিমূলক মন্তব্যের জন্য পরিচিত রাজেশ্বর ২০১৮ সালে আরএসএস এর 'ঘর ওয়াপসি' নীতির জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তিনি যোর করে মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন। সেসময় মানুষের মনে উস্কা জন্মানোর ইঙ্গিত পেয়ে রাজেশ্বরকে তার যাবতীয় দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে অনির্দিষ্টকালীন অসুস্থতার ছুটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল আরএসএস।

চীনের মুসলমানদের উপর যেভাবে অত্যাচারের স্টীম রোলার চলছে

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর চালানো হচ্ছে নির্মম নির্যাতন। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসাবে, ২০১৭ সাল থেকে 'পুনঃশিক্ষা শিবিরে' ১০ থেকে ৩০ লাখ মুসলমানকে বিভিন্ন মেয়াদে আটক রাখা হয়েছে। যাদের অধিকাংশই উইঘুর সম্প্রদায়ের। যদিও চীন সরকারের ভাষ্য মতে, সন্ত্রাসবাদ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য লোকজনকে সেখানে নানা ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মূলতঃ সেখানে সংবাদমাধ্যম নিষিদ্ধ থাকায় প্রকৃত তথ্য পাওয়া কঠিন। তবে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিবেদনে যা উঠে এসেছে, তা রীতিমত ভয়াবহ।

এসব শিবিরে সরকার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে নারীদের সন্তান জন্মদান থেকে বিরত রাখছে। ইচ্ছামত শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে। আবার জোরপূর্বক গর্ভপাত ঘটাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবার নামে গিনিপিগ বানিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়া হচ্ছে। অজ্ঞাত ড্রাগ ও ইনজেকশন দিয়ে মানসিকভাবে রোগগ্রস্ত করে দেয়া হচ্ছে।

এছাড়া সেখান থেকে পালিয়ে আসা উইঘুরদের মাধ্যমে নির্যাতনের কিছু চিত্র পাওয়া যায়। এমনি পালিয়ে আসা একজনের নাম ওমি। তিনি বলেন, আটকাবস্থায় তারা আমাদের ঘুমাতে দেয়নি। কয়েক ঘণ্টা ধরে আমাকে ঝুলিয়ে রেখে পেটানো হ'ত। কাঠ ও রাবারের লাঠি দিয়ে পেটাতো। তার দিয়ে বানানো হতো চাবুক। সুই দিয়ে শরীরে ফুটানো হ'ত। প্লাস দিয়ে নখ তুলে নেওয়া হ'ত। আমার সামনে টেবিলের ওপর এসব যন্ত্রপাতি রাখা হ'ত। এসময় অন্যরা যে ভয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করতো সেটাও আমি শুনতে পেতাম।

ক্যাম্প ছাড়াও পুরো জিনজিয়াংয়েই চলছে নানা অত্যাচার-নির্যাতন। যেমন একটি মনোরম উপত্যকায় অবস্থিত লিনজিয়া শহর। এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দাই ধর্মপ্রাণ মুসলিম। চীন সরকার

এখানকার ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত সমস্ত নিশানা ধ্বংস করে ফেলছে। শহরের সব মসজিদ, এর গম্বুজ এবং মিনারগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। বেইজিং থেকে নিংজিয়া পর্যন্ত সব এলাকায় আরবী লিপির প্রকাশ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি বংশপরম্পরায় গোরস্থানের অন্ধকার কবরে শুয়ে রয়েছে যে স্বজনরা সেখানেও চলছে নানা অত্যাচার। কবরস্থান ভেঙে দেয়া হচ্ছে। সমাধি গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলা হচ্ছে হাড়গোড়- দেহাবশেষ। উইঘুরদের জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয় মুছে ফেলতেই বেইজিংয়ের এমন আচরণ বলে মনে করছে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো।

বরাবরের মতো সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে চীনা কর্তৃপক্ষ। তবে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান মিশেল ব্যাশেলেট জানিয়েছেন জিনজিয়াংয়ের পরিস্থিতি দেখতে পর্যবেক্ষকদের সেখানে যাওয়ার অনুমতি চাওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে বেইজিং সরকার।

[চীনা গণতন্ত্রের এই নৃশংশতা যেকোন মানুষের হৃদয়কে জর্জরিত করবে। ভেটো ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় চীনের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা জাতিসংঘের নেই। এমতাবস্থায় হয় নীরবে আত্মদান, নইলে জিহাদী উত্থান। এর বিকল্প রয়েছে কেবলই আল্লাহ্র গায়েবী মদদ। আমরা তাঁর নিকটেই এই মযলূম মানবতার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছি (স.স.)]

আমাজনের বলিভিয়া অংশে ২৩ লাখ প্রাণী পুড়ে ছাই

আমাজন বনের শুধু ব্রাজিল অংশই পুড়ছে না। মাইলের পর মাইল পুড়ে ছাই হচ্ছে প্রতিবেশী বলিভিয়ার অংশও। এভাবে গত কয়েক মাসে দেশটির ৪২ লাখ একর বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঐসব এলাকায় বসবাসকারী বিরল প্রাণী জাগুয়ার, পুমা ও লামা সহ প্রায় ২৩ লাখ পশু-পাখি। সম্প্রতি এসব তথ্য জানিয়েছে বলিভিয়া সরকার। সান্তাক্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সান্দ্রা কুইরোগা বলেছেন, আগুনের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আমরা জীববিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের হিসাব অনুযায়ী, কেবল চিকুইতানিয়ার সংরক্ষিত বনাঞ্চলেই অন্তত ২৩ লাখ প্রাণী পুড়ে মারা গেছে। পরিসংখ্যান মতে, অতীতে কখনও আমাজনে এত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। দাবানল নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগের মধ্যে বন রক্ষা চুক্তিতে সই করেছে দক্ষিণ আমেরিকার সাতটি দেশ। কিন্তু দেশগুলোর মিলিত প্রচেষ্টাতেও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আগুন।

[পাপ থেকে তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে এস! নইলে এই গযব থেকে কেউ রেহাই পাবে না। এটা দেখে বাংলাদেশের রাজনীতিকরা সাবধান হবেন কি? (স.স.)]

বন্য প্রাণী পারাপারে উড়ালসেতু!

বিশ্বের অনেক বনাঞ্চল রয়েছে, যেগুলোর মধ্য দিয়ে মহাসড়ক যাওয়ার কারণে সেসব বনকে দৃশ্যত দু'টি আলাদা বন বলে মনে হয়। এসব মহাসড়কে আবার নিরাপত্তার জন্য ধার ঘেঁষে ঘেরা দেওয়ার কারণে বনের এক প্রান্তের প্রাণীরা আরেক প্রান্তে একেবারেই যেতে পারে না। ফলে ভাগ হয়ে পড়ছে বনের বাস্তুসংস্থান। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে সান্তা মনিকা পর্বতশ্রেণীর বন্য প্রাণীদের অবস্থা এমনই। হাইওয়ে ১০১-এর কারণে সেখানকার বাস্তুসংস্থান দু'ভাগ হয়ে পড়েছে। এর ফলে ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাণী পাহাড়ি সিংহ প্রজাতি পড়েছে বিলুপ্তির মুখে। তাই এই সমস্যার সমাধানে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া কর্তৃপক্ষ একটি অভিনব ব্যবস্থা নিয়েছে। তারা ১০ লেনের মহাসড়কটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একটি ২০০ ফুট দীর্ঘ উড়াল করিডর তৈরী করতে যাচ্ছে। নির্মাণ শেষ হ'লে এটিই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বন্য প্রাণী পারাপারের উড়াল করিডর। বনের প্রাকৃতিক পরিবেশের আবহ রেখেই এর নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। করিডরটির ফলে পাহাড়ী সিংহরা সান্তা মনিকা পর্বতশ্রেণীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বংশবিস্তার করতে পারবে। ২০২৩ সালে এটি উদ্বোধন করা হবে।

[বন্য প্রাণীর জন্য এই দরদ অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কতই না ভাল হ'ত এই দরদ যদি তারা মানুষের প্রতি দেখাতেন। আজকের বিশ্বে সবচেয়ে মানব হত্যাকারী দেশ হ'ল আমেরিকা (স.স.)]

মুসলিম জাহান

জাতিসংঘে ইমরান খানের হৃদয়স্পর্শী ভাষণ

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ হ'লে পুরো বিশ্বকে তার ফল ভোগ করতে হবে

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, ইস্রাঈল যবরদস্তি করে ফিলিস্তীনীদের হত্যা করে তাদের ভূমি দখল করেছে, অথচ জাতিসংঘ তামাশা দেখছে। মিয়ানমার যবরদস্তি করে রোহিঙ্গাদের গণহত্যা করে বিতাড়িত করেছে, কিন্তু জাতিসংঘ সেখানে কার্যকর কোন ভূমিকা রাখেনি। এখন ভারত যদি একই কাজ কাশ্মীরে করতে চায়, তবে পরিণতি হবে ভয়াবহ। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ অধিবেশনে ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত পঞ্চাশ মিনিটের দীর্ঘ ভাষণে মূলতঃ তিনি গ্লোবাল ওয়ার্মিং তথা বৈশ্বিক উষ্ণতা, মানি লণ্ডারিং তথা অর্থ পাচার, ইসলামোফোবিয়া তথা ইসলাম ভীতি এবং কাশ্মীর- এই চারটি বিষয় নিয়ে কথা বলেন। এমনকি তিনি মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা নির্যাতন ও বিতাড়ন বিষয়টিও তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তবে তাঁর ভাষণের প্রায় পুরোটাই ছিল কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে। যদিও চীনের উইঘুর মুসলমানদের উপর নির্যাতন বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি।

ইসলামোফোবিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলামী জঙ্গীবাদ বলতে কোন শব্দ নেই। ইসলাম একটাই, ১৪০০ বছর পূর্বে মুহাম্মাদ (ছাঃ) যা শিখিয়ে গেছেন। পশ্চিমারা সন্ত্রাসের সাথে ইসলামকে যুক্ত করে ইসলামকে অপমান করছে। আমাদের মুসলমানদের দায়িত্ব সঠিক ইসলামের বাণী প্রচার করা। যাতে পশ্চিমারা আমাদের ইসলাম ও নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা চালাতে না পারে।

জাতিসংঘকে উদ্দেশ্য করে ইমরান খান বলেন, গত ৭০ বছরে এক লাখ কাশ্মীরী প্রাণ দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য। যে স্বাধীনতা তাদের দেয়ার ওয়াদা করেছিল জাতিসংঘ। খোদ জাতিসংঘের দু'টি রিপোর্ট রয়েছে কাশ্মীরীদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে। কিন্তু তারপরেও গোটা দুনিয়া চুপ রয়েছে। অতএব এখনই সময় পদক্ষেপ নেয়ার। আর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কাশ্মীরে ৫৫ দিন ধরে ভারত যে অমানবিক কারফিউ জারী করে রেখেছে, তা বাতিল করতে হবে। তিনি বলেন, আমি এখানে এসেছি আপনাদের সতর্ক করতে। জাতিসংঘের জন্য এটা একটা পরীক্ষা।

তিনি বলেন, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে দু'টি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র মুখোমুখি অবস্থানে আছে। যে কোন কিছু ঘটে যেতে পারে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা কি ১২০ কোটি মানুষের অর্থশালী ভারতের পাশে দাঁড়াবে, না মানবতার পক্ষে দাঁড়াবে।

তিনি আরও বলেন, একটি রাষ্ট্র তার থেকে ৭ গুণ ছোট একটা রাষ্ট্রকে এই অবস্থায় নিয়ে যায় যে, হয়তো আত্মসমর্পণ কর, না হয় মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ কর। তখন আপনারা কি করবেন? আমি বিশ্বাস

করি আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোন মা'বূদ নেই। আমরা আমৃত্যু লড়বো। আর যখন কোনও পারমাণবিক শক্তিধর দেশ শেষ অবধি লড়াই চালিয়ে যায় তখন তার পরিণাম মানচিত্রের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের লড়াইয়ের প্রভাব তখন পুরো দুনিয়ার ওপর পড়বে। সমগ্র বিশ্বকে এর ফল ভোগ করতে হবে।

সমগ্র বিশ্বের চোখের সামনে মিয়ানমারে মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে

-মাহাথির মুহাম্মাদ

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মুহাম্মাদ (৯৪) বলেছেন, মিয়ানমার গোটা বিশ্বের চোখের সামনে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর নির্মম নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। সেখানে যা হয়েছে তা রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাস। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, অসংখ্য রোহিঙ্গা অবর্ণনীয় নৃশংসতার শিকার হয়েছে। এমনকি সেখানে পুরো একটা প্রজন্ম নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে দেখা গেছে। গণহত্যা ও ধর্ষণসহ অন্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। কিছু সৌভাগ্যবান ব্যক্তি মিয়ানমার থেকে পালাতে পেরেছে। কিন্তু এখন তারা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরতে পারছে না। এছাড়া মিয়ানমারে অবস্থানরত অনেক রোহিঙ্গা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত। রাখাইন রাজ্যে তাদের স্থান হয়েছে অভ্যন্তরীণ ক্যাম্পে। রাখাইনে মিয়ানমারের কথিত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানকে 'হাস্যকর' বলে অভিহিত করেন।

ড. মাহাথির বলেন, যুদ্ধের পরিবর্তে আবহাওয়া পরিবর্তন মোকাবিলা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রস্তুত হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের সবাইকে মুছে ফেলতে সক্ষম, তখন আমরা অর্থ ব্যয় করছি যুদ্ধের জন্য, আরও গণবিধ্বংসী অস্ত্র আবিষ্কারের জন্য! তিনি বলেন, 'আমরা যদি মানুষ হত্যার পিছনে বাজেট হ্রাস করি, তবেই গবেষণা ও প্রস্তুতির জন্য তহবিল থাকবে'।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের সংস্কার চেয়ে মাহাথির মুহাম্মাদ বলেন, ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোন্ আইনের আওতায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তা আমরা জানি না।

তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কারের প্রস্তাব দিয়ে বলেন, এক্ষেত্রে দু'টি ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্য দেশের সঙ্গে যদি আরও তিনটি সাধারণ সদস্য দেশ একমত হয়, তাহ'লে ভেটো কার্যকর হওয়া উচিত। এতে ভেটোর অপপ্রয়োগ কমে আসবে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন সদস্য দেশগুলোর এটা মনে করা উচিত নয় যে, তারা আন্তর্জাতিক আইন এবং নীতি-আদর্শের ঊর্ধ্বে।

ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক যুদ্ধ হলে সাড়ে ১২ কোটি মানুষ নিহত হতে পারে

ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক যুদ্ধে জড়ালে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়ে ১২ কোটি মানুষ মারা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই আশঙ্কা প্রকাশ হয়েছে। দুই দেশের এই পারমাণবিক যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক আবহাওয়ার ওপরেও বিরূপ প্রভাব পড়বে বলেও সতর্ক করা হয়েছে ওই গবেষণায়।

গবেষকদের আশঙ্কা, ২০২৫ সালে পারমাণবিক যুদ্ধে জড়াতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ ভারত ও পাকিস্তান। তাদের হিসাবে তত দিনে দুই দেশ মিলিয়ে ৪০০ থেকে ৫০০ পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করে ফেলবে। এই বোমা যেখানে পড়বে, শুধু সেখানকার মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয়, বরং তা পুরো বিশ্বের জন্যই হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মতে, এই পারমাণবিক যুদ্ধের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ৫ কোটি থেকে সাড়ে ১২ কোটি মানুষ মারা যেতে পারে।

গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, পরমাণু অস্ত্রের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে পুরো বিশ্বে গাছপালার হার ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ কমে যেতে পারে। এ ছাড়া সমুদ্রেও প্রাণের হার ৫ থেকে ১৫ শতাংশ কমতে পারে। পৃথিবীতে সূর্যের আলো আসার হার ২০ থেকে ৩৫ শতাংশ কমে যেতে পারে, যে কারণে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। বৃষ্টির পরিমাণও কমে যাবে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ। পারমাণবিক অস্ত্রের কারণে পরিবেশের ওপর এসব বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ১০ বছরের বেশি সময় লাগতে পারে। এ ছাড়া কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে যাওয়ায় খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। যে কারণে যুদ্ধের পর অনাহারে বহু মানুষের মৃত্যু হবে বলেও আশঙ্কা করছেন গবেষকেরা।

বিনোদন কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করায় বিশিষ্ট সঊদী শিক্ষাবিদ আটক

সঊদী আরবের বিনোদন কর্তৃপক্ষের (জেনারেল ইন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি-জিইএ) নীতির সমালোচনা করায় দেশটির প্রখ্যাত দাঈ প্রফেসর ওমর আল-মুক্বিলকে আটক করা হয়েছে। তিনি মুহাম্মাদ বিন সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় আল-ক্বাছীম শাখার শারী'আহ বিভাগের শিক্ষক। এ ব্যাপারে তাঁর একটি বক্তব্যের ভিডিও প্রকাশ পাওয়ার পরপরই তাঁকে আটক করা হয়। যেখানে তিনি বলেন, জিইএ-এর কার্যক্রমে সমাজের মূল পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিনোদনের নামে আরবীয় সমাজকে তার বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে মূলতঃ আল্লাহ্র গযব ও শাস্তিকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা বিনোদনের বিরোধী নই। কিন্তু বিনোদনের নামে যেভাবে লজ্জা-শরমকে কুরবানী দেওয়া হচ্ছে, বিনোদনের নামে ভিনদেশী আগন্তুকদের আনা হচ্ছে, আমরা এর বিরোধী। তিনি বলেন, বিনোদন চলবে। তবে তা হ'তে হবে শারঈ নীতিমালার গণ্ডিতে।

উল্লেখ্য, গত বছর সঊদী আরবে সঙ্গীত তারকা মারিয়া ক্যারি, জ্যানেট জ্যাকসন এবং সিন পল-এর বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে জিইএ। একই বছর যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান ঘোষিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের আওতায় ৬,৪০০ কোটি ডলারের এক পরিকল্পনা ঘোষণা করে জিইএ কর্তৃপক্ষ।

শান্তিতে নোবেল পেলেন ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবু আহমাদ

এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন ইথিওপিয়ার জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী আবু আহমাদ আলী। শান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। গত ১১ই অক্টোবর নোবেল কমিটি উক্ত পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম ঘোষণা করে। এর মাধ্যমে তিনি ৮ম মুসলিম হিসাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন।

দুর্নীতি, একনায়কতন্ত্র, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সংঘাত-সংঘর্ষ, বাক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর নিজেদের মধ্যে বিবাদে প্রায় গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল ইথিওপিয়া। গত বছর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর আফ্রিকা মহাদেশের সর্বকনিষ্ঠ ৪৩ বছর বয়স্ক এ সরকারপ্রধান ইরিত্রিয়ার সঙ্গে ২০ বছর ধরে চলা যুদ্ধের অবসান, হাযারো রাজনৈতিক বন্দীকে

মুক্তিদান, সেন্সরশিপের নামে বন্ধ থাকা শত শত ওয়েবসাইট চালুকরণ, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত সামরিক ও বেসামরিক নেতাদের বহিষ্কার ইত্যাদি পদক্ষেপ খুব দ্রুততার সাথে নিয়ে সৎ ও যোগ্য নেতা হিসাবে ইথিওপীয়দের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছেন। এমনকি ক্ষমতায় এসেই আগের সরকারগুলোর সময়ে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর চালানো নির্যাতনের জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ইরিত্রিয়া একসময় ইথিওপিয়ার অংশ ছিল। ১৯৯৩ সালে ইরিত্রিয়া রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সংঘাতময় বৈরী সম্পর্ক বিরাজ করছিল। ১৯৯৮ সালে যা যুদ্ধে রূপ লাভ করে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৮০ হাযার মানুষ এতে নিহত হয়। এছাড়া ইথিওপিয়ায় ৯০টিরও বেশী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে। যাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়টি জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ।

১৯৭৪ সাল থেকে ইথিওপিয়ায় সেনা শাসন জারী রেখেছেন একনায়ক মেঙ্গিস্টু হাইলে মারিয়াম। ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি রাজনৈতিক বিবেচনায় হাযার হাযার মানুষকে হত্যা করেন এবং তার সময়ে দুর্ভিক্ষে কমপক্ষে ১০ লাখ মানুষ মারা গেছে। দেশের অস্থিরতা দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে গত বছর তিনি পদত্যাগ করেন এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাসীন হন।

আবু আহমাদ আফ্রিকা অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কের মতো নন। বরং বিস্ময়করভাবে সব নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সমান জনপ্রিয়। যার মূল কারণ হ'ল সকল গোষ্ঠীর প্রতি তার উদার দৃষ্টিভঙ্গি। এক জনসভায় তিনি বলেন, 'আপনারা যদি এ সময়ের গর্বিত নাগরিক হ'তে চান, তবে সব নৃ-গোষ্ঠীর মানুষকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। সবাইকে সমান ইথিওপীয় হিসাবে গণ্য করতে হবে'। বিশ্লেষকদের মতে, আফ্রিকার ইতিহাসে সেরা রাষ্ট্রনেতা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে।

উল্লেখ্য, ইথিওপিয়া-ইরিত্রিয়ার মধ্যে কৃত উক্ত শান্তি চুক্তি সঊদী বাদশাহ সালমানের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় ২০১৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর জেদ্দায় আয়োজিত এক শীর্ষ সম্মেলনে সম্পন্ন হয়।

মিসরের আগুন ম্যাসেজে নিরাময় হচ্ছে পেশীর যন্ত্রণা

প্রাচীন পদ্ধতিতে নানা চিকিৎসার মধ্যে আগুনের ব্যবহার একেবারে অচেনা নয়। তবে এভাবে জ্বলন্ত তোয়ালে দিয়ে পেশীর যন্ত্রণা দূর করার কথা আগে কখনো শোনা যায়নি। মিসরের এক চিকিৎসক এভাবেই তার রোগীদের পেশীর যন্ত্রণা নিরাময় করছেন।

মিশরের ঘারবিয়া এলাকার চিকিৎসক আব্দুর রহীম সাঈদ (৩৫) প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। আগুন ব্যবহার করার আগে তিনি প্রথাগত ম্যাসেজ দেন। প্রথমে শুরুটা হয় তেল দিয়ে, তারপর আসে সুগন্ধী ফুল থেকে তৈরী ওষুধ। এই প্রথাগত ম্যাসেজের লক্ষ্য থাকে, শরীরের যন্ত্রণার স্থানে রক্ত-চলাচল বাড়িয়ে তোলা।

প্রথাগত মাসাজের পর আসে আগুনের পালা। প্রথমে তিনি ম্যাসেজ নিতে আসা ব্যক্তির পিঠের উপর বেশ কয়েকটি তোয়ালে চাপিয়ে দেন। যাতে আগুন সরাসরি ত্বক স্পর্শ না করে। সবার উপরে অ্যালকোহলে ভেজা একটি তোয়ালে চাপিয়ে দেন এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেন। সেই আগুন ত্বকে ছুঁতে না পরলেও তার তাপ পৌঁছে যায় পেশী পর্যন্ত। এভাবে আগুনের তাপে শরীর থেকে অতিরিক্ত আর্দ্রতা বেরিয়ে যায়। ফলে পেশীতে যন্ত্রণার উপশম হয়। আব্দুর রহীমের কাছে ম্যাসেজ নেওয়া এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, তিনি আগে ঠিকমত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না। কিন্তু দু'বার এই আগুন ম্যাসেজ নেওয়ার পর তিনি এখন ১০০ ভাগ সুস্থ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

একসময়ে বসবাসের যোগ্য ছিল মঙ্গল : নাসা

রুক্ষ পাথরের লাল গ্রহ নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই বিজ্ঞানীদের। অনেক আগে থেকেই মঙ্গল গ্রহ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। সম্প্রতি মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা দীর্ঘ গবেষণার পর জানিয়েছে, এক সময়ে মঙ্গলে সমুদ্র ছিল এবং জীবজগৎ গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেনও ছিল।

তবে কয়েকশ' কোটি বছর আগেই আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে রুক্ষ মরুভূমিতে পরিণত হয় পৃথিবীর প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গল। ঠিক কি কারণে মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়া পরিবর্তন হ'তে শুরু করে, তা খতিয়ে দেখছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। আইসোটোপ অফ অক্সিজেন প্রক্রিয়ার সাহায্যে মঙ্গলে পানি ও অক্সিজেনের পরিমাণ আগে ঠিক কেমন ছিল, তা নির্দিষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

বর্তমানে মঙ্গল অতি শীতল এবং বসবাসের অযোগ্য মরুভূমিতে পূর্ণ। তবে এখানে পাওয়া শুকনো নদীখাত ও কিছু কিছু খনিজ পদার্থ পাওয়া যাওয়ায় বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে একসময় এখানে প্রচুর পানি ছিল। তবে সেই সময় সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কি-না, সেই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নন বিজ্ঞানীরা।

হীরা দিয়ে পৃথিবীকে মুড়িয়ে দেওয়া যাবে!

সোনা দামী হ'লেও হীরাকে চিরকালই আরও বিরল ও মূল্যবান রত্ন বলে গণ্য করা হয়। তবে নতুন একটি গবেষণা বলছে, পৃথিবীতে হীরার যে মজুদ রয়েছে, তার সবটা উত্তোলন করা গেলে পৃথিবীকে হীরায় মোড়ানো কঠিন কিছু নয়। গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এমআইটির একদল গবেষক। গবেষণা দলটি জানিয়েছে, পৃথিবীতে এর আগে হীরার যে মজুদ জানা গিয়েছিল, বাস্তবে তার চেয়ে হাযার গুণ বেশী হীরা রয়েছে পৃথিবীতে। এর পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেছে, ভূপৃষ্ঠের গভীরে কোয়াড্রিলিয়ন টন শুধু হীরাই মজুদ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের গভীরের গঠন আরও বিস্তারিত বোঝার জন্য শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা এ তথ্য উদঘাটন করেন।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং আত-তাহরীক টিভির বক্তব্যসমূহের অডিও-ভিডিও সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রমের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://multimedia.ahlehadeethbd.org

অফিসিয়াল Youtube চ্যানেল

ahlehadeeth andolon bangladesh

At-tahreekTV চ্যানেল

www.youtube.com/channel/UCc6cxJCSSaLxd4JE_GHxsEA

ফেসবুক পেজ

www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

HFB bangla Islamic lectures (Mobile app)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hfb.audio&hl=en

সার্বিক যোগাযোগ

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০০৫৯৪৪২।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন : নওগাঁ ২০১৯

ঈমানদার মানুষ ব্যতীত শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন সম্ভব নয়

নওজোয়ান মাঠ, নওগাঁ ১১ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের নওজোয়ান মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলে। তিনি বলেন, সূরা আছরে বর্ণিত চারটি গুণ বিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত সবাই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। অতএব যিনি যে পর্যায়েই থাকুন না কেন সকলকে উক্ত চারটি গুণ অর্জনের চেষ্টা করে যেতে হবে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সর্বতোভাবে উক্ত গুণ সমূহ অর্জনে এবং সমাজকে সেভাবে গড়ে তোলায় সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এই সংগঠনের দায়িত্বশীলরা যত বেশী বাধাহীনভাবে কাজ করতে পারবে, তত বেশী সমাজ দ্রুত পরিবর্তন হবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান, যেলা সোনামণির সহ-পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম ও যেলা আল-'আওনের সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ শাহীন প্রমুখ। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন সম্মেলনের আহ্বায়ক ফারূক ছিদ্দীকী।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

গত ৩০শে আগস্ট শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০১৯-২০২১ সেশনের মজলিসে আমেলা ও মজলিসে শূরা পুনর্গঠন ও যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মনোনয়নের পর গঠনতন্ত্রের ৮(৪-খ) ও ২২(৪) ধারা অনুযায়ী দেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি গঠনের কাজ ধারাবাহিকভাবে চলছে। ইতিমধ্যে গঠনকৃত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

১. মণিরামপুর, যশোর ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার মণিরামপুর উপযেলাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আ.ন.ম. বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। ডা. আ.ন.ম. বযলুর রশীদকে সভপতি ও মাওলানা মুনীরুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য আছর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভা শেষে মুহাম্মাদ মকবূল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. কুষ্টিয়া ৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশিমুদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও শূরা সদস্য তরীকুয্যামান। সভা শেষে মাস্টার হাশিমুদ্দীন সরকারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাসান আল-মাহমূদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য তরীকুযযামান। সভা শেষে মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

৫. কালদিয়া, বাগেরহাট ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলা শহরের পার্শ্ববর্তী কালদিয়া আল-মারকাযুল ইসলামী মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ গোলাম মোক্তাদির। সভা শেষে মাওলানা আহমাদ আলী রহমানীকে সভাপতি ও মাওলানা যুবায়ের ঢালীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. শাসনগাছা, কুমিল্লা ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক

পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার ও দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। সভা শেষে মাওলানা ছফিউল্লাহকে সভাপতি ও মাওলানা জামীলুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭. পাঁচদোনা, নরসিংদী ১১ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন পাঁচদোনা বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার ও দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। সভা শেষে মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৭ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির ও শূরা সদস্য আলহাজ্জ আব্দুর রহমান। সভা শেষে মাওলানা আব্দুল মান্নানকে সভাপতি ও মাওলানা আলতাফ হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. ঢাকা-দক্ষিণ, বংশাল ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আন্দোলন'-এর ঢাকা অফিসে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ আহসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা-দক্ষিণ যেলা কমিটি নতুনভাবে গঠন করা হয়।

১০. গোবরচাকা, খুলনা ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভা শেষে মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১১. রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর উপযেলাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। সভা শেষে মাওলানা আব্দুল্লাহকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় মেহমান অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা এদিন এখানে জুম'আর খুৎবা দেন।

১২. ঢাকা-উত্তর, জীরানী ২০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আন্দোলন'-এর জীরানী-পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঢাকা-উত্তর যেলার কমিটি গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্জ ফযলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও ঢাকা-দক্ষিণ যেলার উপদেষ্টা তাসলীম সরকার। সভা শেষে মাওলানা সাইফুল ইসলামকে সভাপতি ও ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা-উত্তর যেলা কমিটি গঠন করা হয়। সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এদিন এখানে জুম'আর খুৎবা দেন।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান ২০১৯-২০২১ সেশন থেকে ঢাকা যেলাকে পৃথক করে ঢাকা-দক্ষিণ ও ঢাকা-উত্তর নামে দু'টি পৃথক সাংগঠনিক যেলা কমিটি নতুনভাবে গঠিত হয়।

১৩. সোহাগদল, পিরোজপুর ২৪শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহবূব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। সভা শেষে মুহাম্মাদ মাহবূব আলমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহবূব হাসান মুরাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৪. পাবনা ২৫শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মাদারবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও শূরা সদস্য তরীকুয্যামান। সভা শেষে মাওলানা বেলালুদ্দীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ সোহরাব আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

১৫. গোপালগঞ্জ ২৫শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মিয়াঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ফরহাদ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। সভা শেষে মাওলানা মুহাম্মাদ ফরহাদ হোসাইনকে সভাপতি ও মৌলভী শরাফত আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৬. ফরিদপুর ২৬শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরস্থ ফরিদপুর সরকারী উচ্চবিদ্যালয় মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। সভা শেষে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ নো'মানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৭. মণিপুর গাযীপুর ২৬শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মণিপুর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভা শেষে মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৮. উলিপুর, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ২৬শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উলিপুর থানাধীন পাঁচপীর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহফুযুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯. বিরামপুর, দিনাজপুর-পূর্ব ২৬শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর থানাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ শহীদুল আলমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ যাকির হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২০. ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম-উত্তর ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার ভুরুঙ্গামারী থানাধীন আন্ধারীঝাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

২১. মাগুরা ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার মুহাম্মাদপুর থানাধীন মউলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মাগুরা যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২২. শরীয়তপুর ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার বদরগঞ্জ থানাধীন ছয়গাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' শরীয়তপুর যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান। সভা শেষে মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম সরকারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ব্যাপারীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৩. দৌলতপুর, কুষ্টিয়া-পশ্চিম ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার দৌলতপুর থানাধীন বাযারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য তরীকুযযামান। সভা শেষে মাস্টার আমীরুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুহসিন আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৪. নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সভা শেষে অধ্যাপক আব্দুল

লতীফকে সভাপতি ও মাওলানা দুররুল হুদাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৫. আদিতমারী, লালমণিরহাট ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোঁচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। সভা শেষে মাওলানা শহীদুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬. হবিগঞ্জ ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার লাখাই থানাধীন আমানুল্লাহপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হবিগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মাওলানা এ. কে. এম জাফর আলীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৭. মানিকগঞ্জ ৩০শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের পার্শ্ববর্তী নারাঙ্গাই গ্রামে অবস্থিত মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলামের বাড়ীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মানিকগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সভাপতি ও শেখ শামীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কর্মী সমাবেশ

পীরগাছা, রংপুর ১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর পীরগাছা থানাধীন পীরগাছা দারুসসালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পীরগাছা উপযেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল মালেক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দাঈ ও শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক লাল মিয়াঁ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতীকুর রহমান ও উপদেষ্টা আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

ঢাকা ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার উদ্যোগে বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক জুনায়েদ মুনীর। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন।

মাসিক ইজতেমা

ঢাকা ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে পুরানা মোগলটুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'র সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'র নেতৃবৃন্দসহ মসজিদের মুছল্লীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যুবসংঘ

দাঈ প্রশিক্ষণ ২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ : অদ্য সকাল ৬-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী পূর্ব পার্শ্বস্থ মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে দাঈ প্রশিক্ষণ ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ।

প্রশিক্ষণের শেষ অধিবেশনে 'বর্তমান দ্বন্দ্বমুখর সমাজে দাঈদের ভূমিকা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্যানেল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং পিস টিভির সাবেক আলোচক মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

উল্লেখ্য যে, ১৭টি যেলা থেকে মোট ৪৫ জন বাছাইকৃত ইমাম, খতীব ও দাঈ উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়।

মহিলা সংস্থা

ঢাকা ৪ঠা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর বংশালস্থ 'আন্দোলন' অফিসের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মিলনায়তনে মাসিক মহিলা তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় পৃথক কক্ষ থেকে মাইক্রোফোনের সাহায্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'র সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ। তাবলীগী ইজতেমায় মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে 'মহিলাসংস্থা'র সদস্যা ও সমর্থকবৃন্দ যোগদান করেন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : যাকাতের অর্থ বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ হিসাবে বিতরণ করা যাবে কি?

-মুখতারুল ইসলাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : যাকাতের টাকা বন্যার্ত অসহায়দের মাঝে ত্রাণ হিসাবে বিতরণ করা যাবে। কারণ যাকাতের সম্পদ যে সকল খাতে বণ্টন করতে বলা হয়েছে তাদের মধ্যে মিসকীন বা সহায়সম্বলহীনগণ অন্যতম *(তওবা ৯/৬০)*। এমনকি বন্যার্ত অসহায় ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় ধনী হ'লেও তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পাঁচ শ্রেণীর লোক ব্যতীত ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। (১) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে যোগদানকারী (২) যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (৪) গরীবের প্রাপ্ত যাকাতের মাল ধনীর জন্য ক্রয় করা (৫) মিসকীন প্রতিবেশী নিজের প্রাপ্ত যাকাত হাদিয়া হিসাবে প্রদান করলে ধনীর জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ' *(আবুদাঊদ হা/১৬৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৭২৫০)*। বন্যার্ত ব্যক্তিরা মিসকীনদের মধ্যে গণ্য।

প্রশ্ন (২/৪২) : খালা কি মায়ের স্থলাভিষিক্ত? খালার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মর্যাদা ও গুরুত্ব জানতে চাই।

-রাফীয়া তাসনীম, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : খালাগণ (সদাচরণের ক্ষেত্রে) মায়ের স্থলাভিষিক্ত *(বুখারী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৩৩৭৭)*। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো মহাপাপ করে ফেলেছি। আমার জন্য কি ক্ষমার দরজা খোলা আছে? তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, তোমার কি খালা জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তার সাথে সদাচরণ কর' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৩৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৪, ২৫২৬)*। অন্যত্র এসেছে, উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত তিনি তার দাসীকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর তার ঘরে নবী করীম (ছাঃ)-এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি জানেন আমি আমার দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি তা করেছ? মায়মূনা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি যদি তোমার মামা-খালাদের বা বোনদের এটা দান করতে তাহ'লে তোমার জন্য বেশী নেকীর কাজ হ'ত' *(বুখারী হা/২৫৯২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২৬)*। আয়েশা (রাঃ)-এর কোন সন্তান ছিল না। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে তার বোনের ছেলের নামে উপনাম রাখতে বলেন। সেজন্য আয়েশাকে উম্মে আব্দুল্লাহ বলা হ'ত, যা খালার মর্যাদার প্রমাণ বহন করে *(আবুদাঊদ হা/৪৯৭০; আহমাদ হা/২৬২৮৫)*। অর্থাৎ বড় বোন আসমার ছেলে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের-এর মা।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : মসজিদে উঁচু মিনার তৈরি করা যাবে কি? আর তাতে চাঁদের ছবি আঁকানো বা আল্লাহু আকবার লেখা যাবে কি?

-আব্দুল হালীম, সন্তোষপুর, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : আযান দেওয়ার জন্য মসজিদে উঁচু মিনার তৈরি করা যাবে। কারণ এতে দূরবর্তী লোকদের আযান শোনানো সহজ হয়। আর আযানের স্বর যত উচ্চ হয়, ততই উত্তম *(আবুদাঊদ হা/৪৯৯, সনদ ছহীহ; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৩০৮)*। আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব বলেন, সুন্নাত হ'ল আযান মিনারে হবে এবং ইক্বামত মসজিদে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) এভাবেই আমল করতেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩৪৫; তামামুল মিন্নাহ ১/১৪৬, সনদ ছহীহ)*।

আর মিনারে চাঁদের প্রতীক স্থাপন নির্ভর করবে কর্তৃপক্ষের নিয়তের উপরে। যদি সেটিকে মসজিদ বুঝানোর জন্য স্থাপন করা হয় তাহ'লে জায়েয। আর অন্যকোন উদ্দেশ্য হ'লে জায়েয হবে না। সাধারণভাবে চাঁদ-তারা কোন ইসলামী নিশানা হওয়ার ব্যাপারে শারঈ কোন দলীল নেই। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এমনকি পরবর্তী যুগেও এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে মধ্যযুগে তুর্কী শাসকগণ খৃষ্টানদের ক্রুসের বিপরীতে ইসলামী নিদর্শন হিসাবে চাঁদ-তারা নির্বাচন করেছিলেন এবং এটি তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আধুনিক যুগে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলামী সংস্থাসমূহ তাদের পতাকায় ক্রুসের বিপরীতে ইসলামী নিদর্শন হিসাবে চিহ্নটি ব্যবহার করে থাকে *(উইকিপিডিয়া)*। এতে ওলামায়ে কেরাম বিশেষ কোন আপত্তি তোলেননি। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহূদী ও নাছারাদের বিপরীত কর' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২১৮৬)*। তবে কতিপয় বিদ্বান কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনের সম্ভাবনা থেকে দূরে থাকতে এমন চিহ্ন ব্যবহার না করাই উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন *(উছায়মীন, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৬/১৭৮)*।

একইভাবে মিনারের উপরে 'আল্লাহু আকবার' লেখার বিষয়টি নির্ভর করবে কর্তৃপক্ষের নিয়তের উপর। এর দ্বারা যদি অমুসলিমদের উপাসনালয় সমূহের বিপরীতে মুসলিমদের মসজিদ বুঝানো হয়, সেক্ষেত্রে এটি জায়েয হ'তে পারে। তবে সাধারণভাবে কোন মসজিদের মিনারে এরূপ লেখার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। বিশেষতঃ মিনারের উপরে শুধুমাত্র 'আল্লাহ' লেখা আদৌ জায়েয নয়। একইভাবে তা গাড়ীতে বা বাড়ীতে লেখা বা ঝুলানো জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ কোন সাইনবোর্ড নয়, বরং তিনি হ'লেন মা'বূদ। যাঁকে বান্দা হৃদয়ে স্মরণ করবে ও তাঁর ইবাদত করবে।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : কবরে যারা মুক্তি পেয়ে সুখে-শান্তিতে অবস্থান করবে, বিচারের পর তাদের জাহান্নামে যাওয়ার

সম্ভাবনা আছে কি?

-জসীমুদ্দীন, দক্ষিণপাড়া, মহাখালী, ঢাকা।

উত্তর : যারা কবরে শান্তিতে থাকবেন, তারা ক্বিয়ামতের দিন হিসাবের পরেও জান্নাতে প্রবেশ করবেন ইনশাআল্লাহ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে প্রথম মনযিল হ'ল কবর। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিল সমূহে মুক্তি পাওয়া সহজতর হবে। আর যদি এখানে মুক্তি না পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলি আরও কঠিন হয়ে যাবে'... *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; মিশকাত হা/১৩২, সনদ হাসান)*।

তবে যারা বান্দার হক নষ্ট করার অপরাধে অভিযুক্ত তাদের জন্য জাহান্নামে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর যুলুম করেছে সে যেন আজই তার থেকে মাফ নিয়ে নেয়, তার ভাই তার কাছ থেকে এর জন্য নেকী কেটে নেওয়ার পূর্বে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোন দীনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকী না থাকে তবে তার (মযলূম) ভাইয়ের গোনাহ তার উপর ছুঁড়ে মারা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(বুখারী হা/৬৫৩৪; মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের মধ্যে যার টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত নেই, সে-ই নিঃস্ব। তিনি বললেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি নিঃস্ব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে ছালাত-ছিয়াম ও যাকাত আদায় করে আসবে। কিন্তু সাথে সাথে সেসব লোকদেরকেও নিয়ে আসবে, যাদেরকে সে গালি দিয়েছে, কারু বিরুদ্ধে অপবাদ রটিয়েছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। এসব ব্যক্তিদেরকে তার নেকীগুলি দিয়ে কাফফারা দেওয়া হবে। অতঃপর যখন তার নেকী শেষ হয়ে যাবে অথচ পাওনাদারদের পাওনা তখনো বাকী থাকবে, তখন পাওনাদারদের গোনাহ তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : কিস্তিতে ফ্ল্যাট কিনলে তা কি সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে? উল্লেখ্য, সেখানে এককালীন মূল্য পরিশোধে বড় অংকের ছাড় দেয়া হয়।

-শামসুল আলম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : নির্ধারিত মেয়াদ ভিত্তিক কিস্তিতে পণ্যমূল্য পরিশোধ করা জায়েয। যদি সেখানে নগদে এক মূল্য এবং বাকীতে অধিক মূল্য না হয়। বাকীতে অধিক মূল্য নিলে সেটি সূদ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যবসায়ে নগদে এক বিক্রি ও বাকীতে আরেক বিক্রি নিষেধ করেছেন। আর তা হ'ল, 'বিক্রেতা বলবে, বস্তুটি বাকীতে অত টাকায় এবং নগদে এত টাকায়' *(আহমাদ হা/৩৭৮৩, ১/৩৯৮ 'ছহীহ লেগায়রিহী' আরনাঊত্ব; ইরওয়া হা/১৩০৭-এর আলোচনা ৫/১৪৯; ছহীহাহ হা/২৩২৬-এর আলোচনা ৫/৪২০-২১ পৃ.; বিস্তারিত দ্রঃ 'বায়'এ মুআজ্জাল' বই)*।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : মুক্বীম অবস্থায় কোন কারণ ছাড়াই ছালাত জমা করায় বাধা আছে কি?

-আব্দুল কাদের, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : জায়েয আছে। তবে বিনা কারণে এটা করা সমীচীন নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা মদীনায় যোহর ও আছরের ছালাত এবং মাগরিব ও এশার ছালাত একত্রে জমা করে পড়লেন, কোন ভয়-ভীতি কিংবা সফরের ওযর ছাড়াই। জিজ্ঞেস করা হ'ল, কেন তিনি এটা করলেন? উত্তরে ইবনু আব্বাস বললেন, যাতে উম্মতের কষ্ট না হয়' *(বুখারী হা/৫৪৩; মুসলিম হা/৭০৫)*। এটি জায়েয রাখা হয়েছে এজন্য যে, বিশেষ অবস্থায় যেন উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে অনীহা বোধ না করে। ইমাম আহমাদ সহ জমহূর বিদ্বানগণের মতে, এই হাদীছ বিশেষ শারঈ ওযর যেমন বৃষ্টি, ভয়, অসুস্থতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব ওযর ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় এভাবে নিয়মিত ছালাত জমা করা ঠিক হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) জীবনে মাত্র একবারই এরূপ করেছিলেন। আর ছাহাবী ও তাবেঈদের মধ্যেও কোন শারঈ ওযর ব্যতীত এটির আমল পাওয়া যায় না *(নববী, শরহ মুসলিম ৫/২১৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩০৪-৫)*। যেভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত আমল ছিল ফজরের ছালাত গালাসে (অন্ধকারে) পড়া। কিন্তু মাত্র একবার তিনি ইসফারে অর্থাৎ ফর্সা হ'লে পড়েন *(আবুদাঊদ হা/৩৯৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৫৩-৫৪ পৃ.)*। শুধুমাত্র বিশেষ অবস্থায় জায়েয রাখার জন্য। কিন্তু হানাফী মাযহাবের ভাইয়েরা সেটাকেই স্থায়ী রীতি করে নিয়েছেন।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : আমার স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের পর সে কাযী ডেকে তালাকনামা লিখে আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তা গ্রহণ করেছি। আমাদের ছয় বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। এখন সে আমার সাথে সংসার করতে চায়। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-ওয়ালিউর রহমান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কেবল 'খোলা' হয়েছে। আর 'খোলা'-র ইদ্দত হ'ল এক ঋতু *(নাসাঈ হা/৩৪৯৭)*। এক্ষণে উক্ত নারীর সাথে সংসার করতে চাইলে একমাস ইদ্দত পালন শেষে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করবে। 'খোলা' অর্থ মালের বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রীর পৃথক হওয়া *(বাক্বারাহ ২/২২৯-এর শেষাংশ)*। এ সময় স্বামী কেবল তখনই মালের বিনিময় পাবে, যখন সে স্ত্রীর মোহরানা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে রাখবে। নচেৎ স্ত্রীর নিকট থেকে বিনিময়ের দাবী করা যাবে না *(দ্র. 'তালাক ও তাহলীল' বই ২৩ পৃ.)*।

সুতরাং এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল, খোলাকারিনী পুনরায় বিবাহে রাযী হ'লে মোহর নির্ধারণপূর্বক নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে *(বাক্বারাহ ২/২৩২)*। যেখানে অলী ও দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী থাকবেন *(ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৭)*।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : হাজীগণ কখন হালাল হয়ে যান?

-রফীকুল ইসলাম, বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর : হাজীগণ তখনই পূর্ণ হালাল হবেন যখন তাওয়াফে ইফাযাহ সম্পন্ন করবেন ও যাদের সাঈ বাকী রয়েছে তা

সম্পন্ন করবেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১১/৩৪৯; দ্র. 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই 'বিদায়ী ত্বাওয়াফ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, জামরায়ে আক্বাবায় পাথর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন এবং তামাত্তু' ও কেরানকারী হাজীগণ কুরবানীর পরই সাধারণভাবে হালাল হয়ে যান। তবে এই হালালে হাজীগণ স্ত্রী মিলন করতে পারবেন না, যতক্ষণ না তারা তাওয়াফে ইফাযাহ ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে পূর্ণ হালাল হবেন *(দ্র. 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই 'মিনায় প্রত্যাবর্তন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক পুরাতন কুরআন পুড়িয়ে ফেললে সমাজে বিভ্রান্তি তৈরী হয়। এমনকি ভুল বোঝাবুঝির কারণে হানাহানি পর্যন্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে করণীয় কি?

-আব্দুল লতীফ, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যদি পুড়িয়ে ফেলার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তা মানুষের পথচলার স্থান থেকে দূরে কোন পবিত্র স্থানে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১২/৫৯৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৪/১৩৮)*। হযরত ওছমান (রাঃ) কুরায়শী মুছহাফ রেখে বাকীগুলি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন *(বুখারী হা/৪৯৮৭; মিশকাত হা/২২২১)*

প্রশ্ন (১০/৫০) : আমরা তিন বোন (একজন মৃত তবে তার সন্তান রয়েছে) ও তিন ভাই (একজন জীবিত, দুই জন মৃত তবে সন্তান রয়েছে) ও আমাদের মা জীবিত আছেন। আমাদের মা অসুস্থ থাকাকালীন আমাদের ছোট বোন ছোট ভাইয়ের সহযোগিতায় লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লিখে নিয়েছে। এক্ষেত্রে কারা কারা দায়ী হবে এবং মাকে দায়মুক্ত করতে করণীয় কী?

-রশীদা হক, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : এক্ষেত্রে মা, ছোট বোন ও সহযোগিতাকারী ভাই দায়ী হবে। অন্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করে যুলুম করার কারণে ক্বিয়ামতের দিন তারা কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত যমীন জোর করে দখল করে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক যমীন বেড়ী পরানো হবে *(বুখারী হা/২৪৫৪; মিশকাত হা/২৯৫৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমি দখল করে, তাকে আল্লাহ হাশরের ময়দানে উক্ত মাটি মাথায় করে বহন করতে বাধ্য করবেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৯৫৯; ছহীহাহ হা/২৪২)*। এক্ষণে দায়ী তিনজনকে দায়মুক্ত করতে হ'লে অনতিবিলম্বে অন্যায়ভাবে গৃহীত সম্পত্তি শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সকল ওয়ারিছের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বণ্টন করে দিতে হবে এবং কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। নতুবা তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

প্রশ্ন (১১/৫১) : মৃত্যুর চল্লিশ দিনের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করা যাবে না, মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

-ফযলুল হক, সাভার, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ কোন হাদীছ নেই। বরং যত দ্রুত সম্ভব মাইয়েতের সম্পত্তি বণ্টন করে নেওয়া ওয়াজিব। কেননা দেরী করলেই নানা ফিৎনা সৃষ্টি হ'তে পারে। তবে মাইয়েতের ঋণ ও অছিয়ত পূরণের জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। তাছাড়া ওয়ারিছদের সম্মতি থাকলেও বণ্টনে অপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় বণ্টনে দেরী করা ঠিক নয় *(নিসা ১১)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : জিন কি মারা যায়? তাদের দাফন-কাফন কিভাবে হয়?

-লিয়াকত আলী খান, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় জিনদেরও মৃত্যু হয় *(আহক্বাফ ১৮; ক্বাছাছ ৮৮)* এবং তাদেরকেও কবর থেকে পুনরুত্থান ঘটানো হবে *(আন'আম ১৩০; হূদ ১১৯)*। তবে তারা কত বছর বাঁচে বা কিভাবে তাদের কাফন-দাফন করা হয় অথবা ইবলীসের মত তারাও ক্বিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবে কি-না এসব বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে সরাসরি কোন কিছু বর্ণিত হয়নি।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : এক ব্যক্তি বলেছেন, শনিবারে মাছ ধরা যাবে না। এই দিন মাছ ধরলে চেহারা বিকৃত হয়ে মৃত্যু ঘটবে। এটা কি ঠিক?

-আশরাফুল ইসলাম, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

উত্তর : শনিবারসহ সপ্তাহের প্রতিদিন মাছ ধরা বা শিকার করা জায়েয। এ ব্যাপারে ইসলামী শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে দাঊদ (আঃ)-এর যুগে বনু ইস্রাঈলদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ শনিবারে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ছিল *(আ'রাফ ১৬৩)*। তারা তা অমান্য করায় আল্লাহ্র হুকুমে তারা শুকর-বানরে পরিণত হয়ে ধ্বংস হয় *(বাক্বারাহ ৬৫)*। তাদের শরী'আত উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য পালনীয় নয় *(মায়েদাহ ৪৮)*।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : আমরা পাঁচ বোন ও এক ভাই। আব্বা ও আম্মা জীবিত আছে। আমরা কিছু সম্পত্তি নিয়ে বাকী সম্পত্তি আমার একমাত্র ভাইকে লিখে দিতে চাই। এরূপ করলে কি আমার পিতা-মাতা গুনাহগার হবেন?

-রোকসানা, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : যদি সকল সন্তানের সম্মতি থাকে, তবে কোন সন্তানকে পিতা অধিক সম্পদ লিখে দিতে পারেন। এতে পিতা গুনাহগার হবেন না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৫০-৫৩)*। তবে স্মর্তব্য যে, সম্পদ বণ্টনের বিধান হ'ল পিতার মৃত্যুর পর শরী'আত মোতাবেক বণ্টন করা *(নিসা ১১)*। কেউ পূর্বে অন্যায়ভাবে বণ্টন করলে তা গৃহীত হবে না। এভাবে করলে উত্তরাধিকারীদের কর্তব্য হবে পুনরায় শরী'আত মোতাবেক বণ্টন করে নেওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি কোন নারী বা পুরুষ ষাট বছর পর্যন্ত আল্লাহ্র ইবাদত করে, অতঃপর যখন তাদের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন তারা অছিয়তের দ্বারা উত্তরাধিকারীদের ক্ষতি করে। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের জন্য জাহান্নামের আগুন অবধারিত হয়ে যায় *(আবুদাঊদ হা/২৮৬৭; মিশকাত হা/৩০৭৫; যঈফুল জামে' হা/১৪৫৭, অত্র হাদীছটি আলবানী ও আরনাঊত্ব যঈফ বলেছেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযী হাসান*

ছহীহ বলেছেন। সনদের দিক দিয়ে হাদীছটি ছহীহ না হ'লেও সমর্থক হাদীছ থাকায় এটি মর্মগতভাবে ছহীহ)।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : সুন্নাত ছালাত আদায় করার সময় দেখা যায়, মুছল্লীরা সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। এমন অবস্থায় সুৎরা রেখে অতিক্রম করলে শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আমীরুল ইসলাম, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : এমতাবস্থায় তার সিজদার স্থানের বাহির দিয়ে অতিক্রম করা যাবে *(বুখারী হা/৪৯৬; মুসলিম হা/৫০৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সুৎরার বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন বস্তুকে সম্মুখে রেখে ছালাত আদায় করবে যা তাকে লোকদের থেকে সুৎরা বা পর্দা স্বরূপ হবে, এমতাবস্থায় তার সম্মুখ দিয়ে (সুৎরার মধ্য দিয়ে) যদি কেউ অতিক্রম করতে চায়, তাহ'লে সে যেন তাকে বাধা দেয়। কেননা সে শয়তান' *(বুঃমুঃ মিশকাত হা/৭৭৭ 'ছালাত' অধ্যায় 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ*। আজকাল বিভিন্ন মসজিদে সুৎরা বানিয়ে রাখা হয়। যা মুছল্লীর সামনে রেখে যাতায়াত করা হয়। এটি সামনে দিয়ে যাবার শামিল। শরী'আতে এর কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : বয়স ও অসুস্থতার কারণে যদি কাতারের মধ্যখানে চেয়ার নিয়ে দাঁড়ান তবে চেয়ারটি পিছনের কাতারে চলে যাওয়ায় পিছনের মুছল্লীদের সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে তাদের জন্য করণীয় কি হবে? তারা কি কাতার সোজা রাখতে বসেই ছালাত আদায় করবেন, যাতে চেয়ার পিছনের কাতারে না ঠেলে দিতে হয়?

-আব্দুর রহমান, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : যারা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে সক্ষম তারা দাঁড়িয়েই ছালাত আদায় করবে *(ত্বোয়াহা ১৪)*। বাধ্যগত অবস্থায় বসে বা শুয়ে ইশারায় ছালাত আদায় করবে *(আলে ইমরান ১৯১; বুখারী হা/১১১৭; মিশকাত হা/১২৪৮; ছহীহাহ হা/৩২৩)*। এক্ষেত্রে প্রথমত তারা কাতারের কোন প্রান্তে বা শেষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। মুছল্লী সংকট হ'লে কাতারের সাথে মিলে দাঁড়াবে এবং চেয়ার পিছনে রাখবে। আর এক্ষেত্রে এমন মোড়া বা চেয়ার ব্যবহার করবে যা পেছনের মুছল্লীর জায়গা দখল না করে বা তাদেরকে কষ্ট না হয়। আর যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হয় তাহ'লে চেয়ার বা মোড়া কাতারে রেখেই ছালাত শুরু করবে। এ সময় পায়ে পা নয় বরং কাঁধ বরাবর কাতার মিলানোই যথেষ্ট হবে অর্থাৎ চেয়ারের পেছনের পায়া মুছল্লীদের পা বরাবর রাখতে হবে *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০১৫, ১৮/১০ সংখ্যা 'দিশারী' কলাম)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : অসুস্থতার কারণে আমি টানা ৩/৪ মাস ছালাত আদায় করতে পারিনি। এক্ষণে সুস্থতা লাভের পর আমাকে উক্ত ছালাত সমূহের ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?

-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তর : ক্বাযা আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতের কথা ভুলে যায় অথবা ছালাত না পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তার কাফফারা হ'ল স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সে যেন সেটি আদায় করে নেয়'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, এটি ব্যতীত তার কোন কাফফারা নেই' *(বুখারী হা/৫৯৭; মুসলিম হা/৬৮৪ (৩১৪); মিশকাত হা/৬০৩)*। ছাহাবী আম্মার (রাঃ) তিনদিন বেহুঁশ থাকার পর জাগ্রত হয়ে ক্বাযা ছালাতগুলো আদায় করে নিয়েছিলেন *(আল-মুগনী ১/২৪০)*। অজ্ঞান অবস্থা দীর্ঘায়িত হ'লে বা সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তওবা করুন বা না করুন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। কারণ তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের সাধ্য মত' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : যারা ছালাত পড়ে না, তাদের সালাম না দিলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-মুকাররম হোসাইন, বায়পুরা, নরসিংদী।

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী অথবা ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে ছালাত তরক করে কিংবা উদাসীনভাবে ছালাত আদায় করে ও তার প্রকৃত হেফাযত করে না, সে ব্যক্তি ফাসেক *(বিস্তারিত দ্রঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩২-৩৫ পৃ.)*। ফাসেক ব্যক্তিকে সালাম না দেওয়াই ছিল সালাফে ছালেহীনের রীতি। যেমন ছাহাবী জাবের (রাঃ) ফাসেক গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সালাম দেননি *(বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০২৫)*। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি পরিচিত বা অপরিচিত সকলকে সালাম দাও' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৬২৯)*। সে হিসাবে হেদায়াতের উদ্দেশ্যে ফাসেককে সালাম দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : পালকপুত্র ওয়ারিছ হ'তে পারে কি? তাকে কতটুকু অছিয়ত করা যাবে?

-নূরুল ইসলাম, ভাড়ালীপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : পালকপুত্র নিজের পুত্র নয়। অতএব সে ওয়ারিছ হবে না *(আনফাল ৭৫)*। তবে পালক পিতা চাইলে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত যে কাউকে অছিয়ত করতে পারেন *(বুখারী হা/১২৯৫; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্ন (২০/৬০) : আমি ফেইসবুক-টুইটার ব্যবহার করে দাওয়াতী কাজ করি। কিন্তু বিয়ের পর স্বামী এথেকে নিষেধ করেন। এক্ষণে তার এ নির্দেশনা মেনে চলা কি আমার জন্য আবশ্যিক?

-নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : স্বামীর যেকোন ইসলামী আদেশ পালন করা অপরিহার্য। অন্যকে দাওয়াত দেওয়া ফরযে কেফায়া। আর স্বামীর আনুগত্য করা ফরযে আইন। অতএব স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে পর্দার বিধান মেনে দাওয়াতী কাজ করা উত্তম কাজ। মনে রাখতে হবে যে, ফেসবুক-টুইটারে কেবল মেয়েরাই দাওয়াত শুনে না, বরং পর পুরুষেরাও দাওয়াত পায়। যা তাদেরকে প্রলুব্ধ করতে পারে। সেকারণ বাসায় বসে পর্দার মধ্যে প্রতিবেশী মা-বোনদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করাই সর্বোত্তম। যেভাবে উম্মাহাতুল মুমিনীন করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী হ'ল পর্দার বস্তু। যখন সে বের হয় শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়' *(তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯)*।

প্রশ্ন (২১/৬১) : পিতা-মাতার মাঝে গণ্ডগোল লাগলে সন্তানের করণীয় কি?

-উম্মে হাসীবা
রেহাইয়ের চর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সন্তানের নিকট পিতা-মাতা উভয়ের মর্যাদা সমান। যদিও সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে। আর পিতা-মাতার মধ্যে মনোমালিন্য হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে খুশী হয় *(মুসলিম হা/২৮১৩; মিশকাত হা/৭১)*। অতএব এক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্ব হ'ল নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়গুলি বিবেচনা করে উভয়কে সচেতন করা এবং বুঝিয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' *(নিসা ৪/১৩৫)*। পরস্পরে মীমাংসা করে দেওয়ার কাজটি অত্যন্ত নেকীর কাজ। এটি না করলে পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে যা সন্তানের জন্য বড়ই বেদনাদায়ক হবে। পরস্পরে মীমাংসা করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে (নফল) ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বা অপেক্ষা উত্তম আমলের কথা বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, বিবদমান দু'ব্যক্তির মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পরে সম্পর্ক বিনষ্ট করা হ'ল দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয়' *(তিরমিযী হা/২৫০৯; মিশকাত হা/৫০৩৮)*। সর্বোপরি তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতির জন্য দো'আ করবে।

প্রশ্ন (২২/৬২) : ব্যবসার ক্ষেত্রে আমি মানত করেছি যে মোট লাভের ১০ শতাংশ আমি দান করব। এক্ষণে উক্ত দানের অর্থ মসজিদ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে কি?

-আরীফুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মানতের টাকা মসজিদ নির্মাণের কাজে দান করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র আনুগত্যের উদ্দেশ্যে কেউ মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ করে। আর কেউ আল্লাহ্র অবাধ্যতার মানত করলে সে যেন তা পূর্ণ না করে *(বুখারী হা/৬৬৯৬; মিশকাত হা/৩৪২৭)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদে যাকাতের টাকা ছাড়া সব টাকা প্রদান করা যাবে।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : রামাযান মাসে সূর্য গ্রহণ এবং চন্দ্র গ্রহণ একই সাথে হওয়া ইমাম মাহদীর আগমনের সাথে কোন সম্পর্ক আছে কি?

-তাকী, তাহমীদ, সা'দ
ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তর : এটি শী'আদের আক্বীদা। তারা মনে করে, যে রামাযান মাসের প্রথম রাতে চন্দ্র গ্রহণ এবং ১৫তম দিন সকালে সূর্য গ্রহণ হবে সেই মাসেই ইমাম মাহদী আগমন করবেন। উক্ত মর্মে দারাকুৎনীতে মুহাম্মাদ বিন আলী থেকে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(দারাকুৎনী হা/১৮১৬; আল-মাওসূ'আতু ফী আহাদীছিল মাহদী আয-যাঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ১৬৯ পৃ.)*। বরং রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমুহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো জীবন ও মৃত্যুর কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। এর মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের সতর্ক করেন' *(বুখারী হা/১০৪৮; মুসলিম হা/৯১১)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : ছালাতের শেষ বৈঠকে কুরআনী দো'আ পাঠ করার ক্ষেত্রে আঊযুবিল্লাহ বা বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে কি?

-মোরশেদুল ইসলাম
কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : ছালাতের শেষ বৈঠকে কুরআনী দো'আ পাঠ করলে সে সময় আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে না। কারণ এটি দো'আর উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়, তেলাওয়াতের জন্য নয়। আর 'আঊযুবিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করার বিধান কেবল তেলাওয়াতের সূচনাতে *(নাহল ১৬/৯৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : অধ্যয়নে মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য কোন দো'আ বা আমল আছে কি?

রাতুল, ঢাকা।*

**[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : অধ্যয়নে মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য নিম্নের দো'আসমূহ পাঠ করা যায়। (ক) رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا– (রব্বি ঝিদনী 'ইল্মা)। 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর' *(ত্বোয়াহা ২০/১১৪)*। এছাড়াও পড়া যায় (খ) اَللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا– (আল্লাহুম্মানফা'নী বেমা 'আল্লামতানী ওয়া 'আল্লিমনী মা ইয়ানফা'উনী ওয়াযিদনী 'ইলমা)।

'হে আল্লাহ! আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছ তা দ্বারা আমাকে উপকৃত কর। আর আমাকে শিক্ষা দাও যা আমার উপকারে আসে এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর' *(তিরমিযী হা/৩৫৯৯; ইবনু মাজাহ হা/২৫১; মিশকাত হা/২৪৯৩; ছহীহাহ হা/৩১৫১)*। (গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَّرِزْقًا طَيِّبًا–

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস'আলুকা 'ইলমান নাফে'আন, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালান, ওয়া রিঝক্বান ত্বাইয়েবান' (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি) *(আহমাদ হা/২৬৫৬৪, ইবনু মাজাহ হা/৯২৫, ছহীহ; ত্বাবারাণী ছগীর হা/৭৩৬; মিশকাত হা/২৪৯৮)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : দেবীর উদ্দেশ্যে মশা বা মাছি দান করার কারণে জনৈক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মোতাহহারুল আলম
মোস্তফা গ্রুপ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মারফূ‘ হিসাবে যঈফ, তবে মওকূফ হিসাবে ছহীহ *(যঈফাহ হা/৫৮২৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, আমার মনে হয়েছে এটি ইস্রাঈলী বর্ণনা। তিনি বলেন, সালমান ফারেসী যখন অমুসলিম ছিলেন, তখন তিনি তাদের কোন সরদার থেকে এটি শুনে থাকতে পারেন। তাছাড়া তার ভাষা ছিল অনারবী *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮২৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : ‘যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে’ হাদীছটি কি ছহীহ?

-মাহবূব হাসান, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত কথাটি সমাজে প্রচলিত থাকলেও এর কোন ভিত্তি নেই *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : তিনদিনের বেশী কথা বন্ধ না রাখার বিষয়টি কি সকল ধর্মালম্বী মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, না কেবল মুসলমানদের জন্য? খ্রিষ্টানদের সাথেও কি তিনদিনের বেশী কথা বন্ধ রাখা যাবে না?

-হিযবুল্লাহ, বালিয়াপুকুর, রাজশাহী।

উত্তর : বিষয়টি কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা অধিকাংশ হাদীছে মুসলিম বা মুমিন শব্দের উল্লেখ রয়েছে। যা প্রমাণ করে যে, এটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাফের বা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয় *(মিরক্বাত ৮/৩১৫৩; আওনুল মা‘বূদ ১৩/১৭৬)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : জনৈক ব্যক্তি নিয়মিত সিগারেট খায় এবং পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতও আদায় করে। তার ছালাত কবুল হয় কি? যদি না হয়, তবে সিগারেট ছাড়ার আগ পর্যন্ত ছালাত থেকে বিরত থাকাই উত্তম হবে কি?

-রেযাউল করীম, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : কোন মুসলমানের জন্য কোন অবস্থাতেই ছালাত থেকে বিরত থাকার সুযোগ নেই *(নিসা ১০৩)*। প্রশ্নোল্লেখিত ব্যক্তির ছালাত আদায়ে তার ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। তবে হারাম খাদ্য খাওয়ার কারণে সে গুনাহগার হবে *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত গাছ থেকে খাবে (অর্থাৎ কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি) সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। নিশ্চয়ই যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় তার দ্বারা ফেরেশতারাও কষ্ট পায়’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ’ অনুচ্ছেদ)*। সিগারেটে পেঁয়াজ ও রসুন অপেক্ষা মারাত্মক দুর্গন্ধ রয়েছে। এর ধোঁয়ায় রয়েছে নিকোটিন বিষ। যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিকর। অধিকন্তু বিড়ি-সিগারেট, তামাক-জর্দা-গুল ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত, যা খাওয়া বা ব্যবহার করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং প্রতিটি মাদকদ্রব্য হারাম’ *(মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। তিনি বলেন, যে বস্তুর বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম’ *(তিরমিযী হা/১৮৬৫; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : কোন হাদীছকে অধিক সংখ্যক বিদ্বান যদি ছহীহ বলেন এবং কিছু বিদ্বান যদি যঈফ বলেন, তবে কোন মতটি অগ্রাধিকারযোগ্য হবে? বিশেষত সাধারণ মানুষের জন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নিরাপদ হবে?

-তাওহীদুল ইসলাম

মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ, আমলদার ও আল্লাহভীরু হাদীছপন্থী আলেমদের জিজ্ঞেস করে সঠিক বিষয়টি জেনে নিবে। আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা না জানো, তাহ’লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর *(নাহল ৪৩)*। তিনি বলেন, ‘সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে’। ‘যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যেটা উত্তম সেটার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ’ল জ্ঞানী’ *(যুমার ১৮)*। আর উত্তম হ’ল ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইলম। তা কখনোই রায় ভিত্তিক ইলম নয়। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হ’ল, যেখানে একজন আহলুল হাদীছ আছেন, যিনি হাদীছের ছহীহ-যঈফ বুঝেন না। আরেকজন আহলুর রায় বা রায়পন্থী বিদ্বান আছেন। এমতাবস্থায় আমরা কার নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞেস করব? জবাবে তিনি বললেন, আহলুল হাদীছকে জিজ্ঞেস কর। কেননা যঈফ হাদীছ রায়-এর চাইতে অধিক শক্তিশালী’ *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কে‘ঈন ১/৭৭)*। ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা রায়পন্থীদের থেকে দূরে থাক। ওরা সুন্নাতের শত্রু। হাদীছ আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ওরা মনগড়া কথা বলে। ফলে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয় ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করে’ *(দারাকুৎনী হা/৪২৩৬; দ্র. সম্পাদকীয় ‘কল্যাণের অভিযাত্রী’ ১৬/১২ সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৩; দিগদর্শন-২ পৃ.২৭)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : কুমিল্লার মুরাদনগরে আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম সম্বলিত একটি পিলার নির্মাণ করা হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্‌র নাম লেখা জায়েয হবে কি?

-শহীদুযযামান, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : যে মুমিন আসমাউল হুসনার ৯৯টি নাম অর্থ অনুধাবন সহ পূর্ণ ঈমান ও আনুগত্যের সাথে এবং আল্লাহ্‌র উপর অটুট নির্ভরতার সাথে মুখস্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(বুখারী হা/৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭; ফাৎহুল বারী ১১/২২৬-২২৭)*। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, পিলার নির্মাণ করে এগুলির প্রদর্শনী করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে ইট, পাথর ও মাটি ইত্যাদিকে কাপড় পরিধান করাতে নির্দেশ দেননি’ *(মুসলিম হা/২১০৭; মিশকাত হা/৪৪৯৪; আবুদাঊদ হা/৪১৫৩)*। অতএব এগুলি প্রদর্শনীর বিষয় নয়। বরং ঈমান ও আমলের বিষয়।

আজকাল বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিল্পকর্ম হিসাবে কিংবা রাস্তার শোভাবর্ধনে এধরণের ক্যালিগ্রাফীর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

তবে বিগত যুগের নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরাম পিলারে বা দেওয়ালে এগুলো লেখাকে সমর্থন করতেন না। হানাফী বিদ্বান ইবনুল হুমাম বলেন, 'আল্লাহর কিতাব এবং তার নামসমূহ দিরহাম, মেহরাব ও দেওয়ালে লেখা মাকরূহ *(ফাৎহুল কাদীর ১/১৬৯)*। অপর হানাফী বিদ্বান ইমাম যায়লাঈ অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন, এতে কিছু লেখা মিটে যায়, ফলে কুরআনের আয়াত ও আল্লাহর নামের বিকৃতি হ'তে পারে যা কুরআনকে অসম্মানের শামিল *(তাবীনুল হাক্বায়েক্ব ১/৫৮)*। শায়খ উছায়মীন এ ধরনের কর্মকে বিদ'আত বলে সতর্ক করেছেন *(লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৩/১৯৭)*। এ ব্যাপারে সঊদী স্থায়ী ফৎওয়া বোর্ডকে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তারাও এধরনের কাজকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শ বিরোধী বলে মতপ্রকাশ করেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৪/৫৬-৫৮)*। সুতরাং এগুলি থেকে বিরত থাকাই সমীচীন।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : মসজিদ ও মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চিত থাকে। সেগুলোর উপর কি যাকাত ফরয হবে?

-আব্দুল্লাহ, কেশরহাট, রাজশাহী

উত্তর : এসব প্রতিষ্ঠানের সম্পদে যাকাত ফরয হবে না। কারণ এগুলি ব্যক্তিমালিকানাধীন নয়। বরং এইসব তহবিলে বিভিন্ন দান-ছাদাক্বার মাল জমা হয়' *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/৩৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/২৯৫-৯৬, ফাৎওয়া নং ৫১৬১)*।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : জনৈকা মহিলার বিবাহের পরে স্বামীর বাড়ি যাওয়ার পথে স্বামী হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায়। এক্ষণে সে কি ইদ্দত পালন করবে এবং মোহরানা পাবে?

-যুলফিকার আলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এক্ষেত্রে স্ত্রীকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে এবং স্ত্রী মোহরানাসহ স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। কারণ সে শরী'আত সম্মতভাবে স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছে *(তিরমিযী হা/১১৪৫; আবুদাউদ হা/২১১৪ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩২০৭)*। ঐ স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীতে বা পিতার বাড়ীতে অথবা যেখানে সে নিরাপত্তা বোধ করে, সেখানে থেকে ইদ্দত পালন করবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৮/১৫৮-৫৯, ক্রমিক ৬৩৫২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : আয়কর ফাঁকি দিলে গুনাহগার হ'তে হবে কি? ফ্রি ল্যান্সিং করে বিদেশী বিভিন্ন কাজ করে দিয়ে যে উপার্জন করা হয় তার উপর আয়কর দেওয়া আবশ্যক কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম, ছেউড়িয়া, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাত প্রদান করা আবশ্যক, কিন্তু আয়করের কোন বিধান নেই। তবে বর্তমানে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যেহেতু ইসলামী নয় সেজন্য দেশীয় আইন মানার স্বার্থে আয়কর দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শাসকের কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর। যদিও তারা তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয় *(মুসলিম হা/১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তাদের হক তাদের দাও এবং তোমাদের হক আল্লাহ্র কাছে চাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৩৬৭২)*। 'কেননা তাদের পাপ তাদের উপর এবং তোমাদের পাপ তোমাদের উপর বর্তাবে' *(মুসলিম; মিশকাত হা/৩৬৭৩)*। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : জনৈক ইমাম বলেন, হাদীছে এসেছে প্রত্যেক বান্দা যে অবস্থায় মারা যাবে তাকে সে অবস্থায় উঠানো হবে। অর্থাৎ যে কাপড়ে দাফন হবে সে কাপড়ে পুনরুত্থিত হবে। একথা কি সঠিক?

-শামসুযযামান, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(মুসলিম হা/২৮৭৮; মিশকাত হা/৫৩৪৫)*। তবে ব্যাখ্যা সঠিক হয়নি। সঠিক ব্যাখ্যা হ'ল, দুনিয়াতে ভালো কর্ম করে মারা গেলে ভালো অবস্থায় আর মন্দ কর্ম করে মারা গেলে মন্দ অবস্থায় উঠবে *(মানাবী, ফায়যুল ক্বাদীর ২/৪৪০)*। যেমন বলা হয়েছে, ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে তাকে তালবিয়াহ পাঠ করা অবস্থায় উঠানো হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠানো হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৩৬)*। আর সেদিন প্রথম পোষাক পরানো হবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে *(বুঃমুঃ মিশকাত হা/৫৫৩৫)*।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : সৌন্দর্যের জন্য পুরুষদের হাতে বা নখে মেহেদী মাখা জায়েয কি?

-হাবীবুর রহমান, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : সৌন্দর্যের জন্য পুরুষদের হাতে-পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয নয় *(ইবনু হাজার, ফৎহুল বারী হা/৫৮৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। কারণ মেহেদী এক ধরনের রঙ। আর পুরুষদের জন্য রঙ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পুরুষদের খোশবূ এমন, যাতে সুগন্ধি আছে রং নেই। পক্ষান্তরে নারীদের খোশবূ এমন, যাতে রং আছে সুগন্ধি নেই *(তিরমিযী হা/২৭৮৭, মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। এছাড়া তিনি রঙ থাকার কারণে পুরুষদের জন্য যাফরানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/৫৮৪৬, মুসলিম হা/২১০১, মিশকাত হা/৪৪৩৪)*। তবে চিকিৎসার প্রয়োজনে যে কোন স্থানে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয আছে *(তিরমিযী হা/২০৫৪, ছহীহুল জামে' হা/৪৬৭১, ছহীহাহ হা/২০৫৯)*। এছাড়া মাথার চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করা উত্তম *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪৫১)*।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি ব্যাংকে কয়েক বছর মেয়াদী ফিক্সড ডিপোজিট করে মাসিক ভিত্তিতে কিছু টাকা জমাতে চাই। লভ্যাংশ দান করে দেয়ার নিয়তে এটা করলে কি অন্যায় কাজে সহযোগিতার শামিল হবে?

-ফরীদুল ইসলাম, চৌড়হাস, কুষ্টিয়া।

উত্তর : বর্তমানে দেশের কোন ব্যাংকই শতভাগ সূদমুক্ত নয়। তাই এরূপ না করে বরং সূদমুক্ত একাউন্ট খুলে তাতে টাকা

জমা করতে হবে। কারণ সূদী কর্মকাণ্ডে সাহায্য করার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট নেকীর বদলে গুনাহ অর্জিত হবে। আল্লাহ বলেন, 'নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না *(মুসলিম হা/ ১০১৫, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : পরিবারের অশান্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য কোন আমল আছে কি?

-জারীন, রাজশাহী।

উত্তর : পরিবার থেকে অশান্তি দূর করতে হলে পরিবারে ইসলামী বিধান কায়েম করতে হবে এবং অশান্তি সৃষ্টি করে এমন কর্ম যেমন গীবত, চোগলখুরী, হিংসা, অহংকার, বেপর্দা, অশ্লীলতা, যুলুম প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শুধুমাত্র হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ও দুর্ভাগা মানুষের কাছ থেকেই রহমত ছিনিয়ে নেয়া হয় *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪২; মিশকাত হা/৪৯৬৮; ছহীহুত তারগীব হা/২২৬১)*। সেই সাথে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল ইসলামী পরিবার গড়ে তুলতে হবে। সর্বদা পরিবারের জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করতে হবে। সর্বোপরি পরিবারে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলেই অশান্তি দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : ঢাকা শহরে বাড়ি করার ক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ না দেখালে সরকারী ট্যাক্সের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এক্ষণে সরকারী যুলুম থেকে বাঁচার জন্য ব্যাংক ঋণ নেওয়া জায়েয হবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : সাধ্যপক্ষে ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকাই সমীচীন। কারণ ঋণ নিলে এক অন্যায় থেকে বাঁচতে আরেকটি অন্যায় করা হবে। অতএব সরকারী আইন বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক হলেও পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাধ্যগত অবস্থায় তা অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয় *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৫৩৮২, ৩৬৭২, ৩৬৭৩)*। সর্বোপরি আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে। কেননা যে ব্যক্তি পাপমুক্ত থাকতে চায়, আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন *(তালাক ২-৩)*।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) লিখিত কিতাবুর রূহ -এ মৃত ব্যক্তিদের সাথে জীবিতদের কথপোকথনের অদ্ভুত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এসব বিবরণের সত্যতা আছে কি?

-আব্দুর রহমান
ফরায়ীকান্দা, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিদের রূহের সাথে জীবিত ব্যক্তিদের কথোপকথনের কোন বর্ণনা কুরআন বা হাদীছে নেই। তবে স্বপ্নে মৃতদের রূহের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়টি হাদীছ ও সালাফদের বক্তব্যে পাওয়া যায়। যেমন একটি হাদীছে এসেছে, দাউস গোত্রের তুফাইল বিন আমর (রাঃ) হিজরত করলে তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে হিজরত করে। মদীনার আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ার ফলে সে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে অধৈর্য হয়ে তীরের ফলা দিয়ে নিজের হাতের আঙ্গুলের জোড় কেটে ফেলে। এর ফলে তার দু'টি হাত হ'তে তীব্রভাবে রক্তক্ষরণ হ'তে থাকে। পরিশেষে সে মারা যায়। তুফাইল বিন আমর তাকে স্বপ্নে দেখেন, তার আকার-আকৃতি সুন্দর। কিন্তু দেখলেন যে, সে তার হাত দু'টিকে ঢেকে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কী আচরণ করেছেন? সে বলল, নবী (ছাঃ) এর দিকে হিজরত করার কারণে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমার হাত দু'টি ঢাকা কেন? সে বলল, আমাকে বলা হয়েছে, তুমি নিজে যা নষ্ট করেছ, তা কখনই ঠিক করব না। তুফাইল আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ ঘটনা খুলে বললে রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তার হাত দু'টিকে ক্ষমা করে দাও' *(মুসলিম হা/১১৬; মিশকাত হা/৩৪৫৬; আহমাদ হা/১৫০২৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬১৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তার হাতকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য তিনবার দো'আ করেন *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩০১৭)*।

অন্য একটি আছারে এসেছে, উমাইয়াহ বিন খালেদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, খালেদ আল-কাসরী ইরাকের গভর্ণর হয়ে ছা'-কে দ্বিগুণ করলেন। তাতে এক ছা' ষোল রতলের সমান হয়। আবুদাঊদ বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ খাল্লাদকে নিগ্রোরা বন্দী করে হত্যা করে। তিনি তার হাতের ইশারায় বলেন, এভাবে। আবুদাঊদ তার হাত প্রসারিত করেন এবং দু'হাতের তালু মাটির দিকে উপুড় করে বলেন, আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। আমি বললাম, তাহ'লে আপনার বন্দী অবস্থা আপনার অনিষ্ট করতে পারেনি *(আবুদাঊদ হা/৩২৮১, সনদ ছহীহ মাক্বতূ')*।

অত্র হাদীছসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, স্বপ্নে মানুষের রূহের সাথে মৃতদের রূহের সাক্ষাৎ হ'তে পারে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/২০১; যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ২/১৫; ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ ২১-৩০ পৃ.)*। কুরআনের সূরা যুমারের ৪২ আয়াতটিকেও অনেকে এ বিষয়ে দলীল হিসাবে পেশ করেন।

তবে নবীদের স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কারু স্বপ্ন শরী'আতের কোন দলীল নয়। কেননা এতে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না। এসব গায়েবের খবর, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তবে এগুলি নেককার মুমিনকে সৎকর্মে অধিক উদ্বুদ্ধ করে। ইবনুল ক্বাইয়িমের কিতাবুর রূহ গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিছু রয়েছে অপ্রমাণিত হাদীছ ভিত্তিক এবং অনেকগুলি রয়েছে স্বপ্ন ও ঘটনা ভিত্তিক। যা ভুলও হ'তে পারে, আবার সঠিকও হ'তে পারে। অতএব সেসব বর্ণনাকে সত্যায়ন করা ও তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা যরূরী নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৬৪৬; শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৩১১-৩১২; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৫/৪৫৪-৪৫৫)*।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, বাংলা বাজার, ০১৭৮৪-০১২৯৬৪।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা, পতেঙ্গা, ০১৭৩৫-৩৩৭৯৭৬।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

নীলফামারী : এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।

ঝিনাইদহ : আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার, ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।

চুয়াডাঙ্গা : সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা, ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা, ০১৭১৮-১২০৩১৫।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮।

গাইবান্ধা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম, ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২।

লালমণিরহাট : শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

বগুড়া : শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪৯-৭৪০২৮৩; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

সিরাজগঞ্জ : মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর, ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে, ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। রহমানিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম

F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM

সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম
সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩,
০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

ডা. নাসরীন সুলতানা

এমবিবিএস, এমসিপিএস, ডিজিও
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
সহকারী অধ্যাপক, গাইনী (অবঃ)
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

চেম্বার :
পদ্মা ক্লিনিক
সিএন্ডবি মোড়, কাজিহাটা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৮১০৮০৭
ফোন : ০৭২১-৭৭৪১৪৬ (ক্লিনিক)
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা

চেম্বার :
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমএস (বিএসএমএমইউ)
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
কনসালটেন্ট, আমানা হাসপাতাল লিমিটেড

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬
মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৫৮২
সকাল ৯-টা থেকে ১২-টা

চেম্বার :
আমানা হাসপাতাল
ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
সন্ধ্যা ৬-টা থেকে রাত্রি ৯-টা

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

www.at-tahreek.com

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৯ মূল্য : ২৫.০০

৩০তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

২৭ ও ২৮ শে ফেব্রুয়ারী

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

ভাষণ দিবেন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবা : ০১৭৯১-৫৭৮০৫৭

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ২৭শে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত

ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৯, শনিবার, সকাল ৯-টা

ক্লাস শুরু : ১লা জানুয়ারী ২০২০, বুধবার

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং, ব্যবস্থাপনা ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।

www.at-tahreek.com